# কয়েকটি বিদেশী গল্প

অনুবাদক

গোপাল ভৌমিক

সরস্বতী লাইব্রেরী

সি ১৮-১৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

কলিকাতা

শ্রীসাগরময় ঘোষ

বন্ধুবরেষু

**গ্রন্থকারের অন্যান্য বই**

| | |
|---|---|
| স্বাক্ষর ( কবিতা ) | ২. |
| নেতাজী ( জীবনী ও মতবাদ ) | ২. |
| ভারতের মুক্তি সাধক (জীবনী) | ২।॰ |
| সমাজ ও সাহিত্য | ।॰ |
| রাষ্ট্রপতি কৃপালনী ( জীবনী ) | ।৵॰ |
| ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী ( জীবনী ) | ১ |
| পৃথিবীর বড় মানুষ ( জীবনী ) | ১।॰ |

# সূচী

# ভূমিকা

'কয়েকটি বিদেশী গল্প' আমার অনুবাদ-গল্পের প্রথম বই। অথচ বাংলার অনুবাদ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমি নবাগত নই। আজ বাংলা সাহিত্যে প্রচুর বিদেশী গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধাদির অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। পাঠকপাঠিকাদের কাছে অনুবাদ-সাহিত্য প্রচুর সমাদৃতও হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুর্বে বাংলাভাষায় অনুবাদ-সাহিত্যের এ সমাদর ছিল না। তখন মাত্র দু'একজন সাহিত্যিক অনুবাদ-সাহিত্যের দ্বারা বাংলা ভাষাও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও শ্রীসম্পন্ন করার দিকে ঝুঁকেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। আমি তখন কলেজের ছাত্র। পাশ্চাত্য সাহিত্যের মনোরম গল্প উপন্যাস পড়ে তখন মনে হত, এসব অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করা যায় না কি? অনুবাদের দিক থেকে বাংলা সাহিত্য তখনও দীন। তাই শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের আদর্শকে সম্মুখে রেখেই সেদিন অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছিলাম। সেই থেকে আজ পর্যন্ত অনুবাদের দিকে আমার প্রবল ঝোঁক আছে এবং বিদেশী সাহিত্যের কোন ভাল জিনিস পেলে বাংলার পাঠক-পাঠিকাদের তার সঙ্গে পরিচিত করানোর প্রয়াস পেয়ে থাকি।

দুঃখের বিষয় এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমার বহু বই প্রকাশিত হলেও একখানি অনুবাদ-গ্রন্থও আমার পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। তার একমাত্র কারণ প্রকাশকের সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগের অভাব। বর্তমানে যে 'কয়েকটি বিদেশী গল্প' প্রকাশিত হল তার একমাত্র কারণ কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের বন্ধুবর শ্রীতারাপদ তরফদারের মধ্যস্থতা। তিনিই সরস্বতী লাইব্রেরীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটিয়ে দেন এবং তাঁরা উদ্যোগী হয়ে এ গ্রন্থ প্রকাশের ভার নেন। এজন্য তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এ গ্রন্থে যে কয়টি বিদেশী গল্প প্রকাশিত হল কোন বিশেষ দৃষ্টি-কোণ থেকে বিচার করে সেগুলি সঙ্কলিত হয় নি। গল্পগুলি একই ধারাবাহক—এরূপ কোন অবাস্তব দাবী আমি করি না। কিংবা এই গল্পগুলি যে

লেখকদের শ্রেষ্ঠ রচনা সে দাবীও আমি করি না। গল্প নির্বাচনে গল্পের উৎকর্ষই আমার বিচারের একমাত্র মাপকাঠি। যে কয়টি গল্প আমি পাঠক-পাঠিকাদের কাছে উপস্থাপিত করলাম গল্প হিসাবে তার কোনটিই নীচু শ্রেণীর নয়—এইটুকু শুধু আমি বলতে পারি। তা ছাড়া ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের গল্পের একত্র সমাবেশ আমি এই গ্রন্থে ঘটানোর চেষ্টা করেছি। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের গল্প যেমন আছে, তেমনই আছে প্যালেস্টাইনের একটি ইহুদী গল্প, দক্ষিণ আফ্রিকার একটি গল্প, ব্রাজিলের একটি গল্প এবং আমেরিকার একাধিক গল্প। গল্পগুলি পাঠক-পাঠিকাদের আনন্দ দিতে পারবে এ বিশ্বাস আমার আছে। অনুবাদে আমি মূলের রচনা-শৈলী, ভাষার প্রকাশভঙ্গী ও ভাবের সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে আপ্রাণ প্রয়াস করেছি। গল্পকে আমি ভাষান্তরিত করেছি, রূপান্তরিত করিনি। আমার প্রচেষ্টা কতটা সার্থক হয়েছে সে বিচারের ভার পাঠক-পাঠিকাদের হাতেই ছেড়ে দিলাম।

এ গ্রন্থে প্রকাশিত সব গল্পই ইতিপূর্বে নানা সাময়িক পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করেছিল। তার মধ্যে বিশেষভাবে আনন্দ বাজার পত্রিকা ও সাপ্তাহিক 'দেশে'ই অধিকাংশ গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে বইখানি প্রকাশ করা হল বলে ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা অসম্ভব নয়। কোন ত্রুটিবিচ্যুতি চোখে পড়লে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করার ইচ্ছা রইল।

গল্প বাছাই করা ও কপি করার ব্যাপারে আমার পত্নী শ্রীমতী গৌরী ভৌমিক আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। প্রুফ্ সংশোধন কার্যে শ্রীনিখিল দত্ত ও আমার অন্যতম ছোট ভাই শ্রীঅখিল ভৌমিকের যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। মৌখিক ধন্যবাদ জানিয়ে এঁদের ঋণ শোধ করা যাবে না। তাই সে চেষ্টা করলাম না। ইতি—

কলিকাতা
২০শে আশ্বিন ১৩৫৪

গোপাল ভৌমিক

# একটি কাহিনী

## অ্যালেক্‌জাণ্ডার কুপ্রিন্

লোকটি তার বেহালা বাজাতে সুরু করলে: লম্বা, পাতলা ঝাঁকড়া-চুলো লোকটি, তার মুখে অর্ধতৃপ্ত জীবনের বিষণ্ণতা, নৈতিক অপবিত্রতা এবং প্রেরণার নিষ্ঠুর গাম্ভীর্যের অপূর্ব সমাবেশ। বেহালা অপূর্ব সুরে বেজে উঠল—বিষাদকরুণ, দীর্ঘ আর মধ্যযুগের ভাবপূর্ণ সে মধুর সুর।

গৃহকর্তার ধারণা ছিল যে তিনি খুব সঙ্গীতোৎসাহী, পরণে তাঁর লাল ড্রেসিংগাউন,—তাঁর বড় বড় উজ্জ্বল চোখে পাগলের মত ভ্রাম্যমান দৃষ্টি। তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং বেহালা শুনে সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বোধিত হয়েছেন, এমনি ভাব দেখিয়ে তিনি বাদ্যের উপযোগী একটি করুণ গল্প বলতে চেষ্টা করলেন।

"বহু দিন পূর্বের কথা···ওঃ কত আগের কথা! বহুযুগ চলে গেছে···ওঃ কত যুগ! প্রত্যেকে সে কথা ভুলে গেছে। ওঃ কত যুগ আগের সে কথা।"

সহসা খাবার টেবিলের চারপাশে যারা বসে ছিল তাদের মধ্যে একজন লোক উঠে দাঁড়ালো। এতক্ষণ পর্যন্ত সে নীরবেই বসে ছিল, তাকে কেউ চিন্‌তওনা।—কে একজন তাকে এবাড়ীতে নিয়ে এসেছে অথচ কষ্ট ক'রে সে তাকে পরিচিতও করিয়ে দেয় নি। গরীবের মত তার পোষাক, ছোট এবং অতি সাধারণ দেখতে—বিস্তৃত তার কাঁধ দুটি, অদ্ভুত ফ্যাসানে কামান তার মাথার চুল।

আমাকে কি অনুগ্রহ করে বলতে দেবেন না?" লোকটি বললে, তার কণ্ঠ আবেদনে ভরা। ভাঁড়ের মত পিছিয়ে গিয়ে, মাথা নামিয়ে এবং হাত দুটি বুক থেকে মাটি পর্যন্ত নেড়ে গৃহকর্তা ভাঁড়ের মতই বললেন: "নিশ্চয়ই বল্‌তে দেব।" সেই অপরিচিত অতিথি, বেহালা বাদকের দিকে ফিরে বললে: "প্রথম থেকে আরম্ভ কর।" একমুহূর্তের জন্যে তার সঙ্গে বেহালা বাদকের দৃষ্টি বিনিময় হল। তারপর বাজনার সঙ্গে সঙ্গে তার গল্প সুরু হল।

সে বহুযুগ পুর্বের কথা। তারপর এ পর্যন্ত কত বংশ ধ্বংস হয়েছে—কত দুর্গও গেছে ছারখার হয়ে। সেই সময় পুরানো একটি দুর্গ একটি হ্রদের মধ্যে পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়েছিল। সকলেই জানত যে তলহীন সেই হ্রদের জল, দুর্ভেদ্য সেই দুর্গ আর রাত্রিবেলায় লোহার সেতুটা উঠিয়ে রাখা হ'ত। সময় সময় দেশের রাজা দুর্গের অধিকারীকে নিমন্ত্রণ করে পাঠাতেন, তাঁকে আত্মীয় বলে স্বীকার করতেন আর তাঁকে সম্মান ও উপাধি দিতে চাইতেন। কিন্তু রাজাকে ধন্যবাদ দেওয়াত দূরের কথা, দুর্গের আত্মগর্বী অধিকারী রাজদূতদের হত্যার আদেশ দিতেন। তিনি কাউকে ভয় করতেন না, দুর্ভেদ্য তাঁর দুর্গ আর দশ বৎসরের অবরোধের উপযুক্ত রসদ তাঁর সর্বদা প্রস্তুত।

মহান্ বলবান ও দুঃসাহসী এই দুর্গাধিপতির বয়স কিন্তু ইতিপূর্বেই ষাট পেরিয়েছিল। আনন্দে চীৎকার করতে করতে সৈন্যদলের পুরোভাগে তিনি সেতু পার হয়ে যেতেন, সেতুর নীচে অন্ধকারে জলের শব্দ আর ঘোড়ার পদশব্দও অনেকটা ঢেউয়ের শব্দের মতই। তারপরেই সুরু হত উপদ্রব—গ্রামের পর গ্রাম যেত পুড়ে; মেয়েরা কাঁদ্‌তে—আর ব্যবসায়ীদের সব কিছু তিনি লুট করে আনতেন।

পছন্দ করে কেন যে একটি সাধারণ ঘরের মেয়েকে তিনি বিয়ে করলেন তা কেউ জানে না। তাঁর সমপর্যায়ের ঘরে কি যথেষ্ট সুন্দরী মেয়ে ছিল না? অদ্ভুতভাবে তাঁর বিবাহ অনুষ্ঠিত হ'ল—তিনি প্রচুর মদ খেলেন, চাকরদের মধ্যে মুঠো মুঠো টাকা বিতরণ করলেন আর একভাবে তাঁর বড় বড় চোখের বর্ণহীন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে বউয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। গরীব শিল্পীর মেয়ে তাঁর এই স্ত্রী।

অ্যালেক্‌জাণ্ডার কুপ্রিন্‌

সুদীর্ঘ একটি বছর চলে গেল, তারপর আরেক বছর—আরও একবছর গেল। তরুণী দিনের পর দিন বিবর্ণ বিষণ্ণ হয়ে চল্‌ল, দুর্গাধিপতির ভয়ঙ্কর চোখ আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। রাত্রিবেলায় গ্রাম ভস্মীভূত হ'ত আর কুকুরেরা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বন্দিনী মেয়েদের নাড়ীভূঁড়ি নিয়ে টানাটানি করত।

দিন যায়। হাজার হাজার চোখ সুন্দরী তরুণীর বিবর্ণ মুখের দিকে তাকায়—কিন্তু প্রেমের জ্যোতিতে উজ্জ্বল একজোড়া চোখ তার দিকে তাকায় আর বলে "এই আমার প্রাণ। চাও যদি এ প্রাণ নাও। আমি তোমায় ভালবাসি!······

একদিন—অভিযান থেকে ফিরে এসে দুর্গাধিপতি দেখেন যে তাঁর পত্নীর সাম্‌নে তারই এক যুবক ভৃত্য হাঁটু গেড়ে বসে। তিনি ভৃত্যকে প্রাঙ্গণে নিয়ে যেতে আদেশ করলেন এবং সেখানে তার দক্ষিণ চক্ষুতে গুলি করে তাকে মারা হ'ল।

তাঁর তরুণী স্ত্রীকে তিনি স্পর্শ করলেন না। কিন্তু তাঁর বাধ্য অনুচরদের একত্র করে, তিনি রাজার মত মুক্ত হস্তে তাঁদের সোনা দিলেন আর বললেন: "তোমরা মুক্ত। তোমাদের যেখানে খুসী চলে যাও।"

তারপর একে একে তারা যখন লৌহ সেতু পার হয়ে চলে গেল, তখন দুর্গাধিপতি নিজেই সেতুটি ওঠালেন, শিকলটা ভেঙ্গে ফেললেন এবং নিজ হস্তে দুর্গের বহির্দ্বারে তালা লাগিয়ে দিলেন।

ওপার থেকে অনুচরেরা দুর্গের দিকে শেষ বারের মত চাইবার জন্যে ফিরে দেখল যে দুর্গাধিপতি উচ্চতম জানালা থেকে একটা চাবি ছুঁড়ে ফেললেন হ্রদের গভীর জলে—চাবিটা দুর্গের বহির্দ্বারের।

বছরের পর বছর গড়িয়ে চল্‌ল। সেই প্রাচীন রহস্যময় দুর্গের গুপ্তকথা কেউ আর আবিষ্কার করতে পারল না। আজ আর সে দুর্গ নেই—আছে শুধু ধ্বংসাবশেষ শ্যাওলা আর ময়লা। বন্য গাছের ফাঁকে ফাঁকে সবুজ টিকটিকি সেখানে বেড়িয়ে বেড়ায়। দুর্গাধিপতি আর তাঁর স্ত্রীর কি হ'ল? তাঁরা কি বহুদিন যাবত কষ্ট পেয়েছিল? তাদের মধ্যে কে বেশী ভুগেছিল?

কেউ কোনদিন এ রহস্য জানতে পারবে না। পাথরের জানলায় ঢেউয়ের

আঘাত লাগছে……জলের শব্দে পূর্বেকার সেই ভীতিপ্রদ অশ্বখুরের শব্দই বুঝি শোনা যায়। কেউ কোনদিন এ রহস্য জানবে না……শান্ত ঢেউগুলি তীরেও খেলা করছে……বেহালা বাদক এবং গল্পকার দুজনেই একসঙ্গে থেমে গেল। কম্পমান যে নীরবতা চতুর্দিকে বিরাজ করছিল সেই নীরবতা ভেদ ক'রে গৃহকর্তার অতৃপ্ত গলার স্বর শোনা গেল "এই কি সব? বেশী নয়, কিন্তু বড় করুণ।"……

# সহধর্মিণী

শেখভ

"আমি ত তোমাকে আমার টেবিল পরিষ্কার ক'রতে নিষেধ করেছি,"—নিকোলে ইয়েভ্গ্রাফিস্ বল্ল। "তুমি টেবিল পরিষ্কার করলে আর কিছুই পাবার উপায় থাকে না। টেলিগ্রামটা কই? সেটা কোথায় ফেলেছ? দয়া করে খুঁজে দেখ—টেলিগ্রামটা কালকের তারিখের—এসেছে কাজান থেকে।"

বিবর্ণ লম্বা পাতলা অনাসক্ত চেহারার যুবতী দাসীটি টেবিলের নীচে ঝুড়িতে কয়েকটি টেলিগ্রাম পেল এবং কোন কথা না বলে সেগুলো ডাক্তারের হাতে দিল। কিন্তু এ সবগুলিই রোগিদের টেলিগ্রাম। তারপর তারা বৈঠকখানা ঘরে এবং ওলগা মিট্রিয়েভ্নার ঘরে খুঁজল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হয়েছিল। নিকোলে ইয়েভ্গ্রাফিস্ জানত যে তার স্ত্রী শীঘ্র বাড়ী ফিরবে না—অন্তত পাঁচটার আগে ত নয়ই। সে বউকে বিশ্বাস করত না এবং সে বহুক্ষণ ধরে বাড়ীতে না থাকলে তার ঘুম হ'ত না—তার বিরক্তি বোধ হ'ত, সঙ্গে সঙ্গে সে তার স্ত্রীকে ঘৃণা করত—তার বিছানা, তার আয়না, তার মিষ্ট দ্রব্যাধার, হায়াসিনথ্ এবং লিলি অব্ দি ভ্যালি ফুল—যা তাকে রোজই কেউ না কেউ পাঠাত, ফলে বাড়ীটা ফুলের দোকানের মত একটা অস্বাস্থ্যকর গন্ধে ভরা থাকত—এসবই সে ঘৃণা করত। এই রকম রাত্রে সে সংকীর্ণমনা, বদমেজাজী, খিট্খিটে হ'য়ে উঠত; এবং এখন তার মনে হল যে গতকাল তার ভাইয়ের কাছ থেকে সে যে টেলিগ্রামটা পেয়েছিল—সেটা পাওয়া তার খুবই দরকার যদিও তার মধ্যে বড়দিনের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

তার স্ত্রীর ঘরের টেবিলে মুখ-নাহারী দ্রব্যের বাক্সের নীচে সে একটা টেলিগ্রাম পেল এবং নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে সেটার দিকে তাকাল। টেলিগ্রামটা ছিল তার স্ত্রীর নামে, তার শাশুড়ীর ঠিকানায়, মণ্টে কার্লো থেকে টেলিগ্রামটা এসেছিল—নীচে নাম সই ছিল মিচেল।......ডাক্তার তার একটা কথাও বুঝলে না কারণ টেলিগ্রামটা বিদেশী ইংরেজী ভাষায় লেখা।

"এই মিচেল কে? মণ্টে কার্লো কেন? ওর মায়ের ঠিকানায়ই বা কেন?" তার বিবাহিত জীবনের সাত বছর ধরে সে ধীরে ধীরে সন্দেহবাদী হ'য়ে উঠেছে। তার পড়ার ঘরে গিয়ে ভাবতে স্বরু ক'রেই তার মনে প'ড়ে গেল —বছর দেড়েক আগে সে আর তার স্ত্রী পিটার্সবার্গে গিয়ে একটি এঞ্জিনিয়ার সহপাঠী বন্ধুর সঙ্গে ভোজ খেতে গেছিল—সেই বন্ধুটি তার সঙ্গে এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে একটি বাইশ তেইশ বছরের যুবকের আলাপ করিয়ে দিয়েছিল, তার নাম মিহেল্আইভানোভিশ, তার পদবীটা ছিল—অদ্ভুতরকম ছোট—রিস্। দুইমাস পরে ডাক্তার সেই যুবকটির ফটো দেখেছিল তার স্ত্রীর অ্যাল্বামে, ফটোর নীচে ফরাসী ভাষায় লেখা ছিল: "বর্তমানের স্মরণে এবং ভবিষ্যতের আশায়।" তারপর শাশুড়ীর বাড়ীতে সেই যুবকটির সঙ্গে তার দেখাও হ'য়েছিল। সেই সময়টায় তার স্ত্রী খুব ঘন ঘন বাড়ীতে অনুপস্থিত থাক্‌ত, বাড়ীতে ফিরত রাত চারটে পাঁচটার সময়, তাকে সব সময় একটা বিদেশে যাবার ছাড়পত্র যোগাড়ের জন্য অনুরোধ কর্‌ত—সেও বারবার তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান কর্‌ত; বাড়ীতে একটা অবিচ্ছিন্ন বিবাদ চল্‌ত এবং ফলে চাকর বাকরের কাছে মুখ দেখাতেও তার লজ্জা করত।

ছয়মাস আগে তার সহকর্মীরা সিদ্ধান্ত করলেন যে তার ক্ষয়রোগের সূচনা হচ্ছে এবং তাকে সব কিছু ত্যাগ ক'রে ক্রাইমিয়ায় যেতে উপদেশ দিলেন। ওল্‌গা মিট্রিয়েভ্‌না একথা শুনে খুব ভীত হ'বার ভাণ কর্‌ল। সে স্বামীর প্রতি দরদ দেখানো শুরু কর্‌ল, তাকে বল্‌ল যে ক্রাইমিয়া খুব শীতপ্রধান এবং নীরস জায়গা, তারচেয়ে বরং নাইসে যাওয়া ঢের ভালো—সেও তার সঙ্গে যাবে এবং সেখানে গিয়ে তার সেবা শুশ্রূষা ও যত্ন করবে।

এখন সে বুঝতে পারল তার বউ কেন নাইসে যাবার জন্যে বিশেষ করে এতটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল : তার মিচেল যে মণ্টে কার্লোতে থাকে। সে একটা ইংরেজী অভিধান নিয়ে টেলিগ্রামের কথাগুলি অনুবাদ করে অনুমানে অর্থ ধ'রে ধীরে ধীরে নীচের বাক্যটি তৈরী করল : "আমি প্রিয়তমার স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যে পান করছি, তার ছোট পায়ে হাজার বার চুমু খাচ্ছি এবং অধীরভাবে তার আগমন প্রতীক্ষা করছি।" সে যদি স্ত্রীর সঙ্গে নাইসে যাওয়া স্থির করত তবে তাকে কি করুণ হাস্যকর অংশ অভিনয় করতে হত—মনে মনে সে সেই ছবি আঁকল। সে এতটা ভগ্নহৃদয় হয়ে গেল যে প্রায় সে অশ্রুপাত করল এবং গভীর উদ্বেগে সে ফ্ল্যাটের সমস্ত ঘরের মধ্যে ইতস্তত পায়চারি করা সুরু করল। তার গর্ব—তার জনগণ-সুলভ অসন্তোষ বিদ্রোহ করল। হাত মুঠো করে বিরক্তিতে ভ্রূভঙ্গী করে সে ভেবে আশ্চর্য হ'ল কি করে তার মত একজন সাদাসিদে সহজ লোক, অস্ত্রচিকিৎসা-ব্যবসায়ী, গ্রাম্য ধর্মযাজকের পুত্র, যাজকীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষিত—সে কি করে নিজেকে বন্দী হ'তে দিয়েছে, কি করে দুর্বল বাজে স্বার্থপর নীচ এই মেয়েটির কাছে ঘৃণ্য দাসত্বে আবদ্ধ হয়েছে।

ছোট পা"—সে টেলিগ্রামটা ভাঁজ করতে করতে নিজের মনে আবৃত্তি করল, "ছোট পা!" যখন সে প্রেমে প'ড়ে তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেছিল তারপর তাদের বিবাহিত জীবনের সাতটি বছর কেটেছে, এর মধ্যে তার স্মরণে আছে শুধু তার লম্বা সুগন্ধি চুল, নরম লেসের পুঞ্জ আর তার ছোট পা ; সত্যি তার পা দুটি বড় ছোট, বড় সুন্দর। এখনও তার মনে হ'ল যে সে তাদের পূর্বেকার আলিঙ্গনের থেকে লেস্ এবং রেশমের স্পর্শ পাচ্ছিল তার হাত এবং মুখের উপরে, আর কিছু নয়। আর কিছু নয়—অবশ্য মূর্ছা, চীৎকার, কটূক্তি, ভয়প্রদর্শন এবং মিছে কথা এগুলো বাদ দিলে—কি নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতক মিছে কথাই না সে বলে। তার মনে পড়ল কি ক'রে তাদের পল্লীভবনে এক একটা পাখী হঠাৎ বাইরে থেকে উড়ে এসে ঘরে ঢুকত এবং তারপর মুক্তির পথ না পেয়ে হতাশভাবে জানালার

শার্সিতে আঘাত করত, ঘরের জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করে দিত, তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের এই মেয়েটিও তেমনই তার জীবনে উড়ে এসে, ঢুকেছে এবং তার জীবনটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তার জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলি যেন নরকের মধ্যে কেটেছে, তার সুখের আশা হাস্যকরভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে, তার স্বাস্থ্য গেছে, তার ঘরের আবহাওয়া নীচ চরিত্রের স্ত্রীলোকের ঘরের আবহাওয়ার মত বিশ্রী হয়ে উঠেছে। বছরে দশ হাজার রুবল্ তার আয় অথচ তার থেকে দশ রুবল্ বাঁচিয়ে গাঁয়ে তার বৃদ্ধা জননীকে সে পাঠাতে পারে না—ইতিপুর্বে তার ঋণের পরিমাণ হয়েছে পনর হাজার রুবল্। তার মনে হল এই স্ত্রীলোকটী তার জীবন যেমনভাবে ধ্বংস করেছে, একদল ভবঘুরের সঙ্গে একত্রে বাস করলেও তার জীবনের এমন হতাশাজনক অপূরণীয় ক্ষতি হ'ত না।

সে কাশতে সুরু করল—তার দম বন্ধ হ'য়ে আস্‌ছিল। তার বিছানায় শুয়ে গরম হওয়া উচিত ছিল কিন্তু সে বিছানায় যেতে পারল না। সে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল কিংবা টেবিলে বসে দুর্বলভাবে একটা পেন্সিল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল এবং কাগজের উপর যন্ত্রের মত লিখে চল্‌ল। "কলম পরীক্ষা করছি······ছোট পা।" পাঁচটার সময় সে দুর্বলতর হয়ে পড়ল এবং সমস্ত দোষটা নিজের ঘাড়ে চাপাল। এখন তার মনে হ'ল যে ওল্‌গা মিট্রিয়েভ্‌না যদি অন্য কাউকে বিয়ে করত, সে হয়ত তার উপর ভাল প্রভাব বিস্তার করতে পারত; কে জানে হয়ত শেষ পর্যন্ত সে বেশ ভাল স্বাভাবিক স্ত্রী হয়ে উঠতে পারত। সে বড় নীচু দরের মনস্তত্ত্ববিদ এবং মেয়েদের হৃদয়ের কিছুই জানে না; তা ছাড়া সে বদমেজাজি—তার মধ্যে আকর্ষণীয় কিছু নেই······"আমি আর বেশী দিন বাঁচব না" সে ভাবল। "—আমি মৃত—জীবিতদের পথ বন্ধ করে দাঁড়ানো আমার উচিত নয়। এখন অধিকারের দাবী করা অদ্ভুত এবং বোকার মত হবে। আমি ওর সঙ্গে একটা বোঝা পড়া করব; সে যাকে ভালবাসে তার কাছে যাবার অনুমতি দেব তাকে। আমি সমস্ত দোষটা নিজের ঘাড়ে নিয়ে তাকে ত্যাগ করবো।"

অবশেষে ওল্‌গা মিট্রিয়েভ্‌না এ'ল। তার পরণে ছিল সাদা বহিরাবরণ, টুপি এবং বুট। পোষাক না ছেড়েই সে পড়ার ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে ডুবে পড়ল।

"হতচ্ছাড়া মোটা ছেলেটা"—সে কষ্টে নিশ্বাস নিতে নিতে কান্নার স্বরে বল্‌ল। "সত্যি এটা অন্যায়, রীতিমত বিরক্তিকর।" সে জোরে পা ঠুকল মাটিতে। "আমি এসব সহ্য করতে পারি না, পারি না, পারি না।" "ব্যাপার কি?" নিকোলে ইয়েভ্‌গ্র্যাফিস্ তার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

"ওই আজারবেকভ্ নামে ছাত্রটি আমায় বাড়ী পৌঁছিয়ে দিচ্ছিল—সে আমার ব্যাগটা হারিয়ে ফেলেছে। ব্যাগের মধ্যে পনরটি রুবল ছিল—আমি মার কাছ থেকে ধার করে নিয়েছিলাম।"

সে প্রকৃতই ছোট মেয়েটির মত কাঁদছিল এবং শুধু তার রুমাল নয় দস্তানাও চোখের জলে ভিজে গিয়েছিল।

"এর ত আর উপায় নেই।" ডাক্তার বললে। "সে যদি হারিয়ে থাকে হারিয়েছে, এ নিয়ে বিব্রত হয়ে লাভ নেই। শান্ত হও, আমি তোমার সঙ্গে কথা বল্‌তে চাই।"

"আমি ত আর লক্ষপতি নই যে এমনই ভাবে হারালে চলবে। ও বলে যে ও নাকি আমাকে পনর রুবল্ দেবে কিন্তু আমি ওর কথা বিশ্বাস করি না; ও গরীব···"

তার স্বামী তাকে শান্ত হয়ে কথা শুনতে বল্‌ল, কিন্তু সে ছাত্রটির কথা এবং পনর রুবল্ হারিয়ে যাবার কথাই বলে চলল। "আঃ। তুমি যদি শুধু চুপ কর তবে তোমাকে কালই আমি পঁচিশ রুবল্ দেব।" সে বিরক্ত হয়ে বলল।

"আমার জামা কাপড় ছাড়তে হবে।"—সে কাঁদতে কাঁদতে বল্‌ল। "আমি ফার কোট প'রে গম্ভীর ভাবে কথা বলতে পারি না। তুমি কি অদ্ভুত!"

সে তার কোট এবং জুতা খুলতে সাহায্য করল; তার নাকে এসে পৌঁছালো সাদা মদের গন্ধ, শামুক দিয়ে সাদা মদ খেতে তার স্ত্রী খুব ভালবাস্‌ত (তার বায়বীয় ভাব সত্ত্বেও সে যথেষ্ট পরিমাণে খেত এবং পান

করত)। সে নিজের ঘরে গেল—কিছুক্ষণ পরে পোষাক বদলিয়ে মুখে পাউডার লাগিয়ে ফিরে এল, তবু তার চোখে তখনও ছিল কান্নার চিহ্ন। সে তার হাল্কা লেস দেওয়া ড্রেসিং গাউন প'রে বসে পড়ল এবং তার ঢেউ-তোলা কমলা রঙের জামার মধ্যে তার স্বামী তার ছেড়ে-দেওয়া চুল এবং স্লিপার-পরা ছোট পা ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না।

"—তুমি কি সম্বন্ধে কথা বলতে চাও?" সে একটা দোলনা চেয়ারে ব'সে দুলতে দুলতে বল্‌ল। "আমি হঠাৎ এটা দেখে ফেলেছি" তার স্বামী তাকে টেলিগ্রামটি দিল। সে সেটা প'ড়ে কাঁধ ঝাঁকানি দিল। "বেশ!" সে আরও জোরে দুল্‌তে দুল্‌তে বলল। "ও ত সাধারণ নববর্ষের অভিনন্দন ছাড়া আর কিছু নয়। এর মধ্যে ত গোপনীয় কিছু নেই।"

"তুমি আমার ইংরেজী না জানার সুবিধা নিচ্ছ। না, আমি ইংরেজী জানি না বটে, তবে আমার একটা অভিধান আছে। ও টেলিগ্রামটা এসেছে রিসের কাছ থেকে; সে তার প্রিয়তমার স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যে পান করেছে এবং তোমাকে হাজারটা চুমু পাঠিয়েছে। কিন্তু যাক্ ও কথা ছেড়ে দাও", ডাক্তার তাড়াতাড়ি বল্‌লে। "আমি মোটেও তোমাকে ভৎ'সনা করতে এবং কোন দৃশ্য সৃষ্টি করতে চাই না।—আমরা যথেষ্ট দৃশ্য সৃষ্টি ক'রেছি—যথেষ্ট গালাগালি করেছি, এখন সে সব শেষ করার সময় এসেছে......এই কথাই তোমায় বলতে চাই: তুমি মুক্ত এবং তোমার খুসীমত তুমি থাকতে পারো।"

—তারপর এলো একটা নীরবতা। সে নিঃশব্দে কাঁদতে সুরু করলে।

"—আমি তোমাকে মিথ্যা কথা বলা এবং অভিনয় করার প্রয়োজন থেকে মুক্তি দিচ্ছি" নিকোলে ইয়েভ্‌গ্রাফিস্ বলে চলল। "তুমি যদি সে যুবককে ভালবাস, যদি বিদেশে তার কাছে যেতে চাও, যাও। তুমি যুবতী, স্বাস্থ্যবতী আর আমি স্বাস্থ্যহীন এবং বেশী দিন আর—আমি বাঁচব না। মোট কথা... তুমি আমার—কথা নিশ্চয়ই বুঝছ।"

—সে উত্তেজিত হয়েছিল—আর এগুতে পারল না। ওল্‌গা মিট্রিয়েভ্‌না কাঁদতে কাঁদতে আত্মানুতাপপূর্ণ গলায় স্বীকার করল যে সে রিস্‌কে ভালবাসে

—তার সঙ্গে সহরের বাইরে একসঙ্গে গাড়ীতে বেড়াতে গেছে—তার বাসায় গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করেছে এবং তার কাছে যাবার জন্যে এখনও তার প্রবল ইচ্ছা আছে।

—তুমি দেখছ তোমার কাছে আমি কিছুই গোপন করছি না।" সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌ল। "আমার সমস্ত আত্মা তোমার সামনে খুলে দিয়েছি। আমি তোমার কাছে আবার প্রার্থনা করছি—দয়া করো, আমায় একটা ছাড়পত্র জোগাড় করে দাও।"

"—আমি আবার বলছি যে তুমি মুক্ত।"

সে তার মুখের ভাব লক্ষ্য করবার জন্য তার কাছে আরেকটি আসনে গিয়ে বস্‌ল। সে তাকে বিশ্বাস করতে পারছিল না এবং তার কথার গোপন অর্থ বুঝবার চেষ্টা করছিল। সে কখনও কারো কথা বিশ্বাস করত না এবং লোকের উদ্দেশ্য যতই উদার হোক, সে সর্বদাই তার পিছনে কোন ক্ষুদ্রতা, ঘৃণ্যতা কিংবা স্বার্থপরতা লক্ষ্য করত, যখন সে সন্ধানী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাচ্ছিল তখন তার স্বামীর মনে হল যে তার চোখে বিড়ালের চোখের মত একটা সবুজ আলোর দীপ্তি আছে।

"আমি কখন ছাড়পত্র পাবো?" সে মৃদুস্বরে প্রশ্ন করল। তার হঠাৎ প্রবল ইচ্ছা হল সে বলে "কখনও না", কিন্তু সে সামলে নিয়ে বললে "যখন তুমি চাও।"

"আমি শুধু এক মাসের জন্যে যাবো।"

"তুমি চিরদিনের জন্য রিসের কাছে যাবে। আমি নিজের ঘাড়ে দোষ নিয়ে আইনানুযায়ী তোমাকে ত্যাগ করব এবং রিস্‌ তোমাকে বিয়ে করতে পারবে।"

"কিন্তু আমি পরিত্যক্ত হতে চাই না"—বিস্মিত মুখে ওল্‌গা মিট্রিয়েভ্‌না তাড়াতাড়ি জবাব দিলে। "আমি ত তোমার কাছে মুক্তি চাচ্ছি না। আমাকে শুধু একটা ছাড়পত্র দাও।"

"কিন্তু কেন তুমি মুক্তি চাও না?" ডাক্তার বিরক্ত হ'য়ে প্রশ্ন করল। "তুমি অদ্ভুত মেয়ে। —তুমি কি অদ্ভুত! তুমি যদি সত্যি তাকে ভালবাস এবং

সেও যদি তোমায় ভালবাসে, এরূপ অবস্থায় বিয়ে করাইত তোমাদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল। বিবাহ এবং ব্যভিচার এদুটির মধ্যে ভালটাকে বেছে নিতে তোমার এত দ্বিধা কিসের?"

"আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি"—সে, তার কাছ থেকে দূরে স'রে গিয়ে বল্‌ল। তার মুখে নেমে এল একটা ঘৃণা মিশ্রিত প্রতিশোধ গ্রহণের ভাব। আমি তোমার কথা খুব ভালই বুঝতে পারছি। তুমি আর আমাকে সহ্য করতে পারছ না—তুমি আমার হাত থেকে মুক্তি পেতে চাও জোর করে আমাকে ত্যাগ করে। তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ; তুমি আমাকে যতটা বোকা ভাবো আমি ততটা বোকা নই। আমি মুক্তি চাই না—আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো না—যাবো না—যাবো না। প্রথমত আমি সামাজিক পদ মর্যাদা হারাতে চাই না।" সে তাড়াতাড়ি বলে চল্‌ল যেন সে বাধা প্রাপ্তির ভয়ে ভীত। "দ্বিতীয়ত আমার বয়েস সাতাশ এবং রিসের বয়েস মাত্র তেইশ; সে একবছরেই বিরক্ত হয়ে উঠবে এবং আমাকে ত্যাগ করবে। তা ছাড়াও বড় কথা এই, যদি তুমি অবশ্য জানতে চাও—আমার মনে হয় না যে আমার এই মনোভাব বেশী দিন থাকবে······কাজে কাজেই আমি তোমায় ছেড়ে যাবো না।"

"তবে আমি তোমাকে বাড়ী থেকে বের ক'রে দেবো।" নিকোলে ইয়েভ্‌গ্রাফিস্‌ মাটিতে পদাঘাত করে চীৎকার ক'রে উঠল। "ঘৃণ্য চরিত্রহীনা তুমি। তোমাকে আমি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবো।"

"সে দেখা যাবে।" এই কথা বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বাইরে দিবালোক ফুটে উঠেছিল কিন্তু ডাক্তার তবু টেবিলে ব'সে কাগজের উপর পেন্সিল বুলিয়ে যন্ত্রের মত লিখে চললো।

"প্রিয় মহাশয়······ছোট পা।"

তারপর সে ঘরময় ঘুরতে ঘুরতে বৈঠকখানায় সাত বছর আগে তার বিয়ের পরে তোলা একখানা ফটোগ্রাফের দিকে বহুক্ষণ তাকিয়ে রইল। সপরিবারে তোলা সেই ফটোখানায় তার শ্বশুর, তার শাশুড়ী, বিশ বছরের

যুবতী তার স্ত্রী ওলগা মিট্রিয়েভ্না এবং সুশ্রী তরুণ স্বামীর ভূমিকায় সে নিজে। শোথ-রোগী, পরিষ্কার করে দাড়িগোঁফ কামানো, কূটবুদ্ধি, লোভী প্রিভি-কাউন্সিলার তার শ্বশুর; তার শাশুড়ী স্থূলকায়া—ক্ষুদ্র দস্যু-সুলভ বেঁজির মত তাঁর মুখাবয়ব; তিনি তার মেয়েকে পাগলের মত ভালবাসেন এবং সব কিছুতে সাহায্য করেন; মেয়ে যদি কাউকে গলা টিপে মারে, মা তাতে—প্রতিবাদ করবেন না, শুধু মাত্র স্নেহাঞ্চল দিয়ে মেয়েকে ঢেকে রাখবেন। ওল্‌গা মিট্রিয়েভ্নার মুখাবয়বও ক্ষুদ্র দস্যু-সুলভ; কিন্তু মায়ের চেয়ে মেয়ের মুখভাব একটু বেশী পরিস্ফুট এবং সাহসী। সে বেঁজি নয় কিন্তু বৃহত্তর কোন পশু। আর ফটোগ্রাফে নিকোলে ইয়েভ্গ্রাফিস্‌কে কেমন নির্দোষ, সদয়, সরল উন্মুক্ত-হৃদয় ভাল মানুষটি দেখাচ্ছিল! তার সমস্ত মুখ ধর্মশাস্ত্রপাঠকারী ছাত্রের মত একটা চমৎকার সরল হাসিতে শিথিল। সে এত সরল ছিল যে সে বিশ্বাস করতে পেরেছিল যে ভাগ্য যে শিকারী পশুর দলের মধ্যে তাকে টেনে এনেছিল, তাদের সংসর্গে তার সুখ হবে—সে আনন্দ পাবে; ছাত্রজীবনে স্বপ্নালু দৃষ্টিতে সে যে গান গাইত তা……সফল হ'বে:

"যৌবন বৃথাই যায়, জীবন বিফল
প্রেমহীন হৃদয়ের সবই শীতল।"

আবার সে বিব্রত হয়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা করল কেমন করে তার মত গ্রাম্য ধর্মযাজকের পুত্র, তার সাধারণ শিক্ষা নিয়ে—সহজ সরল তার মত লোক কি করে এই বাজে মিথ্যাবাদী অশ্লীল ক্ষুদ্র মেয়েটির কবলে এসে পড়্ল, তার প্রকৃতির সঙ্গে নিজের প্রকৃতির কত বিভিন্নতা!

যখন এগারটার সময় হাসপাতালে যাবার জন্য সে তার কোট পরল, চাকরটা এল তার ঘরে।

"কি দরকার?" সে প্রশ্ন করল।

"মা উঠেছেন—আপনি কাল তাঁকে যে পঁচিশ রুবল্ দিতে চেয়েছেন তিনি তা চেয়ে পাঠিয়েছেন।"

# টাইফাস্

শেখভ

পিটার্সবার্গ থেকে মস্কো যাবার ডাকগাড়ীতে ধূমপানের কামরায় ক্লিমভ্ নামে একটি তরুণ লেফ্‌টেন্যান্ট ভ্রমণ কর্‌ছিল। তার বিপরীত দিকে ব'সেছিলেন একজন বয়স্ক ভদ্রলোক, তাঁর গোঁফদাড়ি পরিষ্কার ক'রে কামানো, পোতাধ্যক্ষের মত তাঁর মুখ; তাঁকে দেখে একজন ধনী ফিন্‌ল্যাণ্ডবাসী কিংবা সুইডেনবাসী ব'লে মনে হ'চ্ছিল। তিনি সারা পথ পাইপ টানছিলেন আর ঘুরে ফিরে একটিমাত্র প্রসংগ নিয়ে আলাপ কর্‌ছিলেন।

"হাঃ! আপনি সামরিক কর্মচারী! আমার ভাইও সামরিক কর্মচারী, তবে সে নৌবিভাগে আছে। সে নৌবিভাগীয় সামরিক কর্মচারী এবং তার আস্তানা হ'চ্ছে ক্রেম্‌স্টাডে। আপনি মস্কো যাচ্ছেন কেন?"

"সেখানে আমাদের সৈন্য-নিবেশ।"

"হাঃ! আপনি বিবাহিত?"

"না। আমি কাকীমা এবং আমার বোনের সঙ্গে বাস করি।"

"আমার ভাইও সামরিক কর্মচারী—তবে সে বিবাহিত। তার স্ত্রী এবং তিনটি ছেলেমেয়ে আছে। হাঃ!"

ফিনিশ্ ভদ্রলোকটি কি দেখে যেন বিস্মিত হচ্ছিলেন—নির্বোধের মত টানা হাসি হেসে বল্‌ছিলেন, "হাঃ!" এবং মাঝে মাঝেই পাইপের গোড়ায় ফুঁ দিচ্ছিলেন। অসুস্থ বোধ হওয়ায় ক্লিমভের উত্তর দেবার ইচ্ছা হচ্ছিল না—সেইজন্য সে তাঁকে সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা কর্‌ছিল। তাঁর শব্দমুখর পাইপ্‌টা তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আসনের নীচে ফেলে দিলে এবং তাঁকে অন্য গাড়ীতে পাঠিয়ে দিলে যে ভাল হয় সে তাই ভাবছিল।

"ফিনিশ্রা আর গ্রীক্‌রা ভয়ানক লোক", সে ভাবছিল। "অনাবশ্যক অকেজো বিরক্তিকর লোক এরা। তারা শুধু পৃথিবীর ভার বৃদ্ধিই করে। এদের প্রয়োজনীয়তা কি?"
ফিনিশ্ আর গ্রীকদের কথা ভেবে তার গা' বমি বমি কর্‌তে লাগ্‌ল। সে ফরাসী এবং ইতালীয়দের সঙ্গে এদের তুলনা কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ল; কিন্তু ওদের চিন্তায় কেন যেন তার অর্গ্যানবাদক, নগ্ন নারীমূর্তি এবং তার কাকীমার ঘরের ড্রয়ারে টানানো বিদেশী তৈলচিত্রের কথা মনে প'ড়ে গেল।
তরুণ সামরিক কর্মচারীটির শরীর ভাল ছিল না। সমস্ত আসনটি সে একা দখল করে থাকা সত্ত্বেও তার মনে হচ্ছিল যে, হাত পা ছড়ানোর পক্ষে যথেষ্ট জায়গা ছিল না; তার মুখে শুকনো চট্‌চটে ভাব—মাথাটা বোধ হচ্ছিল ভারী; তার চিন্তাগুলি ইতস্তত বিশৃঙ্খলভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল; চিন্তাগুলি শুধু যে মাথার মধ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল তা' নয়—মাথার বাইরে আসনের মধ্যে এবং অন্ধকারে দণ্ডায়মান লোকদের মধ্যেও তারা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মস্তিষ্কের এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে সে স্বপ্নের মত মানুষের গলার শব্দ, চাকার ঘর্ঘর শব্দ এবং দরজা বন্ধ খোলার শব্দ শুন্‌ছিল। খুব ঘন ঘন ঘণ্টাধ্বনি হুইসিলের শব্দ আর প্ল্যাট্‌ফর্মে বিচরণশীল লোকের পদশব্দ ভেসে আসছিল। অজ্ঞাতসারে অতি তাড়াতাড়ি সময় কাট্‌ছিল—মনে হচ্ছিল যে ট্রেনটা বুঝি প্রতি মিনিটেই এক একটি ষ্টেশনে থাম্‌ছিল কারণ মাঝে মাঝেই ট্রেনের কামরা থেকে শোনা যাচ্ছিল ধাতব গলার শব্দ:
"ডাক প্রস্তুত?"
"হ্যাঁ প্রস্তুত!"
তার মনে হচ্ছিল যে, চুল্লীর অগ্নি রক্ষক ঘন ঘন এসে থার্মোমিটার দেখ্‌ছিল, চলার সময় ট্রেনগুলি বুঝি কখনও থামে না, আর তাদের গাড়ীটা যেন সর্বদা সেতুর উপর দিয়েই ছুটছিল। গণ্ডগোল, হুইসিলের শব্দ, ফিনিশ ভদ্রলোকটি, তামাকের গন্ধ প্রভৃতি অপস্রিয়মান আবছায়া মূর্তিগুলির সঙ্গে মিশে ক্লিমভের বুকে অসহ্য দুঃস্বপ্নের মত চেপেছিল। ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় সে তার

ভারী মাথাটা তুলে ছায়াঘেরা অস্পষ্ট বাতিটার দিকে তাকাল; তার জলখাবার ইচ্ছা হ'য়েছিল কিন্তু তার শুকনো জিভ নড়ছিল না এবং ফিনিশ্ ভদ্রলোকের প্রশ্নের জবাব দেবার মত সামর্থ্যও তার ছিল না। সে ভাল ক'রে শুয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করল—তাতেও সে কৃতকার্য হ'ল না; কয়েকবার ফিনিশ্ ভদ্রলোকটি ঘুমিয়ে পড়লেন, আবার জেগে উঠে পাইপ্ ধরিয়ে "হাঃ! হাঃ!" ক'রে তার সঙ্গে কথা বল্লেন—আবার ঘুমিয়ে পড়্লেন; লেফ্টেন্যাণ্ট তখনও তার আসনে পা' রাখবার জায়গা পাচ্ছিল না এবং সমস্তক্ষণ তার চোখের সামনে আশঙ্কাজনক ছায়ামূর্তিগুলো নড়াচড়া কর্ছিল। স্পিরভ্ ষ্টেশনে সে জল খেতে নাম্ল। সে কয়েকজন লোককে একটা টেবিলে বসে দ্রুত খেতে দেখল।

"ওরা কি করে খেতে পারে?" মাংসের রোষ্টের গন্ধ এড়াবার চেষ্টা ক'রে এবং তাদের চর্বণশীল মুখের দিকে তাকিয়ে সে ভাবল, কারণ এই দুটোই তার কাছে ভয়ঙ্কর বিরক্তিকর বোধ হচ্ছিল—সে অসুস্থ বোধ কর্ছিল।

একটি সুন্দরী মহিলা লাল টুপীপরা একজন সামরিক কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলছিলেন—যখন তিনি হাসছিলেন তখন তাঁর ঝক্‌ঝকে শাদা সুন্দর দাঁত দেখা যাচ্ছিল; তাঁর হাসি, তাঁর দাঁত এমন কি ভদ্রমহিলা নিজেও ক্লিমভের মনে বিরক্তির উদ্রেক কর্লেন—হ্যাম্ এবং ভাজা কাট্‌লেট্ দেখে তার যেমন হ'য়েছিল। কি ক'রে লাল টুপীপরা সামরিক কর্মচারীটি ভদ্রমহিলার পাশে ব'সে তাঁর স্বাস্থ্যদীপ্ত সহাস্য মুখের দিকে তাকাচ্ছিল তা' সে ভেবে পেল না। কিছু জল খেয়ে সে নিজের কামরায় ফিরে গেল। ফিনিশ্ ভদ্রলোক ব'সে ব'সে ধূমপান কর্ছিলেন। তাঁর পাইপ্ থেকে একটা ঘর্ঘর প্যাঁচ্ প্যাঁচ শব্দ হচ্ছিল যেমন বর্ষার দিনে সচ্ছিদ্র জুতোর মধ্যে জল ঢুকলে শব্দ হয়।

"হাঃ!" তিনি সবিস্ময়ে বললেন, "এটা কোন স্টেশন?"

"আমি জানি না" ক্লিমভ্ বল্লে। সে শুয়ে' পড়ে তামাকের গন্ধ যাতে মুখে না ঢোকে তার জন্য মুখ বন্ধ ক'রে রইল।

"আমরা ভার্ স্টেশনে কখন পৌঁছুবো?"

"আমি জানি না। আমি দুঃখিত, আমি......কথা বল্‌তে পারছি না। আমি অসুস্থ বোধ করছি......আমার ঠাণ্ডা লেগেছে।"

ফিনিশ্ ভদ্রলোক ঠক্ ক'রে জানালার গায়ে পাইপ্‌টা ঠুক্‌লেন—আবার তাঁর নৌবিভাগীয় ভাইয়ের কথা বলা শুরু করলেন।

ক্লিমভ্ আর তাঁর কথায় কান দিল না, গভীর যন্ত্রণায় সে ভাবতে লাগ্‌ল তার আরামদায়ক নরম বিছানার কথা, ঠাণ্ডা জলের বোতলের কথা আর তার বোন কেটির কথা। কি ক'রে তাকে আদর করতে এবং উৎসাহিত করতে হয় কেটি তা' জানে। তার সৈনিক ভৃত্য প্যাভেল্ তার পায়ের ভারী আঁট-সাঁট বুট্ খুলে নেবে এবং তার টেবিলে জল দিয়ে যাবে—একথা মনে পড়ায় তার হাসিও পেল। তার মনে হ'ল যে, বিছানায় শুয়ে কিছুটা জল খেলেই তার বুক থেকে দুঃস্বপ্নের বোঝা নেমে যাবে এবং সে পরিপূর্ণ সুস্থ নিদ্রাসুখ উপভোগ করতে পারবে। "ডাক প্রস্তুত?" দূর থেকে একটা নীরস গলার স্বর ভেসে এল।

"হ্যাঁ প্রস্তুত।" দরজার কাছেই একটা লোক গম্ভীর উচ্চস্বরে বললে।

ট্রেন তখন স্পিরভ্ থেকে দুই তিন স্টেশন এগিয়েছিল। সময় দ্রুত চ'লেছিল—অনেকটা ঘোড়ার মত সলম্ফে চ'লেছিল, ঘণ্টা, হুইসিল্ আর থামার যেন বিরাম ছিল না। হতাশ হ'য়ে ক্লিমভ্ কুশনের কোণায় মুখ গুঁজে দু'হাতে মাথাটা চেপে ধ'রে আবার তার বোন কেটি এবং আর্দালি প্যাভেলের কথা ভাবা শুরু করল। কিন্তু তার বোন এবং আর্দালি অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি-গুলোর সঙ্গে মিশে ঘুরতে ঘুরতে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। কুশন থেকে প্রতিহত তার নিঃশ্বাসে তার মুখ পুড়ে যেতে লাগ্‌ল। কিন্তু কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সে স্থান পরিবর্তন করল না। একটা ভারী জ্ঞানধ্বংসী নিশ্চলতা তাকে পেয়ে ব'সেছিল—তার অংগ প্রত্যংগ শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছিল।

অবশেষে যখন সে মাথা তুল্‌ল তখন দেখ্‌ল যে গাড়ী আলোময়। আরোহীরা ওভারকোট পরছিল এবং এদিক্ ওদিকে নড়াচড়া করছিল। গাড়ী থাম্‌ল। সাদা বহিরাবরণ-পরা এবং ক্রমিক নম্বর লাগানো কুলিরা

হন্তদন্ত ক'রে আরোহীদের মাল নামাতে লাগ্‌ল। ক্লিমভ্‌ কলের মত কোটটা প'রে গাড়ী থেকে নাব্‌ল—তার মনে হ'ল যে, সে নিজে হাঁটছিল না—হাঁটছিল আরেকজন কেউ অপরিচিত লোক। ক্লিমভের মনে হ'তে লাগ্‌ল যে, সারা রাত্রি ধ'রে যে-সব ছায়ামূর্তি তাকে ঘুমাতে দেয়নি' তারা এবং ট্রেনের উষ্ণতা ও তৃষ্ণাও যেন তার সঙ্গে সঙ্গেই চ'লেছিল। কলের মতই সে তার মালপত্র নামিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ীতে চেপে বস্‌ল: গাড়োয়ান তাকে পোভার্স্কো স্ট্রীটে নিয়ে যাবার জন্যে এক রুবল্‌ পঁচিশ কোপেক্‌ চেয়ে বস্‌ল কিন্তু সে দরদস্তুর না ক'রে সুবোধ বালকের মত গাড়ীতে উঠে বস্‌ল। সংখ্যার তারতম্য বুঝবার শক্তি তার তখনও ছিল কিন্তু তার কাছে তখন অর্থের কোন মূল্যই ছিল না।

বাড়িতে গিয়ে তার কাকীমা এবং অষ্টাদশবর্ষবয়স্কা তরুণী বোন কেটির সঙ্গে দেখা হ'ল। কেটি যখন তাকে অভ্যর্থনা কর্‌ল তখন তার হাতে ছিল খাতা আর পেন্সিল্‌—ক্লিমভের মনে পড়্‌ল যে, কেটি শিক্ষয়িত্রীর পরীক্ষার জন্যে তৈরী হচ্ছিল। কেটির অভ্যর্থনা এবং প্রশ্নে সে কান দিল না—গরমে তার দম বন্ধ হ'য়ে আস্‌ছিল; উদ্দেশ্যহীনভাবে এঘরে ওঘরে বেড়াতে বেড়াতে সে নিজের ঘরে এসে ঢুকল এবং উন্মুখ হয়ে বিছানার উপর পড়ে গেল। ট্রেনের সব ব্যাপার তার মনে ভীড় ক'রে এল – ফিনিশ্‌ ভদ্রলোকটি, লাল টুপী, সাদা দাঁতের অধিকারিণী ভদ্রমহিলাটি, মাংসের রোস্টের গন্ধ, ছায়া-ঘেরা বাতি—সব! সে সংজ্ঞা হারাল—তার কাছেই ভীত গলার সশব্দ চীৎকার সে শুনতে পেল না।

যখন তার সংজ্ঞা ফিরে এল, সে দেখ্‌ল যে, সে বিছানায় শুয়ে আছে—জলের বোতলটা এবং প্যাভেলকেও দেখ্‌ল কিন্তু এতে তার কিছুমাত্র স্বস্তি বা আরাম বোধ হ'ল না। আগের মতই পায়ে এবং হাতে কেমন একটা কঠিন ভাব, জিভ্‌টা তালুতে লেগে ছিল আর ফিনিশ্‌ ভদ্রলোকের পাইপের ঘর্ঘর শব্দ তার কানে আস্‌ছিল।……বিছানার পাশে প্যাভেলের সুবিস্তৃত পিঠের পিছনে একজন কালো দাড়িওয়ালা ডাক্তার কি যেন কর্‌ছিলেন।

"আচ্ছা, আচ্ছা বৎস!" তিনি ধীরে ধীরে বল্লেন। "চমৎকার······চমৎকার······ঠিক আছে ······ঠিক আছে!"

ডাক্তার ক্লিমভ্‌কে 'বৎস' বলে সম্বোধন করছিলেন। তাঁর কথার মধ্যে বিকৃত উচ্চারণ ছিল। "হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ" তিনি বল্লেন, "ঠিক আছে······ঠিক আছে······হতাশ হ'য়ো না!"

ডাক্তারের দ্রুত অযত্নসুলভ কথা বল্বার ধরণ, তাঁর আহারপুষ্ট মুখ এবং তাঁর কৃপাপরবশ গলায় 'বৎস' সম্বোধনে ক্লিমভ্ চ'টে গেল।

"আপনি আমাকে বৎস বলেন কেন?" ক্লিমভ্ আর্তনাদ ক'রে উঠ্ল। "কিসের এত আত্মীয়তা আপনার সঙ্গে?"

তার নিজের গলার স্বরে সে নিজেই ভয় পেল। এত শুক্‌নো দুর্বল আর ফাঁপা তার গলার শব্দ যে, সে নিজেই চিন্‌তে পার্ছিল না।

"চমৎকার, চমৎকার"—ডাক্তার কিছুমাত্র রাগ না ক'রে আগের মতই ব'লে চল্লেন। "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার রাগ করা উচিত নয়।"

বাড়িতেও ট্রেনের মত তাড়াতাড়ি সময় কাটতে লাগল।···তার শোবার ঘরের আলো মাঝে মাঝেই সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে পরিণত হচ্ছিল।······ডাক্তার কখনও বিছানার পাশ ছেড়ে নড়েন ব'লে মনে হ'ত না এবং তাঁর "হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ," সর্বদাই শোনা যেত। ঘরের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ অসংখ্য মুখ দেখা যেত: প্যাভেল্, ফিনিশ্ ভদ্রলোক, ক্যাপ্টেন্ ইয়ারোশেভিচ্, সার্জেণ্ট ম্যাক্সিমেংকো, লাল টুপী, সাদা দাঁতের অধিকারিণী ভদ্রমহিলা, ডাক্তার! তারা সবাই কথা বল্ত, হাত নাড়্ত, ধূমপান করত, খেত! একবার স্পষ্ট দিবালোকে ক্লিমভ্ তার বিছানার পাশে তাদের সৈন্যদলের পুরোহিত ফাদার্ আলেক্‌জ্যাণ্ডারকে দেখেছিল—তিনি ধর্মযাজকের পোষাক প'রে প্রার্থনার বই হাতে নিয়ে গম্ভীরমুখে কি যেন আওড়াচ্ছিলেন—ক্লিমভ্ তাঁকে এত গম্ভীর কখনও দেখে নি'। ক্লিমভের মনে পড়্ল যে, ফাদার্ আলেক্‌জাণ্ডার সমস্ত ক্যাথলিক কর্মচারীদেরই 'পোল্' বলতেন এবং ধর্ম-যাজককে হাসানোর উদ্দেশ্যেই ক্লিমভ্ বল্লে: "ফাদার্, পোল্ ইয়ারশেভিচ্ বনে পালিয়ে গেছে!"

কিন্তু তরলচিত্ত সদাহাস্যমুখর মাদার্ আলেক্‌জাণ্ডার হাসলেন না—তাঁকে আরও বেশী গম্ভীর বলে মনে হল এবং তিনি ক্লিমভের উপর ক্রসের চিহ্ন আঁকলেন। রাত্রিবেলা ঘরের মধ্যে দুটি ছায়ামূর্তি পরপর যাতায়াত করত— এরা তার কাকীমা এবং বোন। তার বোনের ছায়ামূর্তি হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করত এবং দেয়ালে তার ধূসর ছায়াও প্রণাম করত, ফলে দুটি ছায়ামূর্তি এক সংগে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করত। আর সর্বদা মাংসের রোস্টের গন্ধ এবং ফিনিশ্ ভদ্রলোকের পাইপের গন্ধ পাওয়া যেত কিন্তু একবার ক্লিমভ্ স্পষ্টধূপের গন্ধ পেয়েছিল। সে চীৎকার ক'রে বল্‌লে: "ধূপ! ঘর থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও!" কোন উত্তর নেই। সে শুধু ধর্ম-যাজকের নীচুগলায় মন্ত্র পড়ার শব্দ শুন্‌ল আর শুন্‌ল সিঁড়ির উপর কার যেন দৌড়ানোর শব্দ!

যখন ক্লিমভের বিকারের ঘোর কাট্‌ল, তখন ঘরে কেউ ছিল না। জানালার টানানো পর্দার ফাঁক দিয়ে সকাল বেলার সূর্যের আলো আস্‌ছিল— ক্ষীণ কম্পমান তরবারির মত তীক্ষ্ণ এক টুক্‌রো সূর্যকিরণ জলের বোতলের উপর খেলা করছিল। সে রাস্তায় চাকার শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছিল—তার মানে এই যে, পথে আর বরফ ছিল না। লেফ্‌টেন্যাণ্ট সূর্যকিরণের দিকে, পরিচিত আসবাবপত্রের দিকে এবং দরজার দিকে তাকাল—প্রথমে তার হাস্‌বার ইচ্ছা হ'ল। চাপা মধুর সুখের হাসিতে তার বুক এবং পেট কাঁপতে লাগল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত তার সমস্ত দেহ অসীম সুখবোধে পরিপূর্ণ– ঠিক যেমন প্রথম-সৃষ্ট মানুষ জগতের দিকে তাকিয়ে অনুভব ক'রেছিল। লোকের সঙ্গে চলাফেরা করা এবং কথা বলার জন্যে ক্লিমভের আকুল আগ্রহ হ'ল। তার দেহ স্থির হয়ে পড়েছিল; সে শুধু হাত নাড়্‌তে পারছিল কিন্তু সে এটা লক্ষ্যই করল না কারণ ছোট ছোট জিনিসের উপর তার সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল। নিজের শ্বাস প্রশ্বাসে এবং হাসিতে সে নিজেই মুগ্ধ হচ্ছিল; জলের বোতল, ছাদ, সূর্যকিরণ এবং পর্দার উপরে ফিতার অস্তিত্বে সে আনন্দ অনুভব করছিল। সে যদিও তার সঙ্কীর্ণ শোবার ঘরে আবদ্ধ তবু ঈশ্বরের সৃষ্ট জগৎ তার কাছে সুন্দর বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং বৃহৎ ব'লে মনে হচ্ছিল। যখন

ডাক্তার এলেন, লেফ্‌টেন্যাণ্ট ভাব্‌ল যে, তাঁর ঔষধ কি সুন্দর, তিনি নিজে কত সুন্দর ও সহানুভূতিশীল এবং মোটের উপর মানুষ কত সুন্দর আর চমৎকার!

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ" ডাক্তার বল্‌লেন। "চমৎকার, চমৎকার! আবার আমরা ভাল হ'য়েছি। ঠিক তাই! ঠিক তাই!"

লেফ্‌টেন্যাণ্ট মনোযোগ দিয়ে শুনে' আনন্দে হেসে উঠ্‌ল। ফিনিশ্‌ ভদ্রলোকটি, সাদা দাঁতের ভদ্রমহিলাটি এবং ট্রেনের সব কথা তার মনে পড়ে গেল; তার খাবার এবং ধূমপান করার ইচ্ছা হ'ল।

"ডাক্তারবাবু," সে বল্‌ল, "ওদের এক খণ্ড রাইরুটি, নূন ও কিছু সার্ডিন মাছের ঝোল আন্‌তে বলুন······"

ডাক্তার আপত্তি জানালেন। প্যাভেল্‌ তার আদেশ পালন ক'রে রুটি আন্‌তে যেতে অসম্মত হ'ল। লেফ্‌টেন্যাণ্ট এটা সহ্য করতে পারল না এবং বাধাপ্রাপ্ত শিশুর মত কাঁদতে লাগ্‌ল।

"শি-শু!" ডাক্তার হাস্‌তে লাগ্‌লেন। "মা-মা! চুপ্‌ চুপ্‌!"

ক্লিমভও হাসতে শুরু করল এবং ডাক্তার চ'লে যাবার পর সে পরিপূর্ণ আরামে ঘুমিয়ে পড়্‌ল। পূর্বের আনন্দ এবং সুখের ভাব নিয়েই সে জেগে উঠ্‌ল। তার বিছানার পাশে কাকীমা বসেছিলেন।

"ওঃ, কাকীমা!" তার মনে অফুরন্ত সুখ। "আমার কি হ'য়েছে?"

"টাইফাস্‌।"

"তাই নাকি! আমি এখন ভাল হয়েছি, সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়েছি! কেটি কোথায়?"

"সে বাড়ীতে নেই। সে হয়ত পরীক্ষার পরে কারও সাথে দেখা করতে গেছে!"

এই কথা বল্‌তে বল্‌তে বৃদ্ধা মহিলা হাতের মোজাটার উপর ঝুঁকে পড়লেন; তাঁর দেহ কাঁপতে থাক্‌ল; তিনি সহসা মুখ ফিরিয়ে কাঁদা শুরু করলেন। গভীর দুঃখে তিনি ডাক্তারের নিষেধ ভুলে' গিয়ে চীৎকার ক'রে

কাঁদতে শুরু করলেন : ওঃ কেটি, কেটি! আমাদের পরী আমাদের ছেড়ে চ'লে গেছে।"

হাতের মোজা প'ড়ে গেল—নীচু হ'য়ে সেটা তুলতে গিয়ে তাঁর মাথা থেকে টুপীটা পড়ে গেল। ক্লিমভ তাঁর ধূসর চুলের দিকে তাকিয়ে রইল—কিছু বুঝতে পারল না, কেটির জন্যে ভীত হ'য়ে প্রশ্ন করল : "কিন্তু কাকীমা, সে কোথায়?"

বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা ইতিপূর্বেই ক্লিম্‌ভকে ভুলে গেছলেন—তাঁর মনে ছিল শুধু তাঁর শোকের কথা। তিনি বললেন : "তোমার টাইফাস্ রোগ তার মধ্যে সংক্রামিত হওয়ায় সে মারা গেছে। গত পরশু তাকে সমাধিস্থ করা হয়েছে।"

এই অতর্কিত ভয়ানক সংবাদ ক্লিমভের বুঝতে বাকী রইল না। কিন্তু এ সংবাদ ভয়ঙ্কর এবং বীভৎস হলেও আরোগ্যপ্রাপ্ত লেফ্‌টেন্যাণ্টের মনে যে পাশব আনন্দ ছিল তাকে দমন করতে পারল না। সে কাঁদল, হাসল এবং শীঘ্রই অভিযোগ করতে শুরু করল যে, তাকে কিছুই খেতে দেয়া হয় না।

এর মাত্র এক সপ্তাহ পরে সে যখন প্যাভেলের উপর ভর দিয়ে ড্রেসিং গাউন পরে জানালার ধারে এসে দাঁড়াল, ধূসর বসন্তের আকাশ দেখতে পেল এবং শুনতে পেল কয়েকটি পুরানো রেল লাইন বহনকারী গাড়ীর ভয়ানক শব্দ, তখন তার হৃদয় ব্যথায় টনটন করা শুরু করল। সে কাঁদতে শুরু করল এবং নিজের কপালটা জানালার গায়ে ঠুকল। "আমি কত অসুখী!" সে অস্ফুট স্বরে বলল। "হায় ভগবান! আমি কত অসুখী!"

আনন্দের পরিবর্তে তার স্বভাবসিদ্ধ ক্লান্তি এবং অপূরণীয় ক্ষতি-বোধ তাকে ঘিরে ধরল।

# মর্মর মূর্তি

## ভ্যালেরি ক্রুসোফ

চুরির অপরাধে লোকটির এক বৎসর জেল হ'ল। আদালতে লোকটির ব্যবহারে এবং চুরির সমস্ত ঘটনা শুনে আমি বিস্মিত হ'য়েছিলাম। আমি বন্দীর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি নিলাম। প্রথমে সে তো আমাকে আমলই দিল না—কথাও বলতে চাইল না; পরে বহু সাধ্য সাধনার ফলে সে আমাকে তার জীবন-কাহিনী শোনাল।

"আপনি ঠিকই ধ'রেছেন" সে বল্‌লে, "আমি চিরকাল এমনই পথে পথে ঘুরে' বেড়াই নি, বা যেখানে সেখানে রাত্রি বাসও করি নি,—এক সময়ে আমার অবস্থা ভালই ছিল। আমি উচ্চ শিক্ষা পেয়েছিলাম—আমি এঞ্জিনিয়ার। যৌবনে আমি বেশ টাকা পয়সা ক'রেছিলাম—স্ফূর্তিতেই আমার জীবন কাট্‌ত। প্রতি সন্ধ্যায় আমি কোন পার্টি কিংবা বল নাচে যেতাম আর বাড়ী ফির্‌তাম মাতাল অবস্থায়। সে সময়ের সব ব্যাপার আমার চমৎকার মনে আছে। তবু আমার এই স্মৃতির মধ্যে আছে একটা বিরাট শূন্যতা—আমার এই দুর্ভাগ্য জীবনের বাকী সবটুকু দিয়েও যদি এই শূন্যতা ভরা যেত! নিনার করুণ ইতিহাসই আমার জীবনে এমন বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি ক'রেছে!

"তার নাম ছিল নিনা–হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিনাই! এতে কোন ভুল নেই। তার স্বামী রেলওয়েতে ছোট চাকরী কর্‌তেন। তারা গরীব ছিল। কিন্তু নিনা এমন বুদ্ধিমতী ছিল যে তার এই করুণ পরিবেশের মধ্যেও একটি সুন্দর মার্জিত সুষ্ঠু আবহাওয়ার সৃষ্টি ক'রে রাখ্‌ত। সে নিজেই রান্না কর্‌ত কিন্তু তার সুগঠিত হাত দুখানি দেখে তা বুঝ্‌বার উপায়

ছিল না। তার পরনের অতি সাধারণ পোষাক দিয়েই সে তার চারপাশে একটা স্বপ্নরাজ্য তৈরি ক'রে রাখ্‌ত। আর প্রতিদিনের ধূলিধূসর এই পৃথিবী তার সংস্পর্শে এসে পরিবর্তিত হ'য়ে যেত। আমি নিজেও তার সংস্পর্শে এসে কেমন যেন বদ্‌লে গেলাম—ভাল হ'য়ে গেলাম; কাপড় থেকে জল নিঙড়ে ফেলার মত, জীবনের সব কিছু নীচতা আমি ত্যাগ কর্‌লাম।

"নিনা যে আমায় ভালবেসেছিল ভগবান যেন তার সেই পাপ ক্ষমা করেন। আমি দেখ্‌তে সুন্দর, তা' ছাড়া আমার অনেক কবিতা জানা ছিল—কাজেই ওর জীবনের রুক্ষ আবেষ্টনীর মধ্যে গিয়ে আমি যখন দাঁড়ালাম তখন ওর পক্ষে আমাকে না ভালবেসে উপায় ছিল না। কিন্তু প্রথম ওর সঙ্গে কি ক'রে আলাপ হ'য়েছিল সে কথা আজ আর মনে পড়ে না। অতীতের অন্ধকার থেকে অনেক ছবিই চোখের উপর ভেসে ওঠে। এই আমরা দু'জনে হয়ত থিয়েটারে পাশাপাশি বসে আছি; সুখে অনেন্দে ও কানায় কানায় পুর্ণ (এমন মুহূর্ত ওর জীবনে খুব কমই আস্‌ত), নাটকের প্রতি কথাটি যেন পান কর্‌ছিল, আর মাঝে মাঝে আমার দিকে চেয়ে মধুর হাসি হাস্‌ছিল।

"ওর হাসি আমার স্পষ্ট মনে আছে। তারপরে আবার অন্য কোথাও হয়ত আমরা একত্রিত হ'তাম। ও মাথা নীচু করে আমায় বল্‌ত, 'জানি তুমি বেশীদিন আমাকে এমনই সুখী রাখ্‌তে পারবে না; তবু আমাকে বেঁচে থাক্‌তে হ'বে।' এ কথাগুলো আমার স্পষ্ট মনে আছে। তারপর যা' ঘট্‌ল—আর সে সব—আমার নিনার সঙ্গে থাকার সময়ই সত্য ঘটেছিল কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। অবশ্য আমিই প্রথম ওকে ত্যাগ করেছিলাম। এটা আমার কাছে এত স্বাভাবিক মনে হ'ত। আমার সঙ্গীরা সবাই এমনই করত; তারা কোন বিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে কিছুদিন প্রেম ক'রে তাকে ছেড়ে চ'লে যেত। সকলে যেমন করত আমিও ঠিক তাই করলাম—আর আমি যে অন্যায়

কিছু কর্‌ছিলাম একথা আমার মনেই হয়নি'। চুরি করা, ঋণ শোধ না করা কিংবা গুপ্তচরের কাজ করা এগুলো অন্যায় ব'লে জান্‌তাম কিন্তু যে-মেয়েকে ভালবাসি তাকে ত্যাগ করা ত জগতের রীতি! আমার সামনে ছিল উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ—সামান্য প্রেমের বন্ধনে ত আমি বাঁধা পড়্‌তে পারি না। এই বিদায়ে আমার খুব কষ্ট হ'য়েছিল সত্যি কিন্তু আমি অমানুষিক মানসিক বলে নিজের এই দুর্বলতাকে জয় ক'রেছিলাম।

"তারপর শুন্‌লাম যে নিনা তার স্বামীর সঙ্গে দক্ষিণ দিকে চ'লে গেছে। এর কিছুদিন পরে সে মারা যায়। কিন্তু নিনার স্মৃতি আমাকে এত পীড়া দিত যে আমি ইচ্ছা ক'রে তার সমস্ত সংবাদ এড়িয়ে চল্‌তাম। আমি তার সম্বন্ধে কিছু না জানার, কিছু না ভাববার ভাণ কর্‌তাম। আমি তার কোন ছবি রাখি নি', তার চিঠিগুলো সব ফেরত দিয়েছিলাম—যেন আমাদের মধ্যে আলাপই ছিল না। এমনই ক'রে ধীরে ধীরে নিনার মূর্তি আমার হৃদয় থেকে মুছে গেল। বুঝ্‌লেন ত? আমি ক্রমে নিনাকে ভুলে গেলাম—তার সব কিছু ভুলে গেলাম—তার মুখ, তার নাম, তার ভালবাসা! শেষকালে এমন হ'ল যে নিনা ব'লে কেউ কোন দিন যে আমার জীবনে রেখাপাত ক'রেছিল—তাও ভুলে গেলাম।...পুরুষের এই ভুলে যাবার ক্ষমতা লজ্জাজনক।

"বছর গড়িয়ে চল্‌ল। আমি কি ক'রে জীবনে উন্নতি কর্‌লাম তা' আর আপনাকে বল্‌ব না। নিনাহীন জীবনে অর্থোপার্জনই হ'ল আমার একমাত্র সাধনা। এক সময়ে আমি তো প্রায় আমার অভীপ্সিত পূর্ণ কৃতকার্যতাই লাভ কর্‌লাম। হাজার হাজার টাকা খরচ করার সামর্থ্য আমার হ'য়েছিল—ইচ্ছা করলে বিদেশ ভ্রমণে যেতে পারতাম। আমি বিয়ে কর্‌লাম—সন্তানের জনক হ'লাম। পরে আবার ভাগ্যের চাকা ঘুরে' গেল। আমার সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হ'ল; আমার স্ত্রী মারা গেল। ছেলেমেয়েগুলির ভার একা

আমার উপর পড়ায়, তাদের এক আত্মীয়ের বাড়ী পাঠিয়ে দিলাম—ভগবান জানেন তারা আজও বেঁচে আছে কিনা! আপনি হয়ত অনুমান কর্‌তে পার্‌ছেন—আমি মদ খাওয়া আর তাস খেলা সুরু কর্‌লাম। প্রথমে একটা এজেন্সীর ব্যবসায় খুল্‌লাম; কিন্তু সে ব্যবসায় টিঁকল না। আমার যা-কিছু শেষ সঞ্চয় এবং উৎসাহ তা' এর পিছনেই ব্যয়িত হ'ল। জুয়া খেলে বড় লোক হ'ব আশা কর্‌লাম। একবার ত প্রায় জেলে যেতে যেতে বেঁচে গেলাম। আমার বন্ধুরা সব বেঁকে দাঁড়াল এবং তার ফলেই আমার অধঃপতন সুরু হ'ল।

"ক্রমে ক্রমে এখন যে অবস্থায় আমায় দেখ্‌ছেন সেই অবস্থায় এসে দাঁড়ালাম। বল্‌তে গেলে আমি বুদ্ধিজীবিদের সংসর্গ ত্যাগ ক'রে একেবারে অতলে তলিয়ে গেলাম। খারাপ পোষাক পরিহিত আমার মত বদ্ধ মাতালকে কে আর ভদ্র-সমাজে স্থান দেবে? শেষ জীবনে অনেক কারখানায় শ্রমিকের কাজ ক'রেছি। আর যখন মদ খেতাম তখন যেতাম চোরাবাজারে কিংবা শুঁড়িখানায়। যে-সব লোকের সঙ্গে দেখা হ'ত তাদের সকলকে আমি আন্তরিক ঘৃণা কর্‌তাম। একদিন হঠাৎ আমার ভাগ্যপরিবর্তন হ'বে—হঠাৎ আমি আবার ধনী হ'ব—এ স্বপ্ন আমি সর্বদাই দেখ্‌তাম। যদিও জান্‌তাম যে কোন আত্মীয় স্বজনের সম্পত্তি পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না—তবু আমার যেন কেমন একটা দুর্বার আশা ছিল। আমি আমার সঙ্গীদের ঘৃণা কর্‌তাম কারণ তাদের তেমন কোন আশা ছিল না।

"যাক্, একদিন ক্ষুধার্ত অবস্থায় শীতে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে, কেন জানি না আমি এক বাড়ীর উঠানে প্রবেশ করি এবং তার ফলে একটা ঘটনা ঘটে। হঠাৎ ওই বাড়ীর পাচক আমাকে বল্‌লে, 'ওহে, তুমি কি তালা ভাল কর্‌তে পার?' আমি বল্‌লাম, 'হ্যাঁ পারি।' ওদের একটা লিখবার টেবিলের তালা সারানোর দরকার ছিল। আমাকে একটি সুসমৃদ্ধ, ঝক্‌ঝকে, ছবি-দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো পড়্‌বার ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। আমি কিছুক্ষণ কাজ ক'রে তালাটি ঠিক ক'রে দিলাম—গৃহস্বামিনী আমাকে একটি রুব্‌ল্ দিলেন।

রুব্‌লটি হাতে নিয়ে হঠাৎ আমার চোখ পড়্‌ল একটা মর্মর মূর্তির উপর। দেখেই কেন জানি না আমার মূর্ছিত হ'বার উপক্রম হ'ল। আমি মূর্তিটার দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইলাম কিন্তু বিশ্বাস করার ইচ্ছা হ'ল না—নিনা!

"আমি আবার বল্‌ছি—নিনাকে আমি ভুলেই গেছিলাম এবং বিশেষ ক'রে সেই মুহূর্তে আমি বুঝতে পার্‌লাম যে তাকে আমি ভুলে' গেছি। হঠাৎ তার মূর্তি চোখের সামনে ভেসে এল—তার সঙ্গে সঙ্গে আবেগের, স্বপ্নের ভাবের এক বিরাট বিশ্ব—যা' এতদিন আমার মধ্যে সুপ্ত ছিল—জেগে উঠ্‌ল—আবার প্রাণ পেল! .....আমি মর্মর মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে কাঁপতে কাঁপতে গৃহস্বামিনীকে বল্‌লাম, 'আমার ধৃষ্টতা মাপ করুন, এই মূর্তিটা কার?' তিনি বল্‌লেন, 'ওঃ—ওই মর্মর মূর্তিটা? ওটা খুব দামী জিনিস; পাঁচশ বছর আগে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ও মূর্তিটা নির্মিত হ'য়েছিল।' তিনি আমাকে ভাস্করের নাম পর্যন্ত বল্‌লেন কিন্তু আমি শুন্‌তে পেলাম না। তিনি আরও বল্‌লেন যে তাঁর স্বামী এটি ইটালী থেকে এনেছেন এবং মূর্তিটিকে কেন্দ্র ক'রে নাকি রুশ গভর্ণমেণ্ট এবং ইটালীয় গভর্ণমেণ্টের মধ্যে রাজনৈতিক আলোচনা চ'লে ছল। ভদ্রমহিলা আমাকে বল্‌লেন, 'কিন্তু তুমি কি বল্‌তে চাও ওটা তোমাকে আনন্দ দেয়? কি অতি-আধুনিক তোমার রুচিবোধ! দেখছ না কানগুলো ঠিক জায়গায় বসানো নয়—নাকটাও কেমন যেন বাঁকা...?' এই কথা ব'লে তিনি চ'লে গেলেন। আমার দম বন্ধ হ'য়ে আস্‌ছিল—আমিও দৌড়িয়ে বেরিয়ে গেলাম। এত শুধু সাদৃশ্য নয়—এযে সত্যিকারের প্রতিমূর্তি; না, তার চেয়েও বেশী—এ মর্মরের মধ্যে জীবনের পুর্ণ-সৃষ্টি! বলুন ত, কোন দৈবশক্তির বলে পঞ্চদশ শতাব্দীর একজন শিল্পী, সেই ছোট কান দুটি যা' আমি এত ভাল ক'রে জান্‌তাম, সেই তির্যক চোখ দুটি, সেই বাঁকা নাক, আর সেই উঁচু ঢালু কপাল তৈরি ক'রেছিল? আর সেই সুন্দর কমনীয় মুখ? কোন্‌ দৈবশক্তির বলে এক রকমের দু'জন মেয়ে থাকতে পারে—একজন সেই পঞ্চদশ শতাব্দীতে—আরেকজন এই বিংশ

শতাব্দীতে? ভাস্করের আদর্শ সেই মেয়েটি শুধু যে নিনার মত দেখতেই ছিল তা' নয়—সে নিশ্চয়ই চরিত্র এবং আত্মিক শক্তিতে আমার নিনার মতই ছিল!

"সেই দিনটি আমার জীবনের গতি বদলে দিয়ে গেল। আমি আমার অতীত জীবনের নীচতা এবং ক্রুরতার কথা, আমার অধঃপতনের কথা সব বুঝতে পারলাম। আমি বুঝতে পারলাম যে নিনা ছিল দৈবপ্রেরিতা দেবী—আমি তাকে অবহেলা ক'রেছি! অতীতকে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। মূল্যবান একটি পাত্র ভেঙে গেলে লোকে যেমন টুকরোগুলো কুড়িয়ে রাখে, আমি তেমনই উৎসাহে নিনার টুকরো টুকরো স্মৃতিগুলো কুড়োতে সুরু করলাম। কিন্তু সে স্মৃতির সংখ্যা কত কম! যত চেষ্টাই করতাম, সম্পূর্ণরূপে কিছুই পেতাম না—সবই ভাঙা, ছেঁড়া, জোড়াতালি দেওয়া! কিন্তু যখন নতুন কোন স্মৃতি মনে পড়ত তখন কি আনন্দ হ'ত! এই সব স্মৃতি ভেবে ভেবে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতাম; লোকে আমাকে দেখে হাসত কিন্তু আমি সুখে ছিলাম। আমি বৃদ্ধ হ'য়েছিলাম; আমার পক্ষে নতুন ক'রে জীবন আরম্ভ করা সম্ভব ছিল না; তবে আমি কুচিন্তা, বন্ধুদের প্রতি ঈর্ষা এবং স্রষ্টার উদ্দেশ্যে নিন্দাবাদ থেকে আমার হৃদয়কে পবিত্র রেখেছিলাম। নিনার চিন্তাই আমার হৃদয়কে পুনরায় পবিত্র করল।

"আবার একবার সেই মর্মর মূর্তিটি দেখবার দুর্দমনীয় আকাংখা হ'ল। অনেক সন্ধ্যা আমি বাড়ীটার কাছে পায়চারী ক'রে কাটিয়েছি—আমি মর্মর মূর্তিটা দেখার চেষ্টা করতাম কিন্তু জানালা থেকে অনেক দূরে ওই মূর্তিটা ছিল। ওই বাড়ীর সামনে আমি কত রাত কাটিয়েছি—ও বাড়ীতে যারা থাকত আমি সবাইকে চিনতাম—কোন্ ঘরটা কেমন ভাবে সাজানো তাও আমি জানতাম্—বাড়ীর একটি চাকরের সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব পর্যন্ত ক'রেছিলাম। গ্রীষ্মকালে গৃহস্বামিনী পল্লীভবনে চ'লে গেলেন। আর আমি নিজের দুর্দমনীয় ইচ্ছাকে দাবিয়ে রাখতে পারলাম না। আমার মনে হ'ল যে আমি যদি মর্মর-নিনাকে অন্তত একবার দেখতে পাই, তবে বিস্মৃত অতীত আবার বেঁচে উঠবে—নিনার সব কথা আমার মনে প'ড়ে যাবে! সেইটাই

আমার পক্ষে হ'বে পরম সুখ! তারপরে আর কি? আমি চেষ্টা করলাম! আপনি জানেন আমি কৃতকার্য হইনি। তারা আমাকে হল্ ঘরে ধ'রে ফেলে এবং বিচারের সময় সব কথা বেরিয়ে আসে—আমি তালা সারবার ভাণ ক'রে বাড়ীর ঘরগুলো দেখে এসেছিলাম এবং পরে বহুবার আমাকে বাড়ীর আশেপাশে ঘুরতে দেখা গেছে!…আমি ভিখারী…আমি জোর ক'রে তালা ভেঙেছিলাম…যাক্, আমার গল্প শেষ হ'ল।"

আমি বললাম: "আমরা আপনার জন্যে পুনর্বিচার প্রার্থনা করব—আপনি মুক্তি পাবেন।"

"কিন্তু কেন?" বৃদ্ধ আপত্তি জানাল। "আমি শাস্তি পেলে আর কার কি? কেউ ত আমার জন্যে জামিন হ'বে না; জেলেই হোক্ বা কারখানায়ই হোক্ আমি নিনার সম্বন্ধে ভাবব—কাজেই মুক্তি পেয়ে কি হ'বে?"

কি উত্তর দেব আমি ভেবে পেলাম না, কিন্তু বৃদ্ধ আমার দিকে হঠাৎ অদ্ভুত ক্ষীণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ব'লে চলল: "শুধু একটি চিন্তা আমাকে পীড়া দিচ্ছে। বোধ হয় নিনা ব'লে কেউ ছিল না—যখন মদের ঝোঁকে সুন্দর মর্মর মূর্তিটার দিকে তাকিয়েছিলাম তখনই হয়ত আমার দুর্বল মন এই সুন্দর প্রেমের গল্পটির জন্ম দিয়েছিল। হয়ত সমস্তই মাতালের কল্পনা-প্রসূত!"

# যাদুকর

ইউজিন্ চিরিকফ্

সহরটির অবস্থা খুব আশঙ্কাজনক : ধর্মঘট বেড়েই চল্‌ছিল। ধর্মঘট প্রথম সুরু হ'য়েছিল কলকারখানায়—তারপর বায়ুতাড়িত অগ্নিশিখার মত সহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি ছড়িয়ে পড়্‌ছিল। অশ্বারোহী পুলিশ সর্বদাই পথে পথে টহল দিচ্ছিল—ওদের ক্ষিপ্রকারিতার অভাব নেই—অথচ ঘটনাস্থলে ওরা সব সময়ই দেরীতে পৌঁছায়। মাঝে মাঝে বিষণ্ণ মুখে সৈনিকের দল ব্যাণ্ডের তালে তালে পা' ফেলে এগিয়ে যেত—ওদের হাতে ঝল্‌মল্ করত সঙীনগুলো। কখনও বা একটি কসাক সৈন্য ভালুকের চামড়ার পোষাক প'রে ঘোড়া ছুটিয়ে যেত—আর পথচারীরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যেত এদিক ওদিকে—কি জানি যদি মাড়িয়ে দেয়। আগের মতই সহরের শব্দমুখর জনতাকীর্ণ জীবনযাত্রা চল্‌ছিল—প্রধান রাস্তার উপর দোকানের জানালাগুলোতে তেমনি আলো আর রঙের সমারোহ—পথে তেমনি জনতার ভীড়—তেমনি সারি সারি ভাড়াটে গাড়ী—অথচ সব কিছুতেই কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক ব্যস্ততা এবং ভয়ের লক্ষণ। সামান্য একটা কিছুতেই জনতার মধ্যে সাড়া প'ড়ে যায় ; পুলিশের হুইসিলের শব্দ, টুপিহীন একটি মানুষের রাস্তা দিয়ে দৌড়িয়ে যাওয়া, মাতালদের গণ্ডগোল, এই সব অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপারই এখন ভীতি ও ঔৎসুক্য জাগায়। কেউ কেউ দৌড়িয়ে ঘটনাস্থলে যায়, কেউ বা দোকানের দরজার আড়ালে আশ্রয় নেয়;·····অথচ কেউ জানে না কিসের ভয়। প্রত্যেকেই মনে করে যে ভয়ংকর এবং বিস্ময়জনক একটা কিছু ঘটেছে অথচ কেউ জানে না সেটা কি !

কখনও কখনও পথে বিষণ্ণ কর্মক্লান্ত শ্রমিকদের জনতা দেখা যেত। তারা

শান্তভাবে পথ দিয়ে এগিয়ে যেত, চুপি চুপি কথা বলত কম্‌রেডদের সাথে, আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আশে-পাশে সুসজ্জিত ভদ্রলোকের দিকে তাকাত। ওরা জানে যে ময়লা পোষাক-পরা বিবর্ণ-মুখ শ্রমিকদের কোন ব্যাপারেই এই সব ভদ্রলোকদের কোন সহানুভূতি নেই। ভদ্রলোকদের মতে ওরা শুধু রাজপথের সৌন্দর্যই নষ্ট করে—শরৎকালের অপরাহ্নের এমন পরিষ্কার, এমন সুন্দর রাজপথ, পথের দুইপাশে গাছের পাতায় অস্তগামী সূর্যের শেষ সোণালী বিদায়-চুম্বন, এনামেল-খচিত সুন্দর গাড়ীগুলি, নূতন ট্রামগাড়ীগুলির সুমধুর ঘণ্টাধ্বনি, মোটরকার আর সাইকেলের শব্দ! কি অপূর্ব সমারোহ।

একদিন এমনি শ্রমিকের দল, অন্যদেশ থেকে আগত অবাঞ্ছিত অনাবশ্যক তীর্থযাত্রীদের মত, সুসজ্জিত পথচারী ভদ্রলোকদের জনতার মাঝে বেড়াচ্ছিল। ভদ্রলোকেরা বিতৃষ্ণায় ওদের এড়িয়ে চল্‌ছিলেন যেন ওদের স্পর্শে তাঁরা অপবিত্র হ'য়ে যাবেন। তারপর হঠাৎ একটি কসাক সেইদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে এল—আর সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রমিক-জনতা ভ্রাম্যমান একদল মেঘের মতই এদিক ওদিক ছুটে পালাল। সেই সঙ্গে পথের জনসাধারণের মনেও হ'ল ভয়ের সঞ্চার।

"মা, ওরা কি শ্রমিক?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ..... এগিয়ে চল্, ফিরে তাকাস্‌নি।"

"কিন্তু ওরা পালায় কেন?"

"পুলিশের ভয়ে পালায়......এগিয়ে চল্, কথা বলিস নি!"

"কিন্তু কেন?......ওরা রাস্তায় বেড়াতে পারে না।"

"না, ওদের বেড়ানো নিষেধ!"

"কেন নিষেধ?"

"দেখ্, আমাকে বিরক্ত করিস্‌নি'......তোর হাত দে—চ'লে আয়...... তা, নইলে চাবুক!"

সার্জ্ মায়ের হাত ধরে পিছনে পিছনে এগিয়ে চল্‌ল। শ্রমিকদের

পলায়নে ওর মায়ের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল—সার্জে'রও যে ভয় হয় নি তা নয়—তবে অনুসন্ধিৎসা ছিল ওর মধ্যে প্রবল। তাই ও বারবার পিছন ফিরে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছিল।

"ওরা কি দুষ্টু নাকি মা?"

"কারা, কারা?"

"ওই শ্রমিকরা!"

"আমি জানি না······ওদের মধ্যে ভালও আছে, মন্দও আছে······তবে ওরা কাজ করবে না।"

"মা, ওরা কি তবে অলস?"

"হ্যাঁ. হ্যাঁ···এগিয়ে চল্···তুই যদি কুড়েমি করিস্, তবে তোকেও···"

"ওরা বুঝি খুব অপরিচ্ছন্ন, না মা?"

কিন্তু ঠিক সে-ই সময় কয়েকটি কসাক পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে গেল। একজন জোরে হুইসিল্ বাজাল, আরেকজন ক'সে চাবুক মার্ল ঘোড়াকে। চাবুকের শব্দ অনেকটা পিস্তলের আওয়াজের মত শোনাল—সার্জের মা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠ্লেন। তিনি তখনই পাশের একটা ঘোড়ার গাড়ীতে সার্জকে ঠেলে তুলে দিয়ে নিজেও উঠে বস্লেন। ভাড়ার সম্বন্ধে কোন কথাবার্তা না বলেই তিনি উত্তেজনায় ধরা গলায় গাড়োয়ানকে বল্লেন:

"এই—তাড়াতাড়ি!"

"মাদাম্, কোথায় যাবেন?"

"ওই, ওইখানে। সোজা চালাও! আঃ, কি বিরক্তিকর! মোড় ফের!"

"আপনি ভয় পাবেন না, ওরা আমাদের কিছু কর্বে না!"

যখন গাড়ীটা পথের মোড় ঘুর্ল, তখন সার্জের মা নিরাপদ বোধ কর্লেন, তিনি আরামের নিঃশ্বাস ছেড়ে সাধারণভাবে কথাবার্তা বলা সুরু কর্লেন:

"মনে রেখো—আমি কিন্তু তোমাকে কুড়ি কোপেকের বেশী দেব না!"

"কুড়ি কোপেক ত যথেষ্ট নয়, মাদাম্!"

"তবে থামাও। আমরা নেমে পড়ি—ট্রামেই বাকী পথটুকু যাব!"

"বেশ তবে তাই—এখানে নেমে দাঁড়িয়ে থাকুন। শীঘ্রই ট্রাম্ চলাচল থেমে যাবে!"

"কে বল্লে?"

"ওরা ধর্মঘট কর্বে। আমি কাল শুন্লাম যে, ওরা রবিবার দিন ট্রাম বন্ধ কর্বে!"

আবার একদল শ্রমিক রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। সার্জের মা গাড়ী চালাবার ইংগিত ক'রে গাড়ীওয়ালার পিঠে টোকা দিলেন। সার্জ্ ভয়ে ভয়ে শ্রমিকদের দিকে তাকিয়ে মায়ের কাছ ঘেঁষে বস্ল।

"আমি বুঝতে পারি না কেন ওরা এদের নিয়ে হৈচৈ করে! এরা যদি কাজ কর্তে না চায়, এদের পথে পথে বেড়াতে দিক্। ক্ষিধে পেলে আবার এরা আপনিই কাজে ফিরে যাবে!"

"আপনি ঠিকই ব'লেছেন মাদাম্, ক্ষিধের চেয়ে বড় কিছুই নেই," গাড়ীওয়ালা বলে উঠ্ল। তারপর মোড় ফিরে সে তার লম্বা দাড়ির ভিতর থেকে বলে চল্ল: "না খেতে দিয়ে পশুকে আপনি শিক্ষা দিতে পারেন এবং মানুষকেও না খাইয়ে শিক্ষা দেয়া যায়······কিন্তু দরিদ্রের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা বোধ হয় পাপ!······" কয়েক মুহূর্ত পরে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে গাড়ীওয়ালা বললেঃ "দেখুন মাদাম্, আপনার গায়ের সুন্দর জামা আর আমার এই ময়লা ছেঁড়া জামা—আমাদের দুজনের এই পোষাক কে তৈরী ক'রেছে?"

"তা নিয়ে ত' মাথা ঘামানোর দরকার নেই—তোমার যদি টাকা থাকে তবে কাপড় চোপড়ের অভাব কোন সময়ই হবে না।······আমাদের শ্রমিকরা যদি কাজ না করে, বিদেশ থেকে সব কিছু পাওয়া যাবে।"

"কিন্তু যদি রেলওয়ের কাজ বন্ধ হ'য়ে যায়? তখন বিদেশ থেকে কি ক'রে জিনিসপত্র কিনে আন্বেন?"

"বাজে কথা, ওরা রেলওয়ের কাজ বন্ধ কর্বে না······ওদের বন্ধ কর্তে দেওয়া হবে না!"

"কে জানে? ওরা বল্‌ছে যে ওরা শীঘ্রই বন্ধ করবে।

সার্জ্‌ মনোযোগ দিয়ে মা এবং গাড়ীওয়ালার কথাবার্তা শুন্‌ছিল। যারা তাদের কাপড় পরায়, খাওয়ায়, তারাই আবার কি ক'রে পুলিশ দেখে পালিয়ে যায়—এ অদ্ভুত ব্যাপারটা ও বুঝতে পারছিল না। ওর মা এইমাত্র ওর জন্যে একটা শীতের ওভারকোট কিনে এনেছেন; কাগজে মোড়া কোটটি ওর হাঁটুর উপরই আছে; কোটটা যে কেনা হ'য়েছে, আর কেউ যে ওটা ওর কাছ থেকে নিয়ে যাবে না—একথা ভেবে সার্জ্‌ খুব খুসী হল।

"ওরা কি আমার এই নূতন ওভারকোটটিও তৈরী করেছে মা?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, খোকাবাবু, সব, সব। তোমার গায়ে এমন কিছু নেই, যা' ওরা তৈরী করে নি"—গাড়ীওয়ালা জবাব দিলে।

মা সার্জের জামার হাতা ধ'রে টেনে সক্রোধে বললেন: "চুপ কর্‌। ওর সঙ্গে কথা বলিস্‌ না।"

গাড়ীওয়ালা আবার পুর্বের মত দার্শনিক মত ব্যক্ত করে চলল। অবশেষে সার্জের মা বললেন: "এই গাড়ীওয়ালা, তোমাকেও জেলে দেওয়া উচিত।" তখন গাড়ীওয়ালা ঘোড়াকে গালাগালি দিয়ে জোরে চাবুক চালাল এবং কথা বলা বন্ধ করল।

সার্জ্‌ বাড়ী ফিরল কিন্তু এই শ্রমিকদের সম্বন্ধে তার সমস্যার সমাধান হল না।

"সোনিয়া, আমরা কতকগুলো শ্রমিক দেখেছি"—সে তার বোনকে রহস্যময় স্বরে বলল, "সত্যই আমরা দেখেছি।"

"ওরা কেমন দেখতে?"

"দেখতে? তা এই......এই... ঠিক চাষাদের মত!"

রোজই সার্জদের বাড়ীতে আর তার খেলার জায়গায় এই অদ্ভুত শ্রমিকদের সম্বন্ধে নানারকম জল্পনা-কল্পনা চলত—কিন্তু শ্রমিকরা ভাল না মন্দ—তা' লোকের কথাবার্তা শুনে বুঝবার উপায় ছিল না। বাড়ীর ভিতরে হয়ত আলোচনা হত যে ওরা খারাপ, আর উঠানেই হয়ত চাকরদের মুখে

শোনা যেত যে ওরা ভাল। একদিন সার্জ্ তাদের চাকর ইগ্‌নেসিয়াসকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে।

"আচ্ছা, ওরা কারখানা বন্ধ করে দিতে পারে?"

"তা' পারে বই কি, খোকাবাবু—অতি সহজেই পারে।"

"কিন্তু ওরা কি করে কলকারখানা বন্ধ করে?"

"ওরা কলের বাষ্প ছেড়ে দেয়, নয়ত নিজেরা কাজ ছেড়ে চলে আসে।"

"আর ওরা না থাকলেই কারখানা বন্ধ হয়ে যায়?"

"তা না হয়ে আর উপায় কি? লোক ছাড়া ত আর কল চলতে পারে না!"

"ওঃ, এই ব্যাপার! আর ওদের ছাড়া আমার নতুন ওভারকোটটিও বুঝি তৈরী হ'ত না?"

"নিশ্চয়ই না।"

"আর আমার ছোট জ্যাকেট্‌টা?"

"জ্যাকেট, পাজামা, সার্ট—কিছুই তৈরী হ'ত না। তুমি যেমন জন্মেছিলে, ঠিক তেমনই অবস্থায় তোমায় চলাফেরা করতে হত!"

"নেংটা!......ছিঃ, তুমি কি যে বল! কিন্তু মা তবে বিদেশ থেকে এসব আনাতেন!"

"সেগুলোর জন্যে তোমাকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে ত—আর সেখানেও ত এগুলো তৈরী করতে হয়। সেখানেও যদি এমনই ধর্মঘট হয়—কিংবা ধর, রেলওয়েতে যদি ধর্মঘট হয়, তবে?"

"তবে কি রেলওয়ে বন্ধ হয়ে যাবে?"

"গুজব শোনা যাচ্ছে যে, ট্রেণ চলাচল শীঘ্রই বন্ধ হয়ে যাবে!"

"তবে বাবা কি করবেন? তিনি কি করে বাড়ী ফিরে আসবেন?"

"তা তিনি হয়ত লাঠিতে চ'ড়েই চ'লে আসবেন!"

"চুপ কর!......তুমি যা তা বলছ! আমি মাকে বলে দেব—বাবার সম্বন্ধে এমন কথা বলেছ শুনলে মা তোমাকে খুব বকবেন!"

সার্জ্. চুপ করে চিন্তা করতে লাগল। তারপর সে তার নূতন ওভার-কোটের হাতায় টোকা দিয়ে বললে: "আর তুমি হয়ত বলবে যে, এই হাতা দুটোও শ্রমিকদের সেলাই করতে হয়েছে?"
"হ্যাঁ, তা হয়েছে বই কি! তোমার মা শুধু তোমায় জন্মই দিয়েছিলেন, বাকী সব কিছু..... "
তার দু'দিন পরে ট্রামের শব্দ থেমে গেল, ট্রামের শ্রমিকরা ধর্মঘট করল; পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল, সাধারণ স্নানাগারগুলোও বন্ধ হ'ল, আর বড় রাস্তাগুলো গ্যাসের আলোর অভাবে অন্ধকার হয়ে গেল। তারও দু'দিন পরে নিয়মিত ট্রেণ চলাচল বন্ধ হল—রেল স্টেশনে লোকের মনে সে কি ভীতি! যে কোন মুহূর্তে বাইরের জগতের থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ভয় তারা করছিল। সার্জের বাবার আসা উচিত ছিল, কিন্তু তিনি এলেন না। মার মন বিশেষ ভাল ছিল না—তিনি সকলের সঙ্গেই রাগ করছিলেন। বাড়ীতে সবাই শ্রমিকদের গালাগালি দিচ্ছিল। সার্জ্‌কে নীচে উঠানে নামতে দেওয়া হত না।
সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জানালার পাশে বসে থাকত—পথে কি ঘটছে, না ঘটছে, জানবার জন্যে মনে তার কি অসীম আগ্রহ!
"মা, বাবা কি শীঘ্রই ফিরে আসবেন?"
"কি করে আসবেন?" মার গলার স্বরে হতাশা মেশানো। পরমুহূর্তে তিনি ধর্মঘটের বিরুদ্ধে এবং তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধেও অভিযোগ করতে সুরু করলেন।
"কিন্তু মা, এটা কি সম্ভব যে, ওরা একাজ করতে পারে?"
"কি করতে পারে?"
"এই রেলপথে যাতায়াত বন্ধ করতে পারে?"
"মনে হয় তা পারে...আমাকে আর বিরক্ত করিস্ নে!"
মায়ের চোখে জল দেখা দিল—আর তিনি এত রেগে গিয়েছিলেন যে. সার্জ্ চুপ করে জানলার দিকে ফিরে ভয়মিশ্রিত কৌতূহলের সঙ্গে রাস্তার দিকে তাকাল।

"আমার যদি ক্ষমতা থাকত···তবে আমি ওদের সকলকে মেরে ফেলতাম !"

দিনের পর দিন সহরের অবস্থা ক্রমশ খারাপ্ হ'য়ে চলল। সন্ধ্যা থেকে পথগুলো জনমানব শূন্য হয়ে যায়, দোকানপত্র সব বন্ধ, দরজা জানালাগুলো কঠিন করে বন্ধ করা হয়। আর সমস্ত রাত পথে পথে কসাক আর পুলিশরা অগ্নিকুণ্ডের চারদিক ঘিরে বসে থাকে। অনেক সময় মধ্যরাত্রিতে সার্জের ঘুম ভেঙে যায়— সে খালি পায়ে ছুটে যায় জানালার কাছে—জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে দেখে বাইরে কি ব্যাপার হচ্ছে! বড় বড় অগ্নিকুণ্ড—ভালুকের চামড়ার পোষাক পরা বড় বড় ছায়ামূর্তি মানুষগুলো অসভ্য লোকের মত আগুনের লাল আলোয় ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্ধকার রাত্রে রাস্তায় কি যেন ভয়ঙ্কর রহস্যময় ব্যাপার ঘটে।···সার্জের মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে একটা ভয়ের শিহরণ চলে যায়। সে ভয়ে জানালা থেকে সরে দাঁড়ায়—ওরা হয়ত নরখাদকদের মত তাকে ধরে আগুনে পুড়িয়ে খেয়ে ফেলবে। "ওমা, মাগো, আমার শীত লেগেছে—আমি বড় ভয় পেয়ে গেছি।" সার্জ্ দৌড়ে গিয়ে তার গরম বিছানায় উঠত। তার মার ঘুম ভেঙে যেত; উঠে জিজ্ঞাসা করতেন: "এখনও ঘুমোস্ নি ? বিছানা থেকে নেমেছিলি কেন ?"

"মা, সব সময় আগুন জ্বল্ছে: আর ঐ লোকগুলো আমাদের জান্লার ঠিক বিপরীত দিকেই।"

"ও কিছু না, ঘুমো, ভয় নেই! যদি শুধু তোর বাবা ফিরে আসতেন!"

"মা!"

"কি বাবা ?"

"আমি তোমার বিছানায় যাব—আমি ভয় পেয়েছি!"

"কিসের ভয় বাবা ?"

"যাদুকর!"

"কোন্ যাদুকর ?"

"অনেক······"

"আয় তবে চলে আয়!"

সার্জ্‌ আনন্দে লাফ দিয়ে নিজের বিছানা ছেড়ে দৌড়িয়ে মার বিছানায় যায়। লেপের নীচে গা ঢাকা দিয়ে মার হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে ও ধীরে ধীরে বলে : "ওরা সব করতে পারে!"

ওর মা আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন, আর সার্জ্‌ লেপের নীচ থেকে মাথা বের করে দেওয়ালের দিকে তাকাল। দেওয়ালে রাস্তার অগ্নিকুণ্ডের প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছিল। সার্জ্‌ মনে মনে ভাল ও মন্দ যাদুকর এবং শ্রমিকদের কথা ভাবতে লাগল। শ্রমিকরা কেমন? ভাল না মন্দ?

তারপর সকাল বেলা চায়ের টেবিলে দেখা গেল ভাল রুটি নেই। ভাল রুটির পরিবর্তে ঠাণ্ডা বাসি বিশ্রী রুটি!

"আমায় ভাল রুটি দাও। ভাল রুটি কোথায়? আমাকে এ বাজে জিনিস দিয়েছ কেন?" সার্জ্‌ প্রতিবাদ জানিয়ে খাবারের প্লেটটা দূরে ঠেলে দিল।

"কিন্তু আমাদের ঘরে যে তবু কিছু রুটি আছে, এজন্যে তোমার ভগবানকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, খোকাবাবু।"

"কি? আমায় ভাল রুটি দাও!......মা, আমায় ওরা ভাল রুটি দেয় নি কেন?"

"কিন্তু আমরা ভাল রুটি কোথায় পাব বাবা? সমস্ত রুটির কারখানাই যে বন্ধ!"

"কেন?"

"কারণ সব শ্রমিক ধর্মঘট করেছে!"

আবার শ্রমিক! কানের পিছনটা চুলকিয়ে সার্জ্‌ প্রশ্ন করল: "ভাল রুটি না পেলে আমরা কি করব?"

"কি আর করব? কোন রকমে চালিয়ে নিতে হবে!"

"কিন্তু শাসনকর্তা কি ওদের দিয়ে রুটি তৈরি করাতে পারেন না?"

"না বাবা, পারেন না! ওরা ভয় করে না!"

"শাসনকর্তাকেও ভয় করে না?"

"ওরা কাউকে ভয় করে না!"

"ওরা····· ওরা ত তবে খুব শক্তিশালী!"

"ওদের সঙ্গে পারবার উপায় নেই। এই শুকনো রুটিই খাও। দু'একদিন পরে হয়ত এ-ও পাওয়া যাবে না!"

"কিন্তু আমি কালো রুটি খেতে পারব না।"

"বটে!······এই কালো রুটি খেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে!"

"কেন?"

সার্জ্ খুব বিস্মিত হয়ে গেল। এরা কেমন লোক! এরা শাসনকর্তাকে ভয় করে না, কাউকে ভয় করে না, অথচ কসাক সৈন্য আর পুলিশ দেখলে পালিয়ে যায়। এরা কারখানা, ট্রাম, রেলওয়ে, সংবাদপত্র প্রভৃতি সব বন্ধ করে দিতে পারে, লোকদের ভাল রুটি এবং কালো রুটি থেকেও বঞ্চিত করতে পারে—অথচ এদের সঙ্গে পারবার উপায় নেই!······আবার সেই রূপকথার যাদুকর আর ডাইনীদের কথা সার্জের মনে পড়ে গেল। শ্রমিকদের বোধ হয় মন্ত্রঃপুত টুপি আছে—সে টুপি পরলে তারা অদৃশ্য হয়ে যায়—তাদের ধরা যায় না। শাসনকর্তা যেই বলবেন, "কাজ কর", অমনি শ্রমিকরা নিশ্চয়ই ম্যাজিক টুপি পরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

রাস্তার অশান্ত কলরব অদৃশ্যভাবে এসে বড় বড় হর্ম্যগুলোতে প্রবেশ করে। যে সব মানুষ এই ধর্মঘট নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামায় না—তারাও উদ্ব্যস্ত হয়ে ওঠে। প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টায় এই সব বাড়ীতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে লাগল—পূর্বের রীতিনীতি বদলাতে লাগল। আনন্দ চলে গেল—হাসিতামাসা আর নেই—বাঁচবার আনন্দই যেন চিরতরে চলে গেল! তার বদলে দেখা দিল ভয়, কেমন যেন একটা অজানা অনমুভূত ভয় প্রতিদিন বেড়েই চলল!·····সার্জদের বাড়ীর মত বড় সুসজ্জিত বাড়ীগুলোতেই বিশেষ করে এ রকম ভয় দেখা দিল। এই বাড়ীগুলোর সদর দরজা সকাল থেকে বন্ধ থাকত—অধিক রাত্রে কেউ বাড়ী ফিরলে তার জন্যে দরজা খোলা হ'ত। সমস্তক্ষণ সশস্ত্র দরোয়ান দরজায় দাঁড়িয়ে থাকত।

দরোয়ানেরা রাস্তায় পুলিশের সঙ্গে কথাবার্তা বলত—আর রাত্রির নীরবতা ভেদ করে মাঝে মাঝে শোনা যেত তীক্ষ্ণ হুইসিলের শব্দ।

একদিন সন্ধ্যায় সার্জদের বাড়ীর বৈদ্যুতিক বাতি আর জ্বলল না!

"মা, বৈদ্যুতিক বাতির কি যেন হয়েছে!"

"এই ইগনেসিয়াস্, বৈঠকখানার বাতিটা জ্বালাও!"

"আর ও বাতিটা মা……আর এই এ বাতিটাও……"

"এও কি সম্ভব?……এখানেও ধর্মঘট?"

"বাতি আর জ্বলবে না মাদাম, ওরা নাকি ধর্মঘট করেছে!"

"মোমবাতি, মোমবাতি! ঘরে কি মোমবাতিও নেই?"

"মোমবাতি আছে বটে, কিন্তু বেশী নয়!"

বাড়ীটা অন্ধকার হয়ে গেল। জানালায় উজ্জ্বল বাতির পরিবর্তে কাঁপতে লাগল করুণ হল্‌দে মোমবাতির ক্ষীণ শিখা! বড় বড় সিঁড়িগুলো অন্ধকারে তলিয়ে গেল।

সমস্ত পরিবার খাবার ঘরে ক্ষীণ মোমবাতির আলোয় টেবিলে বসল—আর ভয়ে ভয়ে সকলে অন্ধকার বল-রুমের (নীচের ঘর) দিকে তাকাতে লাগল।

অন্ধকার বল্‌রুমে আরাম-কেদারা, কৌচ এবং ঢাকনা-দেওয়া পিয়ানো-গুলোকে দেখাচ্ছিল গভীর চিন্তামগ্ন শবের মত। রান্নাঘর থেকে চাকররা আরও ভয়ংকর খবর নিয়ে এল: "ওরা বলাবলি করছিল যে শীগ্‌গিরই নাকি আর জল পর্যন্ত পাওয়া যাবে না।"

"এই মাত্র শুনলাম যে, মৃতদেহের সৎকার করা পর্যন্ত নাকি বন্ধ হয়ে গেছে।"

"কাল আর মাংস পাওয়া যাবে না—এরকম ব্যাপার আর এক সপ্তাহ চললে সহরে দুর্ভিক্ষ লেগে যাবে।"

সার্জ্‌ অবাক্ বিস্ময়ে এই সব ভয়ঙ্কর সংবাদ শুনল; ইতিপূর্বেই শ্রমিক তার মনের উপর অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তার শিশুসুলভ কল্পনায় সে শ্রমিককে যাদুকর বলে মনে করেছিল। আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ দিয়ে

নিশ্চয়ই এই সর্বশক্তিমান যাদুকরকে ডেকে আনা যায়। সে সব কিছু করতে পারে—এই যাদুকরের উপর সব কিছু নির্ভর করে—সে ইচ্ছা করলে আবার রেলগাড়ী চলবে এবং তার বাবাও ফিরে আসবেন ; সে ইচ্ছা করলে আবার বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে উঠবে এবং সমস্ত ঘরগুলো আগের মতই আলোকিত হবে ; তার আদেশে আবার ভাল রুটি পাওয়া যেতে পারে ; সে যদি ইচ্ছা না করে, তবে কল থেকে জল পড়বে না—স্নান করা যাবে না—চাও খাওয়া যাবে না। আর এই যাদুকর একেবারে নির্ভীক—কাউকে কণামাত্র ভয় করে না।

সার্জের এ ধারণা আরও বদ্ধমূল হল, যখন চৌদ্দদিন পরে অনেকগুলো অদ্ভুত ঘটনা একই দিনে ঘটে গেল—ট্রামগুলো আবার চলা আরম্ভ করল, বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে উঠল, গ্যাসের আলোয় আর দোকানের আলোয় পথগুলো ভেসে গেল ; পিয়ন এসে সংবাদপত্র এবং চিঠি বিলি করে গেল, চায়ের সঙ্গে ভাল রুটি পাওয়া গেল—বাবা বাড়ীতে ফিরে এলেন। এ যেন রীতিমত ভৌতিক ব্যাপার। এতগুলো ভাল ঘটনা ঘটে গেল……তারপর তার বাবার সঙ্গে গাড়ীতে চ'ড়ে রাস্তায় বেড়াতে বেরুলো—দেখল দলে দলে যাদুকররা পতাকা উড়িয়ে গান গাইতে গাইতে চলেছে—কেউ তাদের তাড়া করবার সাহস পায় না—তারা কাউকে ভয় করে না!……সার্জের খুব ইচ্ছা হল একা একা রাস্তায় বেড়াতে যায়, কিন্তু তার মা অনুমতি দিলেন না।

"মা, যাদুকররা আবার রাস্তা দিয়ে চলেছে, আমাকে একবার দেখতে যেতে দাও।"

"না, তোমার যাওয়া হবে না!"

"ওরা ত এখন আর খারাপ নয়, ওরা ভাল, না মা?"

কয়েক মাস চলে গেল। বাড়ীতে সব কিছুই আবার আগের মত সুন্দর মসৃণভাবে এগিয়ে চলছিল। হাসি আর আনন্দ আবার ফিরে এসেছে—ভয় চলে গেছে অনেক দূরে। বাড়ীর সবাই ধর্মঘটের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির

কথা ভুলে গেছিল। একদিন সার্জের বাবা এবং মা থিয়েটারে গেলেন শিক্ষয়িত্রীও যেন কোথায় চলে গেলেন। তার ঠাকুরমা সেই ধর্মঘটের সময় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তিনি তখনও শয্যাশায়ী। তার ছোট বোন ঘরে বসে পুতুল নিয়ে খেলা করছিল। সার্জের ভয়ানক একা একা বোধ হতে লাগল—তার যেন কিছুই করবার নেই। সে এক ঘর থেকে আর এক ঘরে কাজের সন্ধানে বেড়িয়ে বেড়াতে লাগল, কিন্তু কাজ কিছুই পেল না।

"ঠাকুরমা, আমি কি করি?"

"আমার পা'টা আবার ব্যাথা করছে —একটু টিপে দে!"

"না আমার পা টিপতে ভাল লাগে না!"

সে ঠাকুরমার ঘর থেকে বোনের ঘরে গেল এবং তার পুতুলের হাতটা ভেঙে দিলে। আয়া ওকে ঘর থেকে বার করে দিল। ও রান্নাঘরে নূতন পাচিকাকে দেখতে যেতে চাইল, কিন্তু দাসী ওকে যেতে দেবে না।

"তোমার মা বলেছেন যে, রান্নাঘরে তোমার যাওয়া নিষেধ। তোমার ত সেখানে কোন কাজ নেই।"

"কিন্তু আমার যদি একা ভাল না লাগে?"

"ওখানে ত তোমার ভাল লাগার মত কিছু নেই!"

"কিন্তু ওখানে কথা বলছে কে?"

"আমাদের নতুন রাঁধুনীর স্বামী এসেছে।"

"বাঃ, এই ত বেশ মজার জিনিস পাওয়া গেছে!"

"মজার জিনিস কেমন? সে ত আর বাঘ ভালুক নয়—সে একটি অতি সাধারণ লোক—একজন শ্রমিক!"

"রাঁধুনীর স্বামী শ্রমিক!"

"হাঁ।"

"যাদুকর! আমি রান্নাঘরে যাবই।"

"না, তোমার যাওয়া হবে না। আমি শিক্ষয়িত্রীকে বলে দেব—তোমার মা ফিরে এলে তাঁকেও ব'লে দেব!"

"ওঃ, তুমি তবে আমার নামে লাগাবে? আমিও বলে দেব যে তুমি দুধের সর খেয়ে ফেলেছ।"

"এত একেবারে মিছে কথা। আমি শুধু দুধ থেকে একটা মাছি উঠিয়ে ফেলেছি।"

সার্জ্ দাসীর সঙ্গে ঝগড়া করল বটে কিন্তু রান্নাঘরে যাবার সাহস পেল না: এর আগে একবার জোর করে রান্নাঘরে ঢোকার জন্যে ও গাল খেয়েছিল। কিন্তু ওর আজ অসীম আগ্রহ—ও যাদুকরকে দেখবেই। তাই দাসীর দৃষ্টি এড়িয়ে ও রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে চলল। সে যাদুকরকে নিকট থেকে দেখবার জন্য আকুল হয়ে উঠেছিল। যখন একজন চাকর রান্নাঘরে ঢুকল, সার্জ্ তাড়াতাড়ি করে এগিয়ে গেল, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। ও গলার স্বর শুনতে পাচ্ছিল, কিন্তু যাদুকরকে দেখতে পাচ্ছিল না, দরজাটা ভাল খোলা ছিল না। তার ঔৎসুক্য এত বেড়ে গেল যে, তার পক্ষে চুপ করে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল।

যখন দাসীটি কাজের জন্যে দূরে সরে গেল, তখন সার্জ্ আনন্দে বলে উঠল, "ভগবানকে ধন্যবাদ!" সে চলে যাওয়ামাত্র সার্জ্ ধীরে ধীরে দরজাটা খোলার চেষ্টা করল।···অবশেষে দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে গেল···সার্জ্ একেবারে ভিতরে তাকানোর সাহস পেল না...কয়েক মুহূর্ত মাথা নামিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইল। অবশেষে সাহস সঞ্চয় করে ও ভিতরে তাকাল: একটি ময়লা পোষাক পরা লোক টেবিলে ধূমায়মান একটি প্লেট থেকে খাবার খাচ্ছিল। লোকটা খেতে খেতে সভয়ে চারদিক তাকাচ্ছে, যেন কেউ ওর খাবার কেড়ে নিয়ে যাবে—এমন কি ও খাবারের প্লেটটা অন্য হাত দিয়ে ধরে ছিল।

কিন্তু যাদুকর কোথায়? সার্জ্ চকিতে সমস্ত ঘরটা দেখে নিল। ঘরে শুধু রাঁধুনী আর এই লোকটি ছাড়া কেউ ছিল না। এই কি তবে যাদুকর?

সার্জ্ আর ধৈর্য রাখতে পারলে না—ও রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল। যাদুকর লাফ দিয়ে টেবিল থেকে উঠে পড়ল—ওর হাত থেকে চামচেটা খসে পড়ল মাটিতে।

"ঠিক আছে, তুমি খাও", রাঁধুনী বললে, "আমার ছোট মনিব কিছু বলবেন না!"

"কি সম্বন্ধে?" সার্জ্ প্রশ্ন করলে।

"তোমার মা বাবাকে বলো না যে, একটি লোক রান্না ঘরে বসে খাচ্ছিল—এ খাবারগুলো উদ্বৃত্ত পড়ে ছিল!"

"বেশ, তা বলব না।"

"খোকাবাবু, লোকটি ক্ষুধার্ত—তোমার ওকে দয়া করা উচিত।"

"ও কে?"

"কেন, ও আমারি স্বামী!"

"তোমার স্বামী?" সার্জ্ বাঁকা চোখে অনাহারক্লিষ্ট চঞ্চল লোকটির দিকে তাকাল। মনে মনে ভাবল: "ও নিশ্চয়ই ওর রূপ বদলেছে!" তারপর মুখে বলল: "ও তবে তুমি···তুমি যাদুকর···আমি জানি!"

"কে যাদুকর?"

"কেন তুমি···তুমি!"

"আমি একজন শ্রমিক মাত্র—বর্তমানে আমার কোন কাজ নেই!"

"কিন্তু তুমি যাদুকর···আমি জানি···তুমি সব করতে পার। এই তোমরাই ত সে সব খারাপ কাজ করেছিলে সেবার· কিন্তু দেখো যেন ভবিষ্যতে আর এমন করো না। মোমবাতি বড় কম আলো দেয় আর আমি চায়ের সঙ্গে ভাল রুটি খেতে ভালবাসি।"

"আমি তো তোমার কিছুই করি নি—আমি এখনই চলে যাব!"

"আর তোমরা কাউকে ভয় করো না···আমি মনে করেছিলাম তুমি নিশ্চয়ই একটা বাড়ীর মত লম্বা হবে আর খুব রাগী হবে।···কিন্তু তুমি কি তোমার রূপ বদলেছ?"

"আমার খাবার কিছু নেই বলে তুমি আমায় ঠাট্টা করছ। কিন্তু জান উপহাস করা পাপ?"

"আর আমি মনে করেছিলাম, তুমি খুব শক্তিশালী···এখন তোমাকে দেখে

হাসি পায়। খাওয়ার সময় তোমার হাত কাঁপে। আমি তোমায় একটুও ভয় করি না!"

যাক, সার্জ্ তাড়াতাড়ি ক'রে বাইরে এসে রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁড়াল— কি জানি যাদুকর যদি ওকে তাড়া করে, তবে ও পালাতে পারবে। কিন্তু সে রকম কিছু ঘটল না। সে ত ওকে তাড়া করল না। লোকটা দেয়ালের দিকে মুখ ফেরাচ্ছে। ওখানে দাঁড়িয়ে সে কি করছে? কাঁদছে কি? সেই যাদুকর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে আর জামার হাতা দিয়ে চোখের জল মুছচে!

"তুমি যাদুকর···আর তুমি কাঁদছ? বেশ হয়েছে, ভাল হয়েছে!···তোমরা আমার বাবাকে বাড়ী ফিরতে দাও নি কেন?···তোমরা বৈদ্যুতিক বাতি নিভিয়ে দিয়েছিলে কেন?···তোমরা আমায় ভাল গরম রুটি খেতে দাওনি! ···এখন ভগবান তোমায় শাস্তি দিয়েছেন। ···ভাল হয়েছে, বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে!" হঠাৎ আনন্দে সার্জ্ এত জোরে চীৎকার করল যে, তার গলার স্বর সমস্ত বাড়ীতে প্রতিধ্বনিত হল। ওর শিক্ষয়িত্রীকে সেদিকে আসতে দেখে ও বিজয়ীর হাসি হেসে তাকে জানাল: "আমি ওকে এখন ভয় করি না। সত্যি আর একটুও ভয় করি না।"

# ঝড়

## স্যালি বেন্‌সন্‌

আর্থার গুড্‌স্পীড্‌ তাঁর নিজের বাড়ীর সামনের ছোট লনটিতে দাঁড়িয়ে হেমন্তকালের তীব্র বাতাস জোরে নাকে টেনে নিচ্ছিলেন। যদিও কাছাকাছি কেউ ছিল না, তিনি যে পেটটা ভিতর দিকে টেনে নিয়েছিলেন এবং বুকটা সামনেব দিকে বের করে দিয়েছিলেন—সে বিষয়ে তিনি সজাগ ছিলেন। ফুসফুস ঠাণ্ডা নিঃশ্বাসের সঙ্গে সমান তাল রেখে সম্প্রসারিত হচ্ছিল না—সে বিষয়েও তিনি আন্তরিকভাবে সচেতন ছিলেন। বাতাস জোরে জোরে তাঁর নাকের ভিতর দিয়ে ঠিকই যাচ্ছিল—কিন্তু বুকের মাঝামাঝি কোথায় যেয়ে যেন ঠেকে গিয়ে আবার বেশ জোরে বেরিয়ে আসছিল।

তাঁর স্বাস্থ্যলাভের আকাঙ্ক্ষার পক্ষে এটা এরূপ ক্ষতিকর ছিল যে, তিনি কিছুক্ষণের জন্যে পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে থাকা প্রয়োজন মনে করলেন—পাহাড়গুলোর মধ্য দিয়ে যেসব পথ এঁকে বেঁকে গেছে, সেগুলির কথা ভাবতে লাগলেন; সেসব পথ দিয়ে শান্তি, স্বাস্থ্য এবং যৌবন নিয়ে সগর্বে চলা যায়। আকাশে নীচু করে ঝোলানো শীতল কুয়াসা এবং হাতে বোনা পশমী মোজার মধ্য দিয়ে পায়ে ক্রমবর্ধমান বায়ুর শীতলতা। তিনি জানতেন যে, এমন দিনে চিবুক ভিতর দিকে টেনে বুক উঁচিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটা কষ্টকর কাজ। কোন কোন দিন ঠাকুরদার আশী বছর বয়সে তৈরীকরা ওয়ালনাটের ছড়িটা ঘুরিয়ে চলতেন এবং তাঁর দিকে অগ্রসরমান কোন গাড়ির যাত্রীদের দিকে হাসি ছুঁড়ে দেবার জন্যে প্রস্তুত থাকতেন। মিঃ গুড্‌স্পীডের হাসিতে কি যেন বেখাপ্পা জিনিস ছিল; প্রথমত তাঁর নতুন দাঁতগুলোর জন্যে হাসিটা ছিল অত্যন্ত বেশী সাদা—দাঁতগুলো দেখে মনে হত সেগুলো যেন কোন যুবক

স্বাস্থ্যবান ঘোড়ার দাঁতের আদর্শে তৈরী করা হয়েছিল—ফাঁক ফাঁক এবং আন্তরিকতাপূর্ণ যেন যতটা আনন্দ এবং শক্তি তিনি অনুভব করেন না, ততটা তিনি দেখানোর জন্যে ব্যগ্র।

প্রতিদিন তিনি পাহাড়ের পথে বেড়াতে বেড়াতে গ্রামে যেতেন; মহাসাগরের ওপার থেকে কেনা তাঁর টুইডের পোষাকে তাঁকে চমৎকার দেখাত—তিনি যে অদম্য উৎসাহ নিয়ে নিজের শরীরকে ঠিক রাখতেন, তা দেখলে প্রত্যেকেই কোন না কোন প্রকারে বিস্ময় প্রকাশ করত। তাঁকে দেখলে তাঁর নিকটতম প্রতিবেশিনী মিস্‌ অ্যাবি হার্টের যে গলা ছেড়ে চীৎকার করার ইচ্ছা হত, একথা তিনি কখনও শোনেন নি। মিস্‌ অ্যাবিকে মন্তব্য করতে শোনা গেছেঃ "আমার মনে হয় উনি প্রতিদিনই বেড়ান। অন্তত তিনি তাই দাবী করেন। তবে আমার কপালগুণে আমি তাঁকে এমন সব বিশ্রী ঠাণ্ডা দিনে বাইরে যেতে দেখি যখন কণামাত্র বুদ্ধিসম্পন্ন লোকও বাড়ির ভিতরে থাকে। দেখতে দেখতে আমার ঘৃণা ধরে গেছে। নিজের স্বাস্থ্য ঠিক রাখাই যদি তাঁর উদ্দেশ্য হয়, তবে কি উদ্দেশ্যে তিনি স্বাস্থ্য ঠিক রাখছেন? তিনি নিজেকে যতটা সুস্থ বলে জাহির করতে চান, তা যদি সত্যি হয়, তবে তাঁর বাড়িতে ঔষধের আলমারীতে অত বাইকার্বোনেট অব সোডা রাখা হয়েছে কেন? সে রকম জিনিস আপনারা কেউ দেখেন নি। আমি হঠাৎ একদিন আলমারীটা খুলে ফেলেছিলাম—অবশ্য লুকিয়ে নয়। আমি হাত ধুয়ে হাতে লাগানোর জন্যে কিছু একটা খুঁজছিলাম। আমার হাতদুটো যে কেমন তা ত আপনারা সবাই জানেন।"

জীবনের মধ্য থেকে যে একটা সমৃদ্ধি নাড়া দিয়ে বের করবার আছে—মিঃ গুড্‌স্পীড তা অনুভব করতেন। কিন্তু মিস্‌ হার্ট সে কথা বুঝতেন না। হয় মিঃ গুড্‌স্পীডের হাতের মুঠির বাঁধন ছিল বিশ্রী অথবা ফাঁক ছিল কম—কেন না ফাঁক দিয়ে তাঁর জন্যে যেসব রত্ন ঝরে পড়ত, সেগুলো ছিল নিষ্প্রভ। তবু তিনি যতটা পারতেন, চেষ্টা করতেন। তিনি পাইপ খেতেন—এমন

কি আলোচনার সময় তাঁর প্রিয় পাইপটি স্বচ্ছন্দে ১৫ মিনিট ধরে টানা চলত। তাঁর চুল্লীর জন্যে তিনি জ্বালানি কাঠের বায়না দিতেন না; তিনি নিজেই কাঠ কাটতেন—ফলে জ্বালানিগুলোকে আদৌ জ্বালানি বলে মনে হত না—সেগুলোকে মনে হত ডালপালা। তিনি পাহাড়গুলোকে বলতেন "পর্বত" এবং প্রায়ই তাঁর চোখে এমন সুদূর নিবদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে সেগুলোর দিকে তাকাতেন যে মনে হত, পাহাড়গুলো অত কাছে মৃদু এবং বন্ধুত্বপূর্ণভাবে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—এতে তিনি নিশ্চয়ই অস্বস্তি অনুভব করেন। জীবন ধারণকে সুন্দর করে তোলা কঠিন ব্যাপার। তিনি গভীর হৃদ্যতাপূর্ণ হাসি এবং সুন্দর কথার দ্বারা যতই সজীব করে তোলার চেষ্টা করুন, যেসব জিনিসের নাম পদ্মরাগ মণির মত জ্বল জ্বল করত, তাঁর বেলায় তারাও যেন ম্লান হয়ে উঠত। তিনি কথা ভালবাসতেন—ভালবাসতেন উন্মুক্ত চুল্লীতে গণগণে আগুন, হাউণ্ড কুকুর, তাম্রকূট সেবন, প্রিয় চেয়ার, ভদ্রলোক, উঁচুদরের ভদ্রমহিলার সঙ্গ প্রভৃতি। কোন কোন সময় মনে হত যে সবকিছু ভালই বোধ হয় কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ, যেসব বস্তুর তারা প্রতীক তাদের মধ্যে নয়। তিনি যখন নৈর্ব্যাক্তক এবং অবগুণ্ঠনযুক্ত পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন, তখন মনে হত যে সেগুলো বুঝি বদলাচ্ছে এবং তাঁকে আকর্ষণ করছে। পাইন এবং হেমলকের কটু গন্ধ যেন বাতাস থেকে মিলিয়ে যেত—তার বদলে ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ এবং পচা পাতার গন্ধ এসে নাকে ঢুকত। সেদিন বায়ু তীব্রতর হয়ে উঠল এবং কুয়াসা পরিষ্কার হয়ে সুদূরে দেখা দিল কালো ভীতিজনক মেঘ। তিনি সহসা একাকিত্ব অনুভব করে বাড়ির দিকে ফিরে চললেন—কিন্তু মরা ধূসর আলোতে পাহাড়ের তীক্ষ্ণ ঢালু পটভূমিকায় বাড়িটাকে মনে হল নড়বড়ে বহু দিনের জরাজীর্ণ। এটা যেন অনেকটা শুকনো খোলস—উত্তাপও নেই, হৃদ্যতাও নেই। যে জমানো কাঠ নিয়ে তাঁর এত গর্ব, তা যেন হাস্যকরভাবে কম বলে মনে হল—গাছের ডাল কেটে জমানো যে নিরর্থক তাঁর উপর ঝুলে-পড়া কালো গাছগুলো যেন তাই নির্দেশ করতে চায়।

ঘরের ভিতর গিয়ে তিনি দেশলাই জ্বালিয়ে কাঠে আগুন ধরালেন এবং তারপর রেডিওটা সুইচ টিপে চালিয়ে দিলেন। তিনি একটা সঙ্গীতানুষ্ঠানের শেষাংশ শুনতে পেলেন এবং তারপরই একজন ঘোষকের গলা-সারা ঘরে বেজে উঠল। ঘোষক কি যে বলছিল কয়েক সেকেণ্ড আগে মিঃ গুড্‌স্পীড তা শুনতেই পেলেন না। তারপরই তিনি বুঝতে পারলেন যে, বেতারে ঝড়ের সম্বন্ধেই একটা সাবধান বাণী প্রচারিত হচ্ছে এবং তাঁর মনে হল যে, ঘোষকের গলায় একটা দ্রুত জরুরী ভাব। তিনি রেডিওর সামনে দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে মন দিয়ে শুনতে লাগলেন এবং ঘোষণাটির শেষে সুইচ টিপে রেডিও বন্ধ করে দিলেন। নীচু হয়ে তিনি সযত্নে দেয়ালের গা থেকে প্লাগটা খুলে নিলেন। এক ঝটকা বাতাস এসে দরজাটা নাড়া দিয়ে গেল এবং জানালা দিয়ে তিনি দেখতে পেলেন যে, মেঘগুলো এখন কালো, ঘূর্ণায়মান এবং রাগান্বিত হয়ে উঠেছে।

বাড়িতে ঢোকার সময়ের মত এখন আর ছোট ঘরটাকে বন্ধ্যা, বিবর্ণ এবং ধূসর বলে মনে হল না—বরং যেন পরিচিত আরামদায়ক আশ্রয়। তাঁকে যেন হঠাৎ কাজের ভূত পেয়ে বসল এবং রান্নাঘরে গিয়ে দুটো তেলের বাতি বের করে সযত্নে ধুয়ে কাচ পরিষ্কার করে তেল ভরলেন। দরজা জানালাগুলো বন্ধ আছে কিনা দেখার জন্যে তিনি ছোট বাড়িটা ঘুরে বেড়ালেন। তিনি কাঠের বাক্সটা বোঝাই করলেন এবং কিছুটা অয়েল ক্লথ দিয়ে কাঠগুলো চাপা দিয়ে অয়েল ক্লথের উপর আবার পাথর চাপা দিলেন। তারপর আবার তিনি জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট দিয়ে সুরহীন সঙ্গতিহীন শব্দ করতে লাগলেন —ঠিক শিস্‌ নয়।

সত্য জানলে জানা যায় যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাঁকে অনেকদিন থেকেই হতাশ করে আসছে। তিনি বায়ু, বৃষ্টি এবং তুষারের শিশু-সুলভ ব্যবহার দেখে বিস্মিত হয়ে ভাবতেন যে, রবিবারের দৈনিক পত্রিকাগুলোর প্রবন্ধে আবহাওয়া ক্রমশ মৃদুতর হয়ে আসছে বলে যেসব কথা লেখা হয়, সেগুলো

বোধ হয় ঠিক। প্রবন্ধগুলো তাঁকে উদ্বিগ্ন করে তুলত; তাঁকে বিরাট বিরাট জন্তু এবং গাছপালার পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হবে—একথা ভেবে তিনি ভয় পেতেন। তিনি একবার এইচ্, জি, ওয়েল্সের একখানা বই পড়েছিলেন এবং সেই বইয়ে লেখা পৃথিবীর শেষ জীবিত বস্তুর অপ্রীতিকর বর্ণনা—তৈলাক্ত নিস্তব্ধ সমুদ্রের পারে একটা বিরাট পদার্থের আত্মসম্প্রসারণ এবং আত্মসঙ্কুচন তার মনে অবিস্মরণীয় প্রভাব রেখে গেছে। অবশ্য এসব জিনিস অবিশ্বাস্য, তবু তাঁর যৌবনের ঝড়গুলো কোথায়? পাহাড়ের বিরুদ্ধে বয়ে-যাওয়া সেই চমৎকার নয়ন-অন্ধকারী তুষার-ঝড় কোথায়? আকাশ চিরে যে বিদ্যুৎ দেখা দেয় এবং এল্‌ম গাছ ছিন্নভিন্ন করে ফেলে তাই বা কোথায়? উপত্যকায় যে বজ্রের সুদূরপ্রসারী প্রতিধ্বনি হত, তারই-বা সন্ধান কই? মনে হয় তারা যেন শেষ হয়ে গেছে এবং মানুষও ক্রমশ কোমলতর হয়ে উঠছে। এই চিন্তাই তাঁকে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে ঘুরে বেড়াতে অনুপ্রাণিত করত; তিনি মুখ বন্ধ করে কষ্টে নিঃশ্বাস নিয়েও এগিয়ে চলতেন—কেউ গাড়িতে তুলে নিতে চাইলে তিনি স্থির উজ্জল হাসিতে প্রত্যাখ্যান করতেন। তিনি ভাবতেন যে, আগামী হাজার বছর পরে মানুষের হয়ত আর পা-ই থাকবে না।

হঠাৎ তাঁর শ্বেতগৃহ-নিবাসিনী প্রতিবেশিনী মিস অ্যাবি হার্টের কথা মনে পড়ে গেল—তিনি হয়ত ঝড়ের সাবধানবাণী শুনতেই পান নি। তিনি কষ্ট করে তাঁর হাঁটু পর্যন্ত লম্বা রবার বুট পরলেন এবং বর্ষাতিটা বের করে নিয়ে বাইরে বেরুলেন—ঠাণ্ডা বাতাস তাঁর চুলের মধ্য দিয়ে বইতে লাগল। বাতাসে কেমন একটা বন্যতা। তাঁর সামনে বাদামী রঙের পাতা উড়ে যেতে লাগল এবং কয়েকটি তরুণ মেপ্‌ল গাছের শাখা ইতিমধ্যেই রাস্তায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। একটা অদ্ভূত আলোকে তীক্ষ্ণভাবে ঘাসের শেষ সবুজ রঙ বেরিয়ে আসছিল এবং বৃষ্টির কয়েকটি বড় ফোঁটা এসে সজোরে তাঁর মুখে আঘাত করল।

মিস হার্টের ছাদের নীচে এসে তিনি দুটো ক্যানভাসের চেয়ার গুটোলেন এবং তারপর এক হাতে সে দুটো নিয়ে দরজার পিতলের হাতলটা তুললেন।

দরজা খুলতে গিয়ে মিস্‌ হার্ট এক মুহূর্তের জন্যে ভাবলেন যে, ওখানে দাঁড়ানো অবস্থায় তাঁকে প্রায় সুন্দর দেখাচ্ছে—বাতাসে তাঁর সাদা ঘন চুল নড়ছে। তিনি বলে উঠলেন: "দেখুন, দেখুন, আমাদের ভাগ্যে ঝড় উঠেছে। আমিই আপনার চেয়ারগুলো ভিতরে বয়ে নিয়ে যাই।"

মিস্‌ হার্ট এগিয়ে এসে দরজার পর্দাটা সরিয়ে দিলেন। "আমি ভেবেছিলাম বৃষ্টিই হবে" তিনি মৃদু গলায় বললেন: "আজ দুপুরে আমার আলু থেকে জল শুকিয়ে গেছিল।"

মিঃ গুডস্পীড কোন রকমে শোবার ঘরে ঢুকে চেয়ারগুলো দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখলেন। "বৃষ্টি নয়!" তিনি সবিস্ময়ে বলে উঠলেন: "ঝড় আসবে। প্রকৃত ঝড় আসবে! বেতারে সাবধানবাণী পেয়েছি।"

মিস হার্ট সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে জানলার বাইরে তাকালেন। "আমার কাছে অবস্থা ত তত খারাপ বলে মনে হয় না।" তিনি বললেন—"তাছাড়া এটা ত ঝড়ের ঋতুও নয়। তুষারপাত যে হবে তাও ত আমার মনে হয় না।"

তিনি ছোট একটা নাসিকাধ্বনি করলেন—ভাবলেন যে মিস হার্টের বাড়িতে এলে বাড়িটাকে বেশ জীর্ণ বলে মনে হয়—তাঁর প্রতি পদক্ষেপে বাড়িটা যেন কাঁপছে। তিনি গম্ভীরভাবে বললেন: "আমি ইতিপূর্বে একবার আকাশের অবস্থা যেরূপ দেখেছিলাম, আজকের আকাশকে ঠিক তেমনই মনে হয়। আমার তখন দশ বৎসর বয়েস। তার আগে কিংবা পরে আকাশের সেরূপ অবস্থা আর আমি দেখিনি। এ ঠিক সাইক্লোনের আকাশ এবং সেই সঙ্গে প্রত্যেক জিনিসের উপর সেই মজার আলোটা পড়েছে।"

মিস্‌ হার্ট শুকনো হাসি হাসলেন। "আমি ত কখনও এ অঞ্চলে সাইক্লোনের কথা শুনি নি।"

"সব জিনিসেরই আরম্ভ বলে একটা কথা আছে," তিনি আশাবাদীর মত জবাব দিলেন। তিনি তাঁর রেডিওটা খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। "আরও হয়ত কিছু আছে", তিনি বললেন, "ঝড়ের গতি কোনদিকে লোকটা হয়ত তাও আমাদের বলতে পারে।"

কিন্তু শুধু যন্ত্রসঙ্গীতের মধুর শব্দ শোনা গেল এবং যদিও তিনি কয়েকবার এদিকে ওদিকে রেডিওর নির্দেশকটি চালিয়ে দিলেন, তবু ঝড়ের সম্বন্ধে আর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। এক মুহূর্তের জন্যে তিনি আবার চেষ্টা করায় অনুতাপ করলেন—তাঁর মনে হল যে ঘোষকের শেষ জীবন্ত স্বরটা যদি তাঁর মনে থাকত—কিন্তু বাড়ীটার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ আকস্মিক একটা বাতাসের ঝাপটা তাঁর অস্বস্তি শান্ত করে দিল এবং তিনি মিস হার্টের বাতিতে তেল ভরে দেবার প্রস্তাব করলেন।

মিস হার্ট তাঁকে বললেন: "ব্যস্ত হবেন না। আমার মোমবাতি আছে। আমি কয়েক বছর আগে ছাদের ঘরে বাতিগুলো রেখে দিয়েছি। বিদ্যুতের বাতিগুলো এত কম সময়ের জন্যে নিবে যায় যে, এত অল্পকালের জন্যে আমি তেলের বাতির দুর্গন্ধ সহ্য করতে চাই না।"

বৃষ্টির বেগ বেড়েছিল এবং জানলার সার্শিতে সজোরে বৃষ্টি পড়ছিল এবং কিছু দূরে বজ্রের চাপা গর্জন। মিঃ গুডস্পীড মাথা পিছনদিকে হেলিয়ে শুনতে লাগলেন। "ঐ ঝড় আসছে!" তিনি বললেন।

মিস্ হার্ট আবেদনের ভঙ্গীতে তাঁর দিকে তাকালেন এবং কম্পিত করে তাঁর বুননের কাঁটাটি নাড়তে লাগলেন। তিনি ভাবলেন যে, বেচারী বুড়ো এসে খুব ভাল করছেন। তিনি ভাল প্রতিবেশী। তাঁর রক্ষাকারী ব্যাপক দৃষ্টির নীচে থেকে তাঁর মনে হল যে তাঁর জন্যে কিছু করা উচিত এবং একটু সজোরে বজ্রের গর্জনে তিনি অল্প কেঁপে উঠলেন।

"ভয় পাচ্ছেন?" তিনি মৃদু হেসে সহনশীলভাবে বললেন।

"কিছুটা অস্বস্তি লাগছে," তিনি স্বীকার করলেন। "যদি বেতারে সাবধান বাণী দিয়ে থাকে, তবে অবস্থা নিশ্চয়ই গুরুতর।"

রান্নাঘরের দরজায় শব্দ হচ্ছিল। মিঃ গুডস্পীড তালা বন্ধ করতে গেলেন। তিনি বন্ধ করার জন্যে নিজেকে তৈরী করে নিলেন, কিন্তু দরজটা সহজেই বন্ধ হল এবং বাতাসটা জোরে বইলেও মৃদু মন্দ, এটা অনুভব করে তিনি বিস্মিত হলেন। রান্নাঘরটা বাষ্পপূর্ণ—পেঁয়াজের গন্ধ এবং জিঞ্জার ব্রেডের

মশলার সুগন্ধে ভরপুর। তাকের উপর মিস হার্টের বড় অ্যালার্ম ঘড়িটার সজোর টিক্‌ টিক্‌ শব্দ; টেবিলে একটা কাঠের পাত্রে আপেল রাখা ছিল এবং স্টোভে তিনি জ্বলন্ত কাঠের শব্দও শুনতে পাচ্ছিলেন। বিশৃঙ্খলার একটা মধুর পরিবেশ; নর্দমায় আলুর খোসা; শুকানোর জন্যে ঝুলিয়ে রাখা এক জোড়া মোজা; একটা দুধের বোতল। তাঁর নিজের রান্নাঘর পরিষ্কার, শুদ্ধ এবং অন্ধকার এবং তিনি চপ, সিদ্ধ আলু প্রভৃতি যে সব খাবার রাঁধতেন তা যেন প্রতিদিনই একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল।

এখানে একটা আরাম এবং উষ্ণতা ছিল। শোবার ঘরে ফিরে গিয়ে আগুনের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন এবং চটপট করে নিজের হাত দুটো ঘসতে লাগলেন। "আমি যে কথা বলছিলাম," তিনি ছেড়ে দেওয়া কথার খেই ধরে বলে চললেন, "সেই ঝড়ের আগের আকাশের মত আকাশ আপনি কখনও দেখেন নি। আর যখন ঝড় এল—সে কি ঝড়! পরে আমার বাবা ঝড়ের ফলে বিধ্বস্ত দৃশ্য দেখাতে আমায় নিয়ে গেছিলেন: সমস্ত জায়গায় গাছ গাছরা ওপড়ানো, তখনও ডিমের মত বড় বড় শিলাখণ্ড ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। একটা গাছ আমাদের এক প্রতিবেশীর গায় প্রায় এসে পড়েছিল। সে ঝড় কমবার আগেই বাড়ি পৌছানোর জন্যে দৌড়ে আসছিল এবং সে ঠিক পিছনেই গাছ উপড়ে পড়ার শব্দ শুনতে পেল এবং সেই গাছটাই আমরা পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। বেচারী মাত্র তিন ফিটের জন্যে বেঁচে গেছিল।"

"ভয়ঙ্কর!" মিস হার্ট মৃদুকণ্ঠে বললেন। তিনি বুনন-যন্ত্রটি তুলে নিলেন। মিঃ গুড্‌স্পীড আবার বাতাসের শব্দ শোনার জন্যে ঘাড়টা পিছন দিকে হেলিয়ে দিলেন। ঝড় কি কমে যাচ্ছে? তিনি স্মৃতির মধ্যে ডুবে গেলেন। তিনি সাইক্লোনের বদখেয়াল, বিদ্যুতের বেয়াড়া ইচ্ছা প্রভৃতির কথা বলতে লাগলেন: তিনি একবারের ঠাণ্ডা তুষার-ঝঞ্ঝার কথা বললেন—তখন ১৫ ফিট গভীর তুষারপাত হয়েছিল।

কিছুক্ষণ পর মিস্‌ হার্ট উঠে জানলার কাছে গেলেন। তিনি বললেন: "ঝড় থেমে যাচ্ছে বলে মনে হয়।" তিনি উদ্বিগ্নভাবে আকাশের দিকে চাইলেন।

"অবশ্যই থেমে যাচ্ছে। শুধু গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে এবং আকাশ যথেষ্ট নীল।" মিঃ গুড্‌স্পীডও তাড়াতাড়ি গিয়ে জানালার বাইরে তাকালেন। ধীরে ধীরে বৃষ্টি পড়ছিল আর বাতাস পড়ে গেছে। পাহাড়ের উপর দিয়ে স্পষ্ট স্বচ্ছ এক টুকরো নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে। তিনি গলা পরিষ্কার করে নিলেন। "হাঁ," তিনি বললেন—"যদি ফিরে না আসে, তবে আমরা এখন বিপন্মুক্ত!" কিন্তু তাঁর গলায় আশার কোন স্পর্শ নেই।

তিনি নীচু হয়ে তাঁর বড় রবার বুটের দিকে তাকালেন—বললেন, "এইবার আমি চলে যাই।"

মিস হার্ট তাঁর বর্ষাতিতে বোতাম লাগাতে দেখলেন। সহসা তাঁর ইচ্ছা হল তাঁকে রাত্রে খাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করেন, আর অন্য এক দম্পতিকে নিমন্ত্রণ করে ব্রিজ খেলার প্রস্তাব করেন, কিন্তু সে কথা বলার পুর্বেই তিনি বেরিয়ে গেলেন।

তিনি রবার বুটগুলো টেনে টেনে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চললেন। পথে স্তূপাকারে পাতা পড়ে আছে। মেঘগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে—আর ঝড়—ঝড়ের পুর্বাভাস বললেও চলে—শেষ হয়ে গেছে।

তিনি সামনের দীর্ঘ একঘেয়ে সন্ধ্যা এবং দীর্ঘ একঘেয়ে মাসগুলোর কথা ভাবলেন। রাতের পর রাত একা বসে, সাময়িক পত্রিকার পাতা উলটিয়ে, প্রাচীন-পন্থী হয়ে লাভ নেই বলে যুগের সঙ্গে সমান তালে চলে, বাতাসের দুঃসাহসিক শব্দ শুনে, ঘড়ির কাঁটাকে নয় দশ করে এগিয়ে যেতে দেখে তাঁর দিন কাটবে। এইসব কথা ভেবে তাঁর ভয় হল যে তিনি কোথায় যেন কি হারাচ্ছেন—যদিও তিনি নিজেকে বার বার করে এই বলে আশ্বস্ত করতেন যে, জীবনের সাধারণ জিনিসগুলোই শ্রেষ্ঠ।

# হানা

জন্ স্টেইন্‌বেক্

ক্যালিফোর্নিয়ার ছোট অন্ধকারাচ্ছন্ন সহরটিতে দুটি লোক খাবারের গাড়ী থেকে নেমে গলিপথ দিয়ে উদ্ধতভাবে যাচ্ছিল। ফল সংরক্ষণের কারখানার গাঁজা ফলের গন্ধে বাতাস ভরপুর। পথের কোণে উঁচুতে বাতাসে নীল বাতি দুলছিল এবং তার ফলে মাটিতে টেলিফোনের তারের দোদুল্যমান ছায়া পড়ছিল। পুরণো কাঠের বাড়ীগুলো নীরবে বিশ্রাম করছিল। ময়লা জানালাগুলোতে পথের বাতির ম্লান প্রতিফলন।

দুজন লোকেরই আকার প্রায় সমান—তবে একজন আর একজনের চেয়ে বয়সে অনেক বড়। তাদের চুল ছোট করে ছাঁটা—পরণে নীল রঙের পাজামা। বড় লোকটির গাজে জ্যাকেট—আর ছোটটির গায়ে নীল রঙের কচ্ছপের গলদেশাকৃতি সোয়েটার। তারা পথ বেয়ে চলছিল—আর তাদের পদশব্দের সজোর প্রতিধ্বনি হচ্ছিল কাঠের বাড়িগুলো থেকে। ছোট লোকটি শিস্ দিয়ে গাইছিল: "হে আমার দুঃখী সন্তান, আমার কাছে ফিরে এস।" সে হঠাৎ শিস্ দেওয়া বন্ধ করল। "এই অভিশপ্ত সুরটি আমার মাথা থেকে বেরিয়ে গেলে বাঁচি। সারাদিন ধরেই এই সুর ভাঁজছি। আর এ সুরটাও পুরণো।"

তারা একটা নীল পথের বাত্তির নীচ দিয়ে চলেছে। রুটের মুখে চোখে কঠিনতম দৃষ্টি, চোখ মিটমিট করছিল, মুখটা বাঁকা এবং বিকৃত হয়ে গেছিল। "না, আমি ভীত হই নি।" তারা বাড়ীর সীমার বাইরে চলে গেল। তার মুখভঙ্গী আবার নরম হয়ে এল। "আমার যদি এ অবস্থার সঙ্গে ভাল করে পরিচয় থাকত, তবে খুব ভাল হত। ঠিক, তোমার পরিচয় আছে। কি

প্রত্যাশা করা যায় তা তুমি জানো। কিন্তু আমি কিছুই জানি না।"
"শেখার উপায় হচ্ছে কাজ করা", ডিক্ গম্ভীরভাবে বলল। "প্রকৃতপক্ষে বই পড়ে কোন কিছু শেখা যায় না।"
তারা রেলপথ পার হল। লাইন বরাবর কিছুদূরে একটা ব্লকের গম্বুজে সবুজ আলোর সারি। "ভীষণ অন্ধকার", রুটু বলল। "পরে চাঁদ উঠবে কিনা কে জানে! সাধারণত এত অন্ধকার হলে চাঁদ ওঠে। ডিক, তুমি তো প্রথম বক্তৃতা করতে যাচ্ছ?"
"না, তুমিই বক্তৃতা দেবে। তোমার চেয়ে আমার অভিজ্ঞতা বেশী। তুমি কথা বলবে আর আমি ওদের উপর নজর রাখব এবং তারপর যদি বুঝতে পারি ওরা আঘাত করছে, তবে আমি প্রত্যাঘাত করব। তুমি কি বলবে তা জানো তো?"
"নিশ্চয় জানি। প্রত্যেকটি কথা আমি মুখস্ত করেছি। আমি লিখে নিয়ে মুখস্ত করেছি। আমি অনেকের কাছে শুনেছি তারা উঠে দাঁড়িয়ে বলার কথা খুঁজে পায় না এবং তারপর তারা সহসা অন্যের মত কথা বলতে সুরু করে। তারপর জলের কল থেকে জলের মত কথা বেরোয়। বড় মাইক সিন বলে যে এমন করেই বক্তৃতা দেয়। কিন্তু আমি দৈবের উপর নির্ভর করতে চাই না বলেই সবটা লিখে নিয়েছিলাম।"
ট্রেণের বিকট শব্দ শোনা গেল এবং মুহূর্তে ট্রেণটা বাঁক ফেরায় পথের উপর ভয়ঙ্কর আলো এসে পড়ল। আলোকিত গাড়ী সশব্দে তাদের ছাড়িয়ে গেল। ডিক ফিরে তাকিয়ে দেখল। "গাড়ীটায় বেশী লোক নেই", সে সন্তুষ্টচিত্তে বলল। "তুমি বলেছিলে না যে তোমার বাবা রেলপথে কাজ করেন?"
রুটু গলার স্বরের তিক্ততা চেপে রাখার চেষ্টা করল। "নিশ্চয়! সে রেলপথে কাজ করে, ব্রেকম্যান। আমি কি করছি তা টের পেয়ে সে আমায় তাড়িয়ে দিয়েছিল। তার কাজ যাবে বলে সে ভয় পেয়ে গেছিল। সে বুঝতে পারল না। আমি তাকে বুঝানোর চেষ্টা করেছিলাম—কিন্তু সে

বুঝতে পারল না। সে আমাকে বাড়ী থেকে বের করে দিল।" রুটের গলায় নিঃসঙ্গতা। হঠাৎ সে বুঝতে পারল সে দুর্বল হয়ে পড়েছে—সে গৃহগত-প্রাণ হয়ে উঠেছে। "ওদের নিয়ে ওইখানেই মুশকিল", সে কঠোর স্বরে বলল। "ওরা কাজের বাইরে আর কিছু দেখতে পায় না। কি যে ঘটছে তা ওরা দেখতে পায় না। ওরা শিকল আঁকড়েই পড়ে থাকে।"

ডিক বলে উঠল: "ঠিক বলেছ। খুব ভাল কথা। একি তোমার বক্তৃতার অংশ?"

"না, তবে তুমি যদি ভাল বল, তবে আমি এটাকে ঢুকিয়ে দিতে পারি।"

পথের বাতির সংখ্যা কমে এসেছিল। শহর শেষ হয়ে গ্রাম সুরু হ'ল বলে রাস্তার দুই পাশে লোকাস্ট্ গাছের সার দেখা দিল। কাঁচা রাস্তার এদিকে ওদিকে গুটিকয়েক অযত্ন-রক্ষিত বাগান-ওয়ালা বাড়ী।

"হায় ভগবান, অন্ধকার" রুট্ আবার বলল। "কোন গণ্ডগোল হবে কিনা কে জানে! যদি কিছু ঘটে, তবে পালানোর পক্ষে এই রকম রাতই সুবিধের।"

"ডিক, তুমি কি পালানোর চেষ্টা করবে?" রুট্ প্রশ্ন করল।

"ঈশ্বরের দিব্যি, সে চেষ্টা করব না। এ চেষ্টা করা আদেশের বিরুদ্ধে। যদি কিছু ঘটে, আমাদের থাকতেই হবে। তুমি এখনও ছেলেমানুষ! আমার মনে হয় যদি তোমাকে ছেড়ে দেই, তুমি পালিয়ে যাবে!"

রুট্ উদ্ধতভাবে বলল: "তুমি আগে কয়েকবার বেরিয়েছ বলে নিজেকে অত্যন্ত বড় মনে কর। তোমার কথা শুনে মনে হয় যে তুমি একাই একশ!"

"যাই হোক, আমি তোমার চেয়ে বেশী অভিজ্ঞ," ডিক বলল। রুট্ মাথা নীচু করে চলল। সে মৃদুস্বরে বলল:

"ডিক, তুমি যে পালাবে না সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিত? তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিপদের ঝাপটা সইতে পারবে এ বিশ্বাস তোমার আছে?"

"নিশ্চয় আছে। আমিত আগেও করেছি। আদেশও তাই আছে—নয় কি? এটা প্রচার-কার্যের দিক থেকে খুব ভাল।" সে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে

রুটের দিকে তাকাল। "তুমি জিজ্ঞাসা করছ কেন, বৎস? তুমি কি ভয় পেয়ে গেছ? তুমি যদি ভয় পেয়ে থাকো, তবে তোমার দ্বারা কোন কাজ হবে না।"

রুট্ কেঁপে উঠল। "শোন, রুট্, তুমি খুব ভাল লোক। আমি যা বলি তুমি কাউকে তা বলবে না তো?"

আমি তো কখনও পরীক্ষার সম্মুখীন হইনি। কেউ যদি লাঠি দিয়ে আমার মুখে মারে, তবে আমি কি করব—কি করে জানি? এ অবস্থায় মানুষ কি করে তাকি বলা যায়? আমার মনে হয় না পালিয়ে যাব! আমি না পালানোর চেষ্টা করব।"

"বেশ বৎস, এইখানেই ইস্তফা দাও। কিন্তু তুমি যদি পালানোর চেষ্টা কর, আমি তোমার নামে রিপোর্ট করব। আমাদের দলে ভীরু কাপুরুষের স্থান নেই। সে কথা মনে রেখো, বৎস!"

"আঃ, আমাকে আর 'বৎস' 'বৎস' করো না। ও নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করছ।"

লোকাস্ট্ গাছগুলো ঘন হয়ে উঠল। পাতাগুলোর মধ্যে বাতাসের মৃদু শব্দ। একটা উঠানে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। আকাশে একটা তরল কুয়াসার পর্দা—তার মধ্যে তারাগুলো ঢাকা পড়ল। "তোমার কাছে সব প্রস্তুত আছে তো?" ডিক প্রশ্ন করল। "বাতি আছে তো? প্রচার-পুস্তিকাগুলো? আমি তোমাকেই সব দিয়েছিলাম।"

"আমি সে সবই আজ বিকালে তৈরী করেছি," রুট্ বলল। "আমি পোস্টারগুলো এখনও লাগাই নি—তবে সেখানে বাক্সের মধ্যে সব প্রস্তুত আছে।"

"বাতিগুলোতে তেল আছে?"

"বাতিগুলোতে প্রচুর তেল ছিল। শোন ডিক, আমার মনে হয় কোন বদমাস হয়ত বলে দিয়েছে; তোমার কি মনে হয়?"

"নিশ্চয়। কেউ না কেউ সর্বদাই বলে দেয়।"

"তুমি পুলিসের হানা সম্বন্ধে কিছু শোন নি ?"

'আমি কি করে শুনব ? তারা আমার মাথার খুলি যে উড়িয়ে দেবে একথা তারা আগে থেকেই আমায় বলে দেবে—তুমি কি তাই মনে কর ? আত্মসংযম কর। ভয়ে দেখছি তোমার প্যান্ট খুলে যাবার অবস্থা। তুমি আত্মসংযম না করলে আমিও দুর্বল হয়ে পড়ব।"

তারা একটা নীচু চতুষ্কোণ বাড়ীর সম্মুখীন হল। অন্ধকারে বাড়ীটাকে কালো এবং ভারী বলে মনে হচ্ছিল। তারা কাঠের সিঁড়ি মাড়িয়ে চলল। "এখনও কেউ আসে নি," ডিক বলল। "এস দরজা খুলে, আলো জ্বালি।" তারা একটা পরিত্যক্ত স্টোরে এসে হাজির হয়েছিল। পুরোণো জানলাগুলো ময়লা জমে অস্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। জানালার কাচের এক পাশে লাগানো ছিল একটা লাকি স্ট্রাইকের পোস্টার—আর অন্য পাশে ভূতের মত কোকা-কোলার বিজ্ঞাপনে একটা নারী মূর্তি দাঁড়িয়েছিল। ডিক দরজা খুলে ভিতরে গেল। সে ম্যাচ ঠুকে কেরোসিনের বাতি জ্বালালো, ঠিকমতো চিমনিটা লাগালো এবং আপেলের বাক্সের উপরে বাতিটা রাখ্‌ল। "এস রুট্, সমস্ত জিনিস ঠিক করে রাখি।"

দেওয়ালগুলোর গায়ে চূণকামের থ্যাবড়া থ্যাবড়া দাগ। এক কোণে ময়লা সংবাদপত্রের একটা স্তূপ। পিছনের দুটো জানালা মাকড়সার জালে ভর্তি। তিনটা আপেলের বাক্স ছাড়া স্টোরে আর কিছুই ছিলনা।

রুট্ একটা বাক্সের কাছে গিয়ে কড়া লাল এবং কালো রঙে তৈরী একটা নর-মূর্তির পোষ্টার বের করল। সে বাড়ীর পিছনে চূণকাম-করা দেয়ালে পোস্টারটা লাগিয়ে দিল। তারপর তার পাশে আর একটা পোস্টার লাগিয়ে দিল—সাদা পটভূমিকায় একটা বৃহৎ লাল প্রতীক।

সর্বশেষে আর একটা আপেলের বাক্স উপুর করে তার উপরে প্রচার-পুস্তিকা এবং হ্যাণ্ডবিল স্তূপীকৃত করে রাখল। কাঠের মেজেয় তার পায়ের সুস্পষ্ট শব্দ। "আর একটা বাতি জ্বালো ডিক ! জায়গাটা বড় বেশী অন্ধকার !"

"অন্ধকারেও ভয় বৎস ?"

"না, লোকগুলো শীঘ্রই এখানে আসবে। তারা যখন আসবে তখন আমাদের বেশী বাতি চাই। এখন কটা বাজে ?"

ডিক ঘড়ির দিকে তাকাল। "আটটা বাজতে ১৫ মিনিট বাকী। কয়েকজনের তো এসে পড়া উচিত!" সে জ্যাকেটের বুকের পকেটে হাত পুরে প্রচার-পুস্তিকার বাক্সটির কাছে শিথিলভাবে দাঁড়ালো। বসবার উপযোগী কিছু ছিল না। লাল-কালো মূর্তিটি কঠোর দৃষ্টিতে ঘরের দিকে তাকিয়েছিল। রুট্ দেয়ালে হেলান দিয়ে ছিল।

একটা বাতির আলো হলদে হয়ে এল—শিখাটি হল ম্লান। ডিক বাতিটার কাছে এগিয়ে গেল। "তুমি বলেছিলে বাতিতে প্রচুর তেল আছে। এটা তো একেবারে শূন্য।"

"আমি ভেবেছিলাম প্রচুর তেল আছে। দেখ আর একটা প্রায় ভর্তি। ওর থেকে কিছুটা তেল এটায় ঢেলে নিতে পারি।"

"ঢালা হবে কি করে? তেল ঢালার জন্যে দুটো বাতিই তো নিভিয়ে দিতে হবে। তোমার কাছে ম্যাচ আছে?" রুট্ পকেটে অনুভব করে দেখল। "কেবল দুটো কাঠি আছে।"

"বুঝতেই পারছো, অসম্ভব। আজ একটা বাতি দিয়েই সভা করতে হবে। আজ বিকালে আমারই সব কিছু দেখা উচিত ছিল। কিন্তু আমি শহরে ব্যস্ত ছিলাম। ভেবেছিলাম তোমাকে ভার দিলেই লেঠা চুকে যাবে।"

"আমরা যদি কোন পাত্রে কিছুটা তেল ঢেলে নি, তারপর অন্যটায় ভরি—তবে দুটো বাতি জ্বালানো সম্ভব।"

"হাঁ, তাই করতে গিয়ে অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করি আর কি! তুমি দেখছি বেশ মজার সাহায্যকারী!"

রুট্ আবার দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো। "ওরা এলে ভাল হত। ডিক, এখন কটা বাজে?"

"আটটা বেজে পাঁচ।"

"ওরা আসছে না কেন? ওরা কেন দেরী করছে? তুমি ওদের আটটার কথা বলেছিলে তো?"

"আঃ তুমি একটু চুপ করো। শীঘ্রই তোমার ইচ্ছা পুরণ হবে। ওরা কেন আটকা পড়েছে আমি জানি না। হয়ত তাদের পায়ে ঠাণ্ডা লেগেছে। এখন কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করো।" সে আবার তার জ্যাকেটের পকেটে হাত পুরে দিল। "সিগারেট আছে, রুট্?" "না।"

নিস্তব্ধ নীরবতা। শহরের কেন্দ্রাঞ্চলে মোটর চলাচল করছিল; তাদের এঞ্জিনের শব্দ এবং মাঝে মাঝে হর্ণের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। নিকটেই একটা বাড়ীতে অনুত্তেজিতভাবে একটি কুকুর ডেকে উঠল। সশব্দে বাতাস লোকাস্ট্-গাছগুলোর মধ্যে তোলপাড় সৃষ্টি করছিল।

"শোন ডিক্, গলার স্বর শুনতে পাচ্ছ? মনে হয় তারা আসছে!" তারা মুখ ফিরিয়ে কান খাড়া করল।

"আমি কিছুই শুনছিনা। তোমার শোনাটা কল্পনা মাত্র।" রুট্ একটা ময়লা জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকাল। ফিরে সে প্রচার-পুস্তিকার স্তূপের কাছে নেমে দাঁড়াল এবং সেগুলো ঠিক করে রাখল। "ডিক, এখন ক'টা?"

"তুমি কি শান্ত হবে না? তুমি আমায় পাগল করে ছাড়বে? একাজের জন্যে সাহস থাকা দরকার! ঈশ্বরের দিব্যি, কিছুটা সাহস দেখাও।"

"দেখ ডিক, আমার তো পুর্ব অবিজ্ঞতা নেই।"

"জানো, সবাই ও কথা বলতে পারে। তুমি সেটা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছ।"

লোকাস্ট্ গাছগুলোর মধ্যে বাতাসের তীক্ষ্ণ শব্দ। সামনের দরজায় শব্দ হ'ল, কব্জার গোড়ায় শব্দ করে একটা পাল্লা ঈষৎ খুলে গেল। বাতাসের একটা ঝটকা ঘরে ঢুকল, কোণে-রাখা কাগজের স্তূপে দেখা দিল আলোড়ন এবং দেয়ালের গা থেকে পর্দার মত পোস্টারগুলো উড়ে গেল।

"দরজাটা বন্ধ করে দেও রুট্......না, খোলা রাখো। তাহলে আমরা স্পষ্ট ওদের আসার শব্দ শুনতে পাব।" সে নিজের ঘড়ির দিকে তাকাল। "প্রায় সাড়ে আট।"

"তোমার কি মনে হয় তারা আসবে? তারা যদি না আসে, তবে আমরা কতক্ষণ থাকব?"

বয়োজ্যেষ্ঠ লোকটি খোলা দরজার দিকে তাকাল। "আমরা কমপক্ষে ৯॥ টার আগে এ স্থান ত্যাগ করে যাবো না। আমরা এই সভা করার আদেশ পেয়েছি।"

খোলা দরজা দিয়ে রাত্রির বিচিত্র শব্দ আসতে লাগল—রাস্তায় শুকনো লোকাস্ট্ পাতার নৃত্য, কুকুরের মৃদু স্থির ঘেউ ঘেউ। দেয়ালে অস্পষ্ট আলোয় লাল-কালো মূর্তিটি ভীতিজনক। ছবিটা বাতাসে আবার নীচে নেমে গেল। ডিক ছবিটার চারদিকে দেখল। সে শান্তভাবে বলল: "শোন বৎস, আমি জানি তুমি ভয় পেয়েছ। যখন ভয় পাও, ওই ছবিটার দিকে তাকিয়ে দেখ।" সে আঙ্গুল দিয়ে দেয়ালের প্রতিমূর্তিটি দেখিয়ে দিল। "উনি ভয় পান নি। তিনি কি কাজ করে গেছেন স্মরণ রেখো।"

তরুণ ছোকরা প্রতিমূর্তিটি দেখল। "উনি কখনও ভয় পান নি—তুমি জানো?"

ডিক তৎক্ষণাৎ তাকে তীক্ষ্ণ ভাষায় শাসন করে দিল। "তিনি ভয় পেয়ে থাকলেও, কেউ কখনও তা জানতে পারে নি। তুমি সেই শিক্ষাই নাও যার তার কাছে তোমার অন্তরের অনুভূতির দরজা খুলে ধরো না।"

"তুমি বড় ভালো সঙ্গী ডিক। আমায় যখন একা বেরুতে হবে তখন আমি কি করব জানি না।"

"সব ঠিক হয়ে যাবে, ছোকরা। তোমার মধ্যে জিনিস আছে। সে আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি। তুমি তো এখনও অগ্নিপরীক্ষায় প'ড়ো নি।"

রুট্ তাড়াতাড়ি দরজার দিকে দৃষ্টি দিল। "শোন! কারও আসার শব্দ পাচ্ছ?"

"ও চিন্তা ছাড়ো তো! তারা যদি আসে, তবে ভিতরেই আসবে।"

"যাক্, এস দরজাটা বন্ধ করে দি। এখানে বড় ঠাণ্ডা। শোন—কে যেন এসেছে।"

রাস্তায় দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেল, তারপর দৌড়ের শব্দ এবং শেষে সে শব্দ বাড়ীর দরজায় এসে পড়ল। ওভারকোট এবং চিত্রশিল্পীর টুপি পরা একটি লোক ঘরের ভিতরে এল। সে রীতিমত হাঁপাচ্ছিল॥ "তোমাদের পক্ষে পালানোই ভাল," সে বলল। "একটি হানাদার দল আসছে। সভায় কোন লোকই আসবে না। তারা তোমাদের ভাগ্যের হাতেই ছেড়ে দিয়ে বসেছিল, কিন্তু আমি তা দেব না। এস, তোমাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও এবং বেরিয়ে এস। ওরা রওনা দিয়েছে।"

রুটের মুখ বিবর্ণ ও কঠিন হয়ে গেল। সে দুর্বল দৃষ্টিতে ডিকের দিকে চাইল। ডিক কেঁপে উঠল। সে বুক পকেটে হাত দুটি চালিয়ে ঘাড় ঝাঁকানি দিল— তারপর বলল: "ধন্যবাদ! আমাদের এ খবরটা দিলেন সে জন্যে ধন্যবাদ। আপনি পালান— আমরা ঠিক থাকব।"

"তারা তো তোমাদের বিপদের মুখেই ফেলে রাখতে চেয়েছিল," লোকটা বলল।

ডিক মাথা নাড়ল। "নিশ্চয় তারা ভবিষ্যৎ চোখে দেখতে চায় না। তারা তাদের নাকের ওদিকে দেখতে পায় না। আপনি ধরা পড়ার আগে পালিয়ে যান।"

"যাক, তোমরা কি তবে আস্‌ছো না? আমি তোমাদের কিছু জিনিস পত্র বয়ে নিতে পারি।"

ডিক কাঠের মত শক্ত হয়ে বলল: "আমরা এখানেই থাকব! আমাদের উপর থাকবার আদেশ আছে। যা আসবে তা আমাদের গ্রহণ করতেই হবে।"

লোকটা দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সে ফিরে দাঁড়ালো—"আমাকে কি তোমাদের সঙ্গে রাখতে চাও?"

"না, আপনি খুব ভাল লোক। আমাদের লোক দরকার নেই। অন্য কোন সময় আপনি আমাদের কাজে লাগতে পারেন।"

"দেখ, আমার যা করা সম্ভব, আমি করলাম।"

সে কাঠের সিঁড়ি পার হয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল—ডিক এবং রুট্ তার মিলিয়ে-যাওয়া পায়ের শব্দ শুনতে পেল। আবার সুরু হল রাত্রির শব্দ-বৈচিত্র্য—রাস্তায় ঝরা পাতার মর্মর-শব্দ, দূরে সহরের কেন্দ্রাঞ্চলে মোটরের গুঞ্জন।

রুট্ ডিকের দিকে তাকালো। সে দেখতে পেল বুক পকেটে ঢোকানো তার হাত দুটিতে বজ্রমুষ্টি। মুখের মাংসপেশীতে কাঠিন্য—কিন্তু সে রুট্‌কে লক্ষ্য করে হাসল। দেয়ালের উপর সঞ্চরণশীল পোস্টারগুলো আবার ঠিক জায়গায় স্থির হয়ে রইল।

"ভয় পাচ্ছো ছোকরা?"

রুট্ প্রথমটা অস্বীকার করার চেষ্টা করে সে চেষ্টা ত্যাগ করল।

"হাঁ আমি ভয় পেয়েছি। হয়ত আমি একাজ পারব না।"

ডিক্ ভীষণভাবে ধমকে উঠল: "আত্মনিয়ন্ত্রণ কর ছোকরা, আত্মনিয়ন্ত্রণ কর।" ডিক্ তাকে উধৃত করে শোনাল: "যাদের 'সাহস নেই তাদের সামনে স্থিরতার আদর্শ থাকা উচিত। সাধারণ লোকদের সামনে থাকা উচিত অন্যায়ের আদর্শ।' শোন রুট্ এই হল আদেশ।" সে নীরব হ'ল। কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ হঠাৎ বেড়ে উঠল।

"ওই বোধ হয় তারা," রুট্ বলল। "ওরা কি আমাদের মেরে ফেলবে? তোমার কি মনে হয়?"

"না, ওরা প্রায়ই কাউকে মেরে ফেলে না।"

"কিন্তু ওরা আমাদের আঘাত করবে, লাথি মারবে—নয় কি? ওরা আমাদের মুখে লাঠি দিয়ে আঘাত করে নাক ভেঙে দেবে। ওরা বড় মাইকের চোয়াল তিন জায়গায় ভেঙে দিয়েছিল।"

"আত্মসংযম কর ছোকরা, আত্মসংযম কর। আর আমার কথা শোন; কেউ যদি তোমাকে মারে তবে ভাববে যে এ কাজ সে করছে না—করছে শাসন-ব্যবস্থা, আর সে তোমাকেও মারছে না—মারছে তোমার নীতিকে। একথা মনে রাখতে পারবে?"

"আমি পালাতে চাই না, ডিক! ভগবানের নামে শপথ, আমি পালাতে চাই না। আমি যদি পালানোর চেষ্টা করি, তুমি আমায় ধরে রাখবে। রাখবে ত?"

ডিক কাছে গিয়ে তার ঘাড়ে হাত রাখল। "তুমি ঠিক থাকবে। কে ঠিক থাকবে, না থাকবে সে আমি লোক দেখে বলে দিতে পারি।"

"দেখ, আমাদের প্রচার-পুস্তিকাগুলো যাতে বিনষ্ট না হয়, সেজন্যে এগুলো আমাদের লুকিয়ে ফেলা উচিত নয় কি?"

"না, ওদের কেউ কোন পুস্তিকা নিজের পকেটে পুরতে পারে। সে পরে হয়ত সেটি পড়বে। তবু কিছুটা ভাল কাজ করা হবে। বইগুলোকে ওখানেই রেখে দাও। আর এখন চুপ কর। কথা বললে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়।"

কুকুরটার ঘেউ ঘেউ আবার ধীর মন্থর হয়ে এল। বাতাসের এক ঝট্‌কায় এক রাশ শুকনো পাতা এসে পড়ল খোলা দরজার মুখে। প্রতিমূর্তির পোস্টারটি বাতাসের এক ঝাপটায় এক কোণে খুলে গেল। রুট্ গিয়ে কোণাটা আটকে দিল। সহরের কোথাও একটা মোটরের ব্রেক কসার শব্দ পাওয়া গেল।

"কিছু শুনতে পাচ্ছ ডিক্? তাদের আসার শব্দ শুনতে পাচ্ছ?"

"না।"

"শোন ডিক্। বড় মাইক ভাঙা চোয়ালে দুদিন প'ড়ে ছিল। দুদিন পর্যন্ত তাকে সাহায্য করার লোক জোটে নি।"

ডিক্ অগ্নিদৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো। তার মুঠোকরা একটা হাত পকেট থেকে বেরিয়ে এল। ছোকরার দিকে তাকিয়ে তার চোখ ছোট হয়ে এল। সে কাছে গিয়ে একটা হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরল। তারপর বলল, "ভাল করে আমার কথা শোন ছোকরা। আমার বেশী অভিজ্ঞতা নেই—তবে এ ধরণের অভিজ্ঞতা আমার পূর্বেও হয়েছে। আমি একথা তোমায় নিশ্চয় করে বলতে পারি যখনি বিপদ আসে, তখন আঘাত লাগে না।

আমি জানি না কেন, তবে আঘাত লাগে না। যদি তারা মেরেও ফেলে তবু আঘাত লাগে না।" সে হাত দুটি নামিয়ে সম্মুখের দরজার দিকে গেল। সে বাইরে তাকিয়ে দুই দিকে কান পেতে শুনল। তারপর ফিরে এল ঘরে।

"কিছু শুনতে পেলে?"

"না, কিছু না।"

"তাদের না আসার কারণ সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা?"

"আমি সে কারণ জানি এ ধারণা তোমার কোথা থেকে হল?" রুট্ কষ্টে ঢোঁক গিলল। "হতে পারে—তারা আসবেই না। হয়ত লোকটা আমাদের মিছে কথা বলে গেছে—হয়ত ঠাট্টা করেছে।"

"হতেও পারে।"

"যাক, আমাদের মাথা ভেঙে ফেলার সুযোগ দেবার জন্যে আমরা কি এখানে সারারাত অপেক্ষা করে থাকব?"

এক ঝটকা প্রবল বায়ুর ভীষণ শব্দ হল—তারপর একেবারে থেমে গেল। কুকুরের চীৎকার থেমে গেল। স্টেশনের সীমার বাইরে একটা ট্রেণ হুইসিল দিল—তারপর পিছনের রাত্রিকে পূর্বের চেয়ে নিস্তব্ধতর করে সবেগে চলে গেল। কাছের একটা বাড়ীতে অ্যালার্ম ঘড়ির শব্দ হল। ডিক বলল: "কেউ সকালে সকালে কাজে যাচ্ছে। নৈশ পাহারাদার হতে পারে।" নিস্তব্ধতার মধ্যে তার গলার স্বর অত্যন্ত বেশী উচ্চ বলে মনে হল।

"ডিক, এখন কটা বাজে?"

"সোয়া নয়টা।"

"হায় ভগবান! মাত্র সোয়া নয়! আমার ধাবণা প্রায় ভোর হয়ে এসেছে।... ডিক্, তোমার কি ইচ্ছা করে না—ওরা এসে সব শেষ করে দিক? শোন ডিক্—আমার মনে হল আমি গলার স্বর শুনলাম।"

তারা স্থির হয়ে শুনতে লাগল। তাদের মাথা সামনে-ঝুঁকে-পড়া। "তুমি গলার শব্দ শুনতে পাচ্ছ ডিক?"

"তাই মনে হয়। কারা যেন ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে।" কুকুরটা আবার ঘেউ ঘেউ করে উঠল—এবার ভীষণভাবে। কয়েকটি গলার ফিসফিস্ শব্দ শোনা গেল। "দেখ ডিক, আমি যেন পিছনের জানালার বাইরে কাকে দেখলাম।"

ডিক অস্বস্তিকরভাবে হাসল। "আমরা যাতে পালাতে না পারি তার জন্যে ও ব্যবস্থা। তারা বাড়ীটাকে ঘিরে ফেলেছে। সংযত হও—শাসন-ব্যবস্থাই সব।"

দ্রুত সঞ্চরণশীল পদশব্দ শোনা গেল। দরজাগুলো সশব্দে খুলে গেল। কালো টুপি পরা আত্মরক্ষী পোষাকে সজ্জিত একদল লোক এসে ঘরের মধ্যে ভীড় করে দাঁড়ালো। রুট্ সোজা দাঁড়িয়ে রইল—তাদের চিবুক বাইরের দিকে, চোখ নামানো এবং প্রায় বন্ধ।

ভিতরে এসে হানাদারেরা অস্বস্তি অনুভব করল। তারা অর্ধবৃত্তাকারে লোক দুটিকে ঘিরে দাঁড়ালো—তারপর ভ্রূকুটি-বিকৃত মুখে কারও নড়ার অপেক্ষায় রইল।

তরুণ রুট্ বাঁকা চোখে ডিকের দিকে তাকালো—দেখল যে সে হিমরক্ত সমালোচকের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে—যেন তার হাবভাব বিচার করে দেখছে। রুট্ তার কম্পিত হাত পকেটে ঢুকিয়ে দিল। তারপর জোর করে সামনে এগিয়ে গেল। তার গলায় ভয়-চকিত তীক্ষ্ণতা। সে চীৎকার করে বলল: "কমরেড! তোমরাও আমাদেরই মত মানুষ। আমরা সবাই ভাই—"। একটা লাঠি সশব্দে তার মাথার পাশে এসে পড়ল। রুট্ হাঁটু গেড়ে বসে পড়তে বাধ্য হল এবং হাতে ভর দিয়ে নিজেকে স্থির করল।

লোকগুলো বড় বড় চোখ করে দাঁড়িয়ে রইল। রুট্ ধীরে ধীরে আবার উঠে দাঁড়াল। তার আহত কান থেকে রক্তের স্রোত গলা বেয়ে পড়ছিল। তার মুখের পাশটা কালো। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে ভীষণভাবে সবেগে নিশ্বাস ফেলছিল। তার হাত দুটো নিশ্চল হয়ে গেছিল, গলার স্বর দৃঢ় এবং নিশ্চিত। তার চোখে উন্মাদনার আগুন। সে চীৎকার করে

বলল : "তোমরা চোখে দেখতে পাও না? এ সবই তোমাদের জন্যে। আমরা তোমাদের জন্যেই এসব করছি। এর সবই তোমাদের। তোমরা কি করছ তা তোমরা জানোনা।"

"এই লাল ইঁদুরদের মেরে ফেল!"

কে একজন উন্মাদের মত হেসে উঠল। তারপর এল আঘাতের তরঙ্গ। মাটিতে পড়ে যেতে যেতে রুট্ এক নজরে দেখল যে ডিকের মুখে কঠিন স্তব্ধ একটা মৃদু হাসি।

সে কয়েকবার চৈতন্য ফিরে পেতে পেতেও পেল না। অবশেষে সে চোখ খুলে সব বুঝতে পারল। তার চোখ মুখে ভারী ব্যাণ্ডেজের বোঝা। সে চোখের পাতার মধ্য দিয়ে কেবল একটি আলোক-রেখা দেখতে পাচ্ছিল। সে কিছুক্ষণ শুয়ে শুয়ে নিজের কথা ভাবতে লাগল। তারপর কাছাকাছি শুনতে পেল ডিকের গলা।

"ছোকরা, তুমি জেগে আছ?"

রুট্ কথা বলার চেষ্টা করে দেখল যে গলার স্বর কর্কশ হয়ে গেছে। "তাইতো মনে হয়।"

"তারা তোমার মাথায় আঘাত করেছিল। আমি তো ভেবেছিলাম যে তুমি অক্কা পেয়েছ। তুমি নাক থুব্‌ড়ে পড়ে গেছিলে। ব্যাপারটা বেশ খারাপ হয়েই দাঁড়িয়েছিল।"

"ওরা তোমার কি করেছিল, ডিক্?"

"ওঃ, ওরা আমার হাত এবং একজোড়া পাঁজরা ভেঙে দিয়েছিল। তোমার মাটির দিকে মুখ করা শিখতে হবে। তাতে তোমার মুখটা বেঁচে যায়।" সে থেমে সাবধানে নিশ্বাস নিল। "পাঁজর ভেঙ্গে গেলে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। আমাদের ভাগ্য ভাল। ওরা আমাদের তুলে নিয়েছিল।"

"ডিক, আমরা কি জেলে?"

"হাঁ, হাসপাতালের জেলে।"

"তারা ডাইরিতে কি লিখে নিয়েছে?"

সে ডিকের হাস্‌বার চেষ্টা এবং হাসতে গিয়ে কষ্ট পাওয়ায় জোরে নিশ্বাস নেওয়া শুনতে পেল।

"হাঙ্গামার প্ররোচনা-দান। মনে হয় আমাদের ছমাস করে জেল হবে। ওদের হাতে প্রচার-পুস্তিকাগুলোও পড়েছে।"

"আমি নাবালক, তুমি তাদের একথা বলবে না তো ডিক?"

"না, আমি বলব না। এখন বরং চুপ কর। তোমার স্বরে তেজ নেই। সহজভাবে সব গ্রহণ কর।"

রুট্ নীরবে শুয়ে রইল—তার চারদিকে বিষণ্ণ বেদনার একটা আবরণ। কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই সে আবার কথা বলল। "আঘাত লাগে নি, ডিক! কেমন যেন মজার ব্যাপার। আমার বেশ ভাল লেগেছিল।"

"তুমি খুব সুন্দর করেছ ছোকরা। এ অবস্থায় আমি যাদের দেখেছি তাদের কারও চেয়ে তুমি কম যাওনা। আমি কমিটির কাছে তোমার কথা বলব। তুমি বেশ ভাল করেছ।"

রুট্ নিজের মাথায় কি যেন সরাসরি আনার চেষ্টা করল। "তারা যখন আমায় মারছিল, তখন আমার বলার ইচ্ছা হয়েছিল যে আমি গ্রাহ্য করি না।"

"ঠিক বলেছ ছোকরা! আমিও তোমায় সেই কথাই বলেছিলাম। ওরা তো নয়—শাসন-ব্যবস্থা। ওদের ঘৃণা করে লাভ নেই—ওরা নিজেরা কিছু বোঝে না।"

রুট্ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলল যেন। যন্ত্রণায় সে কাতর হয়ে পড়েছিল। "ডিক, বাইবেলে যে এই ধরণের কথা আছে, 'ওদের ক্ষমা করো, কেননা ওরা কি করছে তা ওরা নিজেরাই জানে না'—তা তোমার মনে আছে?"

ডিকের তরফ থেকে কঠিন জবাব এল। "ছোকরা, ওসব ধর্মের বুলি রেখে দাও।" সে একটা উদ্ধৃতি দিল "ধর্ম জনগণের পক্ষে আফিম বিশেষ।"

"ঠিক, আমি জানি," রুট্ বলল। "কিন্তু ওর মধ্যে ধর্ম ছিল না। ঠিক ওই ধরণের কথা বলার ইচ্ছা আমার হয়েছিল। আমার মধ্যে ওই ধরণের একটা অনুভূতি এসেছিল।"

# আমার ছোট কালো গাধা

## প্যাড্রেইক্ ওকোনেয়ার

নুন্ভারাতেই আমার ছোট কালো গাধাটির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল। দিনটা ছিল সুন্দর এবং সে একটা বেড়ার ধারে দাঁড়িয়েছিল রোদের দিকে পিঠ দিয়ে—পৃথিবী সম্বন্ধে সেও ছিল অচেতন আর পৃথিবীও তার সম্বন্ধে ছিল অচেতন। তার উপর আমার প্রথম দৃষ্টি পড়ার পরেই তার সম্বন্ধে আমি সপ্রশংস হয়ে উঠেছিলাম। আমি ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম বলে আমার একটা গাধার প্রয়োজন ছিল। এই ছোট জীবটি আমার র‍্যাগ, আমার বড় খাটিয়াটা এবং অন্যান্য ছোটখাটো জিনিসসহ আমাকে বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না কি? আমি ভাবলাম যে, এটাকে সস্তায়ও তো পেতে পারি। আমি তার মালিকের সন্ধান করতে লাগলাম; কিন্তু সারা শহর খুঁজে তাকে শেষে পেলাম মদের দোকানের সামনে—পেনির লোভে গান গাইছিল। কি! গাধা বিক্রী করবে কি না? তার মূল্য যদি পায়, তবে বিক্রী করবে না কেন? হাঁ তার যা দাম হয়, তার চেয়ে এক পেনি বেশীও সে চায় না; সময় এত খারাপ না হ'লে সে কখনও তাকে বিক্রী করত না—ভয় নেই। সুন্দর তরুণ গাধাটি সহজেই দিনে বিশ মাইল চলতে পারে। সে যদি মাসে একমুঠো ওট খেতে পায়, তবে দেশের কোন রেসের ঘোড়াও তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না—কোন ঘোড়াই পারবে না।

দু'জনে মিলে আমার জীবটির গুণগুলো পরীক্ষা করে দেখলাম। মালিক তার কত প্রশংসাই না করল। সে আমাকে ভরসা দিল যে, আয়র্ল্যাণ্ডে প্রথম গাধা আসার পর থেকে এর মত হৃদয়বান, বুদ্ধিমান এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন গাধা আর দেখা যায় নি।

মালিক বলল : "জানেন এর কি একটা অভ্যাস আছে? আপনি যদি সকালে একে সামান্য পরিমাণ ওট্ দেন, তবে সে পরদিন অভাব হতে পারে, এই ভয়ে তার কিছুটা জমিয়ে রাখবে—রোমের সব পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নামে শপথ করে বলছি—সে জমিয়ে রাখবেই।" কে একজন হেসে উঠল। ভবঘুরে তার দিকে মুখ ফেরালো : "ওহে বোকা, তুমি হাসছ কেন? ও এত বুদ্ধিমান যে, ও তার খাদ্যের অংশবিশেষ জমিয়ে রাখে। এমন দুর্দশায়ও অনেকবার পড়েছি যে, আমাকেই ওর খাবার চুরি করতে হয়েছে। এই গাধাটা না থাকলে আমাকে এবং আমার বারোটি সন্তানকে প্রায়ই না খেয়ে থাকতে হত।"

আমি কথায় কথায় জানতে চাইলাম, তার এই জ্ঞানী গাধাটি প্রভুর এবং প্রতিবেশীর ওটের মধ্যে তফাৎ বুঝতে পারে কিনা।

লোকটা বলল : "ও ধর্মযাজকের মতই সাধু। সমস্ত জীব যদি ওর মত হত, তবে বেড়া কিংবা খালের দরকার হত না—সামান্যতম দরকারও হত না।"

ইত্যবসরে আমাদের চারিদিকে একটা বিরাট জনতা জমে উঠেছিল। ভবঘুরের সন্তানরাও সেখানে ছিল—ঠিক এক ডজন ছিল কিনা, নিশ্চয় করে বলতে পারি না, কিন্তু সেখানে যে ধরণের ছেলেমেয়েরা ছিল, আয়র্ল্যাণ্ডের অন্য কোথাও আপনারা সে রকমটা দেখতে পাবেন না। ছেঁড়া পোষাক পরা, ময়লা তেলচিটচিটে ছেলেমেয়ের দল; কুব্যবহারে প্রত্যেকে অপরকে ছাড়িয়ে যায়। তার স্ত্রীও সেখানে ছিল—নগ্ন পা, হ্যাটবিহীন, বন্যধরণের।

তার স্ত্রী বলল : "পিটার, নদী সেদিন যখন নিক্লিলিনকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে বসেছিল, সেদিন ও কিভাবে নদী সাঁতরে তাকে উদ্ধার করেছিল—সে কথা কি তোমার মনে আছে?"

সে জবাব দিল : "মনে থাকবে না কেন? হাঁ, স্যাবি, মনে আছে আর তোমারও নিশ্চয় মনে আছে সেদিনটির কথা : সেদিন ওর বিক্রয়মূল্য হিসাবে আমাকে এক খরিদ্দার পাঁচ পাউণ্ড দিতে চেয়েছিল।" ওর স্ত্রী আমার দিকে ফিরে বলল : "পাঁচ পাউণ্ড। হাঁ, ও ওর হাতের মুঠোয় পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা

পেয়েছিল।" সে বউকে বাধা দিয়ে বলল: "পেয়েছিলামই তো—দরদস্তুর হয়ে গেছিল এবং টাকাটাও আমার হাতে এসে গেছিল—"

তার স্ত্রী শুরু করল; "কিন্তু ও যখন দেখল যে বেচারা গাধাটা আমরা ওকে বেচে ফেলছি বলে, চোখের জল ফেলছে, তখন ওর আর বিক্রী করার মন উঠল না।" তার স্বামী বলল: "চুপ! মৃদুস্বরে কথা বল। আমরা যা বলছি ও তার প্রত্যেকটি কথা বুঝতে পারে। দেখছ না ও কান উঁচিয়ে আছে?"

আমি এই চমৎকার পশুটির জন্যে এক পাউণ্ড দাম দিতে চাইলাম।

ভঁবঘুরে চেঁচিয়ে উঠল: "এক পাউণ্ড?" ওর স্ত্রী তীব্র স্বরে চীৎকার করল: "এক পাউণ্ড?" আর বারোটি ছেলেমেয়ে এক সঙ্গে গর্জন করে উঠল: "এক পাউণ্ড?"

তারা কি বিস্মিতই না হয়েছিল! আমি কি রকম দেখতে তাই দেখার জন্যে তারা আমার চারদিক ঘিরে দাঁড়াল। একটা বাচ্চা আমার কোট ধরল, আর একজন ধরল আমার প্যাণ্ট। সবচেয়ে ছোটটি আমার হাঁটু দুটি জড়িয়ে ধরল। আর একজন আশা করে আমার ট্রাউজারের পকেটে হাত দিল; অবশ্য সে দেখতে চাইছিল আমার পকেটে অন্তত একটা পাউণ্ডও আছে কিনা—কিন্তু পাউণ্ডের বদলে সে পেল গালে চড়; এবং ভবঘুরে সে চড় দেয় নি।

ছোট কালো গাধাটিকে আমার ভালই লেগেছিল। সে আমার কাজের উপযোগী হবে। সে আমায় পথে বয়ে নিয়ে যেতে পারবে এবং তার সম্বন্ধে আমার বিতৃষ্ণা জন্মালেই আমি তাকে বিক্রী ক'রতে পারব।

আমি আবার বললাম: "এক পাউণ্ড!"

ভবঘুরে বলল: "দুই পাউণ্ড।"

স্ত্রীলোকটি আর্তনাদ করে উঠল: "ওঃ, ওঃ, মাত্র দু'পাউণ্ডে আমার সুন্দর গাধাটি বিক্রী হয়ে গেল।" সে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

আমি বললাম: "মাত্র এক পাউণ্ডে।"

"তা হলে এক পাউণ্ডেই—তবে প্রতিটি ছেলেমেয়েকে ছয় পেনি করে দিতে হবে।"

এখানেই দরদস্তুর থেমে গেল। আমি তাকে পাউণ্ডটা দিয়ে দিলাম। আমার চারদিকে ঘিরে দাঁড়ানো তার ছেলেমেয়েদেরও প্রত্যেকের হাতে ছয় পেনি করে দিলাম। স্ত্রীলোকটি তাদের সবাইকে ডেকে জড়ো করেছিল —সিনীন, নেডিস্, টাইমিন এবং আরও অনেকে। সেখানকার প্রতিটি ভিক্ষুকই তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসেছিল আমার কাছে—তাদের সবাই চীৎকার করছে, ভয় দেখাচ্ছে। তারা কি গণ্ডগোলটাই না করছিল! আমার চারদিকে কি বিবাদ আর বিশৃঙ্খলা! একজনের নাকের ডগার সামনে মুদ্রা থাকা সত্ত্বেও সে অভিযোগ করল যে সে ছয় পেনি পায় নি। আর একজন বলল—কিন্তু কে কি বলছিল বা বলার চেষ্টা করছিল, কেউ তা বুঝছিল না—এমনই গণ্ডগোল চলছিল সেখানে।

অনুতাপের বিষয় এই যে, আমি প্রথমেই যদি তাকে দু'পাউণ্ড দিয়ে দিতাম, তবে তার ওই সীমাহীন পরিবারকে ওই সব উপহার দেবার প্রয়োজন হত না।

আমি রাজার মত শোভাযাত্রা করে গ্রাম ত্যাগ করলাম। আমি গাধায় চড়ে চলেছিলাম। ভবঘুরে এবং তার স্ত্রী যথাক্রমে আমার ডান ও বাঁ দিকে লাগাম ধরে চলেছিল, আর ছেলেমেয়েগুলো আমাদের ঘিরে চীৎকার করে চলেছিল।

কয়েকজন গাঁয়ের ছেলে-ছোকরা আমাদের অনুসরণ করে চলেছিল—প্রত্যেকে আমাকে তার নিজ নিজ উপদেশ দিচ্ছিল। গাধাটাকে সে সময়ের শ্রেষ্ঠ রেসের ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছিল। আমাকে সব সময় সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছিল যাতে গাধাটা মাথা খারাপ করে চিরদিনের মত উধাও হয়ে না যায়। তাকে কোন্ কোন্ ধরণের খাবার দেওয়া হবে না হবে সে বিষয়েও আমাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছিল। আমাকে আমার ছোট কালো গাধাটার উপরে চড়ে একদল ভবঘুরের সঙ্গে যাবার দৃশ্য দেখার আগে সে

জনতা এরূপ কোন উপহাসের বস্তু আর দেখে নি—একথাই লোকে ভেবেছিল।

কিন্তু আমার কি এসে যাচ্ছিল? আমার কি গাধাটি ছিল না—ঠিক সেই জীবটি যাকে আমি বহুদিন ধরেই পেতে চাইছিলাম? আমার গাধাটি এবং আমি কিভাবে এই ভ্রাম্যমাণ সঙ্গীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম তা কি আমি বর্ণনা করতে পারি? তারা প্রত্যেকেই পর পর নয়বার আমার হাত মুচড়েছিল এবং প্রত্যেকেই আদর করে গাধাটির সম্বন্ধে নানা কথা বলেছিল··· আমাকে সাতবার করে তার গুণ গান শোনানো হয়েছিল। আমার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেওয়া হয়েছিল যে আমি ওর প্রতি সুন্দর ভদ্র ব্যবহার করব, সুযোগ পেলেই আমি তাকে এক মুঠো শস্য দেব, রাত্রে এক আঁটি বিচালি দেব এবং জীবন গেলেও ওকে কখনও মারব না। আর আমরা যখন বিদায় নিচ্ছিলাম তখন উঠল একটা দুঃখের আর্তনাদ। বাপই শুরু করেছিল; মা তাকে সাহায্য করেছিল; ছেলেরা পিতামাতাকে অনুসরণ করেছিল—ফলে সমস্ত বনস্থল পূর্ণ হয়ে গেছিল তাদের হৃদয়বিদারক আর্তনাদে।···

···অবশেষে আমি রইলাম একা—আমি আর আমার ছোট কালো গাধাটি। আমরা বনের বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত সে ছুটে চলল। আমি ভাবলাম যে একটা মস্ত দাঁ'ও মেরেছি। আমার ছোট কালো গাধাটির মত এত জীবন্ত, এত শক্তিশালী গাধা কি আর পাওয়া যেতে পারে?

কিন্তু বনের বাইরে যাবার পরই শুরু হল অন্য কাহিনী। আমার এই অতুলনীয় গাধাটি আর এক পাও যেতে চাইল না। আমি তোষামুদে কথা বলে তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইলাম। সে আমার কথা শুনল না। আমি ছড়ি মেরে ওকে নাড়াতে চাইলাম। সে কিছুতেই না নড়ে রাস্তার মাঝখানেই রইল দাঁড়িয়ে।

পথ দিয়ে বহু লোক যাচ্ছিল। যে মেলা থেকে ওকে কিনেছিলাম তারাও সেই মেলা থেকে ফিরছিল মনের স্ফূর্তিতে। আমাকে এটা ওটা করার উপদেশ দেয়া

হচ্ছিল ; কিন্তু একজন উপহাসকারী যখন আমাকে গাধাটিকে পিঠে করে নিয়ে যেতে বলল, তখন আমার ধৈর্যের সীমা গেল ছাড়িয়ে এবং আমি দুষ্ট প্রকৃতির লোকটির গায়ে ঢিল ছুঁড়লাম।

অবশেষে আমাকে গাধার পিঠ থেকে নেমে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে টেনে নিয়ে যেতে হল। আমার কাছে যে ভ্রাম্যমাণ অসচ্চরিত্রের লোকটি এই জীবটিকে বিক্রী করেছিল, তার উদ্দেশ্যে আমি কি গালাগালিটাই না দিলাম। কিন্তু শীঘ্রই আমি একটি অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করলাম। আমি দেখতে পেলাম যে গাধাটার স্নায়বিক দৌর্বল্য আছে এবং গাছের ডালের মধ্য দিয়ে প্রবহমান বাতাসের শব্দে সে চমকে ওঠে।

পথের পাশের গাছের নীচ দিয়ে সে যখন যাচ্ছিল, তখন সঙ্গে সঙ্গেই তার আলস্য দূর হয়ে যাচ্ছিল এবং তখন তাকে ধরে রাখাই হয়ে দাঁড়াচ্ছিল প্রায় দুঃসাধ্য। সে প্রথম একটা কান খাড়া করছিল ; তারপর সে জল থেকে ওঠা কুকুরের মত গা ঝাড়া দিচ্ছিল এবং চিন্তার মতই দ্রুতগতিতে সে ঘূর্ণিবায়ুর মত উড়ে যাচ্ছিল সামনে।

আমার ভাগ্য ভাল। আমি ওর গোপন কথা জেনে ফেলেছিলাম।

আমি ওকে একটা গেটের সঙ্গে বেঁধে বনে গিয়েছিলাম এবং এক বোঝা টাটকা ঘাস ও পাতা এনেছিলাম তুলে। এগুলোকে আমি মালার মত করে গেঁথে বনত্যাগের সময় তার কান দুটোকে ঘিরে কাঁধের উপর রেখে দিয়েছিলাম।

বেচারা পশু! যে গতিতে সে ছুটেছিল সেরূপ গতি আপনারা দেখেন নি! তার কাণের সঙ্গীত শুনে সে ভাবছিল যে সব সময় বনের মধ্যেই আছে। আমরা বেলীফিহানে পৌছুবার পর সমস্ত গ্রামবাসী সেই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে এল, দেখতে এল আমাকে এবং পাতার মুকুট পরা আমার ছোট কালো গাধাটিকে।

আমার ছোট কালো গাধাটা এখনও আছে এবং সে না মরে যাওয়া পর্যন্ত আমার থাকবেও। আমরা একত্রে সবরকম আবহাওয়ায় নির্জন পথে বহু

বহু মাইল অতিক্রম করেছি। কোন কোন বিষয়ে সে তার অভ্যাসেরও পরিবর্তন করেছে। কিন্তু হায়, তার প্রভুর অভ্যাসের পরিবর্তন হয় নি—এবং আমার বিশ্বাস যে পৃথিবীর যে কোন লোকের মত এই ক্ষুদে বদমায়েসটা সে কথা ভালবাবেই জানে।

কিন্তু আমি তার জন্যে একটা সুন্দর ধূসর-সবুজ গাড়ী কিনে আনার পর থেকে সে যেমন গর্বিত হয়েছে, এরূপ গর্বিত হতে কাউকে বড় একটা দেখা যায় না। আমি তাকে প্রথম গাড়ীতে জুড়ে দেবার পর থেকে হতভাগা জীবটি ক্রমশ তরুণতর হচ্ছে।

# খেঁকশিয়ালকে ভয় ক'রো

উইনিফ্রেড্ লেট্স্

লম্বা ঘাসের মধ্যে হাঁসটি দাঁড়িয়েছিল।

চারিদিকে টিমথি এবং ফক্সটেল ঘাস—জুন মাসের শ্যামল শ্রীতে উজ্জ্বল। তার আর কোন দিকে নজর নেই—শুধু সে ঘাসের ডগার মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল বোতামের মত চোখ দিয়ে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, সে পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে ডাকছিল 'প্যাঁক! প্যাঁক!' আবার যেন প্রশ্নের স্বরে ডাকল—'প্যাঁক?' 'প্যাঁক?' এর অর্থঃ "হে আমার পত্নীরা কোথায়? তোমরা কেন তাড়াতাড়ি করে আমার কাছে আসছ না?" সে নিবিষ্ট মনে শুনছিল—প্রত্যেকটি পালক থেকে শুরু করে তার সুলতান-সুলভ গর্বসূচক কুঞ্চিত পায়ের লোমগুলি পর্যন্ত যেন উন্মুখ। তার মাথার উপর বহু বর্ণের মেঘ-শোভিত জুন মাসের আকাশের বিশাল ঔদাসীন্য। অস্তগামী সূর্যের পশ্চিমমুখী গতির ফলে বড় বড় এল্‌ম গাছের ছায়াগুলো পড়েছে তাদের সম্মুখে—মাঠের বুকে এবং বাটার-কাপ, অক্স-আই এবং হক-উইড্ ফুলের প্রত্যেকটির মাথার চারদিকেই অস্তগামী সূর্যের আলোক-চক্র।

কয়েকটি পাখীর শব্দ ছাড়া এই গ্রীষ্ম-সন্ধ্যায় আর কোন সাড়া-শব্দ নেই। আর কোন প্যাঁক প্যাঁক ধ্বনি প্রত্যুত্তর দিয়ে তাকে আশ্বস্তি দিল না। কাজেই সে ধীরে ধীরে পাম্পটি ছাড়িয়ে সেই খড়ে-ছাওয়া ঘরটির সম্মুখের গলিতে এল। দরজা বন্ধ, প্রাণের কোন সাড়া-শব্দ নেই। সে কিছুটা স্তম্ভিত হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। সবই ঠিক আগের মত আছে: দুপুরবেলা ঘাসের উপর আরামে শুয়ে শুয়ে হংসীরা রোদ পোয়াত—সেখানে তখনও

সাদা পালক পড়ে। সেখানেই তারা সযত্নে নিজেদের পরিপাটি করত, আর সেখানেই সে তার শ্বেতকায়া পত্নীদের সঙ্গ-সুখ উপভোগ করত—কত উষ্ণ, কত নরম, আর তার নেতৃত্বে তারা কত সঙ্ঘবদ্ধ ছিল! নিরাপত্তার সেই আশ্বস্তি-অভ্যাস এবং গার্হস্থ্য জীবন তার সুখ গড়ে তুলেছিল—যদিও সবুজ-নীল হাঁসটির চকচকে মাথায় এরূপ যুক্তি ছিল না।

শুধু নিশ্চিত অস্বস্তির মধ্যেই তার কষ্ট দেখা যাচ্ছিল। তার মাথা ঘুরছিল। বর্তুলাকার চোখ দুটি বন্ধ কুটীর-দ্বারের দিকে তাকাচ্ছিল। তারপর সে বেড়ার উপর দিয়ে ভিতরে বাগানের দিকে তাকালো—সেখানে পুরনো গোলাপ ঝাড়ের মধ্যে মধ্যে রকেট, কলাম্বাইন প্রভৃতি ফুলের গাছ, নানারকম ওষধি এবং বাঁধাকপি। সে ছাপানো বহিরাবরণপরা একটি মূর্তির খোঁজ করছিল, সে 'ডিলি, ডিলি' বলে ডাক শোনার অপেক্ষায় ছিল। সে পুরানো বাটিতে এবং ঘাসের উপর যে খাবার ঢেলে দেয়, তারই অপেক্ষা করছিল। যদিও চার দিন আগে সে চোখের উপর একটি দৃশ্যের অভিনয় দেখেছিল, তবু হংসীগুলো এবং তাদের নেতার কাছে তার কোন অর্থ ছিল না। নীল রঙের ছাপানো বহিরাবরণের পরিবর্তে যে একটি কোট এসেছে, তাতে সে একটুও বিস্মিত হয়নি। তার উপকারিণী রোজ রবিবার দিন যেমন পোষাক পরে গির্জায় যেত, তেমনই পোষাকে এসে দাঁড়িয়েছিল। তার অবশ্য মনে পড়েনি যে, সেটা মঙ্গলবার। রোজ্ যে সেদিন সকালে তাদের খাইয়েছিল, সেইটাই যথেষ্ট। অভ্যাসমতই সে হাঁসটির সঙ্গে কথা বলেছিল: 'দেখ বাপু, নিজের দিকে তাকাও। ওই লোভী-গুলোকে সব খেতে দিও না। এটি হচ্ছে হাঁস—দেখতে সুন্দর নয়কি?'—শেষের কথাটি বলেছিল তার পাশে দাঁড়িয়ে যে যুবকটি বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়েছিল, তাকে উদ্দেশ্য করে।

সে যুবকটির বাঁকানো বাদামী রঙের খালি বাহুটার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ফিরে দাঁড়াল। সে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করে বলল: 'ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, খেঁকশিয়াল যেন ওদের নাগাল না পায়।' প্রত্যেক রাতে যথাসময়ে

ওদের ঘরে বন্ধ করে রাখার কথা মনে রেখো। এই বুড়ো খেঁকশিয়ালটা ভয়ঙ্কর। সে কখন আসবে টের পাবে না……সে এত চালাক। যখন নিরাপদ মনে করা যায়, তখনই সে হয়ত গুঁড়ি মেরে মেরে আসে।' তার স্বামী কোন জবাব দিল না এবং সে গিয়ে পরিষ্কার ছোট রান্না ঘরটিতে ঢুকল। টেবিলের উপর বাঁধা পেট-মোটা একটা সস্তা স্যুটকেস। সে চীনা মাটির বাসনে সাজানো ঘরটিতে ঢুকল।

'তোমার জন্যে ডিম থাকল ক্রিস্ট, আর আমি তোমার জন্যে যে বড় সোডা কেক ভেজেছিলাম, সেটাও রইল এবং ঐ-বাটির নীচে মাখন রইল। দেখো, ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করো। বোকার মত চা আর রুটি খেয়ে থেকো না যেন।'

সে হাসতে লাগল এবং চোখে জল আসছিল বলে মাথাটি ঘুরিয়ে নিল।

যুবকটির বিবর্ণ মুখে কিন্তু পরিবর্তন নেই।

'রোজ্‌, তুমি হয়ত শনিবারের মধ্যেই ফিরে আসবে। ডাবলিনের ডাক্তার তোমাকে ভাল এক বোতল ওষুধ দেবে। ওখানকার ডাক্তাররা যত জানে, এখানকার ডাক্তাররা তত জানে না।'

'সে ত নিশ্চয়ই দেবে। তবে এই সব বড় বড় হাসপাতালে ওরা যে পর্যন্ত রোগীর দিকে তাকানোর অবসর না পায়, সে পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হয়। আমার হয়ত কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হতে পারে।'

'তারা বেড চাইবে, তারা তোমাকে চাইবে না,' লোকটা প্রায় রেগেই প্রতিবাদ করল। 'আমার নিজের মনে হয় যে, তোমার ডাবলিন যাবার কোন দরকারই নেই। তুমি কি যথেষ্ট সুস্থ নও? তুমি ত রোগীদের মত বিছানায় পড়ে নেই এবং তুমি উঠে বাগানেও যেতে পার। হয়ত তুমি কিছু রোগা হয়ে গেছে—সে ত এক বোতলেই ঠিক হয়ে যাবে। প্রতিবেশীরা সবাই তোমায় উপদেশ দিয়েছে—ডাক্তার দেখাও। আমি ওদের বিশ্বাস করি না—ওরা তোমায় কাটতে চায়, কিন্তু আমি তা চাই না……মনে রেখ, আমি তা চাই না।'

লোকটার গলার স্বর গর্জনের মত এবং সে টেবিলের উপর একটা ঘুসি মারল। তার স্ত্রী রোজ্ দাঁড়িয়ে থেকে কালো চোখে তার দিকে তাকালো। 'তোমার মাথায় এমন ধারণা কি করে এল?' সে সানন্দে প্রশ্ন করল, কিন্তু তার চোখে হাসি ফুটল না।

সে চঞ্চল হয়ে উঠল। 'লোকে কি সব বলে! তারা সবাই যেন অন্যের কাজের খবর রাখে। "ওর অস্ত্রোপচার দরকার", তারা বলে। আমি তোমাকে কাটতে দেব না। তুমি আমার মতই সুস্থ। ওরা কোথা থেকে এরূপ কথার খোরাক পায়, তা আমি জানি না।'

রোজ্ ছোট আয়নাটার সামনে সযত্নে তার সবচেয়ে ভাল টুপিটা পরল। 'তুমি সহজ মনে থেকো। আমি খুব দেরি হলে সোমবারের মধ্যে ফিরে আসব। কিন্তু আমার কথা শোন, হাঁসগুলোকে খাওয়ানোর কথা ভুলো না। খাবারের পরিত্যক্ত টুকরো, কিছু ওট্ এবং কয়েক ফোঁটা দুধ দিও। আর খেঁকশিয়াল সম্বন্ধে সাবধান!'

সে কান পেতে শুনল যে, দরজায় একটা মোটর গাড়ির শব্দ। সে স্যুটকেসটা তুলে নিল। সে এক মুহূর্তের জন্যে ফিরে দাঁড়াল, তাঁর ঠোঁট দুটি কাঁপছিল। 'ভগবান তোমার মঙ্গল করুন ক্রিস্টি, আমি একটা চিঠি লিখব। ভগবান যদি দয়া করেন, আমি সোমবার দিন ফিরে আসব।'

হংস-পরিবারটি এই বিদায়-দৃশ্যে ততটা মন দেয়নি, তারা ঘাসের ক্ষেতে যাবার জন্যে গাড়ির চাকার আগে আগে দৌড়াল—তারপর গেল শিকারের খোঁজে।

দু-একদিন সবই ভাল চলল। দিনে এবং রাতে লোকটা তাদের ডাকত, ঘাসের উপর সোডা ব্রেডের টুকরোগুলো ফেলে দিত এবং রাত্রিবেলা তাদের খোঁয়াড়ে তালাবন্ধ করে রেখে দিত। হাঁস-ঘরের আশেপাশে অন্ধকারে কি যেন ঘুরে বেড়ায়, গন্ধ শোঁকে, কি যেন একটা ভয়, অন্ধকারে ঘাসের খস-খস শব্দ—তারপর চেস্টনাট গাছের গভীর নীল ছায়ায় শব্দটা মিলিয়ে গেল।

পরের রাতে একটা সাদা হংসীকে খুঁজে পাওয়া গেল না, কিন্তু তখনও দুটি

হংসী ডাকে সাড়া দিচ্ছিল। খাবার পাওয়া যাচ্ছিল না। খড়ে-ছাওয়া কুটির থেকে আরও অধিক খাবার পাওয়া যেতে পারে এই অস্পষ্ট আশায় হাঁস এবং বাকী হাঁসী দুটি দুপুর বেলা কুটিরে ফিরে এসেছিল।

যে ক্রিস্টির উপর তাদের সকল আশা, ভরসা নিবদ্ধ ছিল, সে ছিল দরজায় দাঁড়িয়ে। কিন্তু সে তাদের দিকে মনোযোগ দিল না। গলিপথে বাইসিক্লে যে লোকটা আসছিল, সে তার দিকে তাকিয়েছিল। লোকটার হাতে ছিল একটা সবুজ খাম। সে বাইসিক্ল থেকে নেমে খামটা ক্রিস্টির হাতে দিল। সে যখন বিশ্রী ময়লা আঙ্গুলে খামটা ছিঁড়ে কুঞ্চিত-ভ্রূ হয়ে চিঠির বাণী বোঝার চেষ্টা করছিল, লোকটা তখন সহানুভূতিশীল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিল। পাড়াগাঁয়ে লেখাপড়া না জানাটা অপরাধের বিষয় নয়।

'ক্রিস্টি, চিঠিটা কি আমি তোমায় পড়ে শোনাব?'

যুবক চিঠিটা লোকটার হাতে ফিরিয়ে দিল। 'তুমি-ই এটা পড়ে দাও। আমি কোন অর্থ বুঝতে পারলাম না।'

'চিঠিতে বলছে'—পাঠক থামল, 'অস্ত্রোপচার হয়ে গেছে। অবস্থা গুরুতর। অবিলম্বে চলে এস!'

'কে এটা পাঠিয়েছে?' ক্রিস্টি প্রশ্ন করল।

'নিশ্চয়ই হাসপাতাল থেকে এটা এসেছে। হয় ডাক্তার কিংবা মেট্রন। ওহে, তোমার তাড়াতাড়ি যাওয়া উচিত। তুমি যদি বাইসিক্লে করে রওনা হও, তবে বিকালের ট্রেণটা ধরতে পারবে। খাবার খেয়েছ ত?' ক্রিস্টি অস্পষ্ট চোখে ওর দিকে তাকাল।

'আমি একথা জানতাম,' সে বলল, 'এই এক বছর কিংবা তারও বেশীদিন ধরে এ ভয়টা আমার ছিল। আমি আগেই বলেছিলাম যে এসব বাজে। কিন্তু তুমি ত ভয়কে গলা টিপে মারতে পার না। ও যাক—এ ইচ্ছা আমার কখনও ছিল না। আমার ওকে ধরে রাখবার অধিকার ছিল। এই ডাক্তারগুলো ছুরি ব্যবহার না করা পর্যন্ত শান্তি পায় না। হায় ভগবান! সর্বদাই এ ভয় আমার মনে ছিল।'

'ওহে শোন! এখন ধৈর্য ধর। লোকেরা কি বলে নি যে এ ছাড়া তার আর আশা নেই? একথাটা আমার মনেও এসেছিল। বাড়ির কোণায় বসে খড়ের গাদার পিছনে পালিয়ে তুমি ত তোমার ভয়কে ঠেকাতে পার না! এখন যাও। আমি কি তোমাকে সাহায্য করব? টাকাপয়সা আছে ত?····· আর শহরের জন্যে তোমার একটা পরিষ্কার সার্ট এবং টাই-এর দরকার হবে।'
ক্রিষ্টি যখন পাগলের মত ড্রয়ারের মধ্যে জিনিসপত্র খুঁজছিল, তখন তার কানে এসে বাজছিল সেই পরিচিত স্বর—'আমি যদি না-ই ফিরে আসতে পারি, সেজন্যে তোমার রবিবারের শার্টটি পরিষ্কার করে রেখে গেলাম। তোমার টাইও ইস্ত্রি করে রেখে গেলাম।'
দশ মিনিটের মধ্যে সে সাইকলে চড়ে গলির উঁচু-নীচু পথ বেয়ে চলল এবং সংবাদদাতাও সাইকলে চড়ার জন্যে তৈরী হচ্ছিল।
'ভগবান ওর সহায় হোন!' সে সবিস্ময়ে বলল এবং হাঁসগুলোর দিকে এমনি একবার তাকাল।
মাঠ পেরিয়ে এসে একটা লোক তার উদ্দেশে চীৎকার করে বলল: 'ওহে মিক! ব্যাপার কি?'
'ওর বৌর ব্যাপার আর কি! ওকে ডেকে পাঠিয়েছে—অবস্থা খারাপ বলে মনে হয়, এতক্ষণ হয়ত সে মরেই গেছে।'
'বেচারী রোজ্! ভগবান তার মঙ্গল করুন, সত্যই দুঃখের বিষয়, সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দরিদ্র নারী। বহুদিন থেকেই তার চোখে মুখে মৃত্যুর ভাব ফুটে বেরিয়েছিল—কিন্তু ওর স্বামীটা কি চোখে দেখে! ও লোকটার মাথায় চোখই নেই!'
'কতকগুলো লোক আছে, যারা যা দেখতে ভয় পায়, তা তারা দেখে না।'
সংবাদদাতা বেড়ার উপর দিয়ে রকেট গাছগুলোর দিকে তাকাল। 'তার বাগানের উপর খুব যত্ন ছিল,' সে বলল এবং তারপর সহানুভূতির সঙ্গে উচ্চারণ করল: 'বেচারী!' তারপর সে এবং অপর লোকটি গলিপথে বিপরীত দিকে চলে গেল।

ছায়ায় মৃদু-মন্দ ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে সন্ধ্যা এল। কিছুটা উন্মুখ হয়েই, হাঁসটা এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াল—কারণ সে কথাবার্তার কিছুই বুঝতে পারে নি। ক্ষুধা এবং অভ্যাস তাকে কুটির-দরজার দিকে টেনে আনল। দরজা ঈষৎ খোলা ছিল—সে কোনরূপে ভিতরে ঢুকে বাগানে শামুকের সন্ধান করতে লাগল। সে বারবার প্রশ্নসূচক ভঙ্গিতে ডাকতে লাগল: প্যাঁক? কিন্তু কোন উত্তর এল না। একটা চেস্টনাট শাখায় বসে একটা থ্রাস পাখী মধুর স্বরে গান গাইছিল এবং বাগানে অলস পাখী ব্ল্যাকবার্ড বাজাচ্ছিল ক্লারিওনেট। আকাশজোড়া গৃহমুখী পাখীর দল—দাঁড়কাক এবং সী-গাল। পুব দিকের আকাশ ইতিমধ্যেই নীল এবং ঈষৎ রক্তবর্ণ—আর পাহাড়ের বুকের উপর দিয়ে পশ্চিমের আকাশে জাফ্রান রঙের লীলা।

আকাশের বর্ণসমারোহ মিলাতে না মিলাতেই বাতাসে পাওয়া গেল রকেট ফুলের মৃদু সুরভি। একটা তারা উঠল এবং কুটিরের চারদিকে একটা বাদুড় পাখা ঝটপট করে উড়ে বেড়াতে লাগল। জুনের শ্যামলশ্রী হয়ে গেল কালো—নীল আকাশে শুধু পুঞ্জীভূত অন্ধকার এবং এরোপ্লেন। হাঁসটাকে ঘরে বন্ধ করার জন্যে কেউ এল না। সে পরিচিত ঘরটায় ঢুকল—পালকপূর্ণ, অপরিষ্কার, কত নিস্তব্ধ এবং প্রাণহীন। সে ঘুমের জন্যে বসে পড়ল। হাঁস-ঘরটার চারদিকে অন্ধকার ঘন হয়ে এল। চোর কিন্তু ভালভাবে সবই দেখতে পেল। সে পথ শুঁকে শুঁকে চোরের মত খোলা দরজায় এল। শিকার অতি সহজলভ্য। হাঁসটির গোল চোখের সঙ্গে খেঁকশিয়ালের সবুজ চোখের দৃষ্টিবিনিময় হল। খেঁকশিয়াল গুটিশুটি মেরে বসে পড়ে লাফ দিল।

# দ্বাররক্ষী

ফ্রাঁসোয়া কোপি

মহামান্য বোহেমিয়ার মহারাণী (গল্পলেখদের জন্যে বোহেমিয়ার রাজ্য সব সময় একটা থাকবেই) অতি সাধারণভাবে সেপ্টস্যাতোর কাউন্টেস নাম নিয়ে আত্মগোপন করে ট্রেনে প্যারী যাচ্ছিলেন। তাঁর সহচারিণী ছিলেন জর্জেস্থালের ব্যারোনেস্ এবং পরিচারক হিসাবে ছিলেন জেনারেল হর্স-কাউয়িজ। পা সেঁকবার জন্যে গরম জলের পাত্র এবং গায়ে ফারের জামা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের রিজার্ভ কামরায় ভয়ানক শীত লাগছিল। ইংরেজী উপন্যাস পড়তে পড়তে মহারাণী বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন—তা' ছাড়া জেনারেলের অবিশ্রাম বুননকার্যও তাঁকে চঞ্চল করে তুলেছিল; কিছু না কিছু একটা বোনা জেনারেলের বদ্ধমূল অভ্যাস। বিশ বছর বয়সের যুবতী মহারাণীর বাইরের দৃশ্য দেখবার ইচ্ছা হল; জানালার ভিতর দিয়ে তাকাতে গিয়ে দেখেন বাইরে প্রকৃতি বরফাচ্ছন্ন—জানালার কাচেও টুকরো টুকরো বরফ জমেছে। তাকে রুমাল দিয়ে কাচ মুছতে হল। এই মাঝামাঝি শীতের সময় প্যারীতে তাঁর মা, ভূতপুর্ব মোরাভিয়ার রাণীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়াটা মহারাণীর একটি বিশিষ্ট খেয়াল; তাঁর মা ব্যবস্থা করেছিলেন যে, আগামী বসন্তে প্রাগে মাতা ও কন্যার সক্ষাৎ হবে। তা সত্ত্বেও শূন্যের নীচে দশ ডিগ্রি তাপ যখন নেমেছে, তখন তিনি রওনা দিলেন প্যারীর উদ্দেশে। ব্যারোনেসকে বাতের শরীর ঝাড়া দিয়ে উঠতে হল; জেনারেল তাঁর পুত্রবধুর জন্যে একটি বিছানার ঢাকনা বুনছিলেন, সেটা ফেলেই তাঁকে চলে আসতে হল; সঙ্গে তিনি মাত্র ট্রেনে চিত্তবিনোদনের জন্যে একজোড়া মোজা বুনবার উপযোগী জিনিসপত্র নিয়ে এসেছেন। তাঁদের ভ্রমণটা খুবই বিশ্রী হয়েছে; সারা ইউরোপ বরফে ঢাকা;

তাঁরা বহু কষ্টে অনেক দেরী সহ্য করে অর্ধেক রাস্তা পার হয়ে এসেছিলেন—কারণ শীতের প্রাবল্যে বহু স্থানে রেলওয়ে লাইন খারাপ হয়ে গেছল। অবশেষে ধীরে ধীরে তাঁরা প্যারীর কাছে এগুতে লাগলেন, সেইদিন সন্ধ্যায় ম্যাকোঁতে তাঁরা নৈশ-ভোজ সমাপ্ত করেছিলেন; রাতে পা সেঁকবার গরম জলও ঠাণ্ডা বলে বোধ হচ্ছিল—আর ওদিকে বাইরের অন্ধকারে বড় বড় বরফ খণ্ড ভেসে বেড়াচ্ছিল। ব্যারোনেস এবং জেনারেল ফারকোটে আপাদমস্তক ঢেকে তাঁদের নির্দিষ্ট জায়গায় বসে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলেন যে, তাঁরা প্যারীতে পৌঁছে গেছেন। প্যারীতে গিয়ে ব্যারোনেস ধর্মচর্চায় মন দিয়েছেন এবং জেনারেল রু-সেণ্ট-অমর ষ্ট্রীটে পশমের দোকান থেকে তাঁর মনের মত রঙের সুতো কিনেছেন। মহারাণীর কিন্তু মোটেই ঘুম আসছিল না। তাঁর নীল রঙের গরম পোষাকের নীচেও তিনি শীতে কাঁপছিলেন; তাঁর কেমন যেন জ্বর জ্বর বোধ হচ্ছিল; নরম গদির উপর কনুই রেখে এবং তাঁর টুপির মধ্য দিয়ে যে সুন্দর ঘাসরঙা চুল গড়িয়ে পড়েছিল তার মধ্যে হাত রেখে, তিনি অর্ধ-আলো-ছায়ায় সুন্দর আয়ত চোখ মেলে একমনে চিন্তা করছিলেন আর তাঁর কানে এসে পৌঁছচ্ছিল ট্রেনের একঘেয়ে গতির শব্দ যা অনেক সময় ভ্রমণক্লান্ত যাত্রীদের কাছে দূরাগত মধুর সঙ্গীতের মতই শোনায়। হতভাগ্য যুবতী মহারাণী তাঁর স্মৃতির কোঠা হাতড়ে জীবনের হিসাব-নিকাশ খতিয়ে দেখছিলেন, আর মনে মনে ভাবছিলেন যে তিনি বড় অসুখী।

প্রথমে তাঁর মনে পড়ল ছেলেবেলার কথা যখন তিনি আর তাঁর যমজ বোনটি এক সঙ্গে ছিলেন। এই যমজ বোনটিকে তিনি খুব ভালবাসতেন—বহুদূরে উত্তর দেশে তাঁর বিয়ে হয়েছে। তাঁদের দুজনের চেহারায় এত বেশী মিল ছিল যে, তাঁরা যখন এক রকম পোষাক পরতেন, তখন তাঁদের চেনার জন্যে দুজনের চুলে দু' রঙের 'বন্ধনী' পরিয়ে দিতে হত। তখনও প্রজাদের বিদ্রোহের ফলে তাঁর বাবা রাজ্যচ্যুত হন নি; তিনি ওলমাজের রাজসভার শান্তনিদ্রালু আবহাওয়া বড় ভালবাসতেন—ওলমাজে রাজকীয় আদব-কায়দার মধ্যেও একটা সহজ সরল গার্হস্থ্য ভাব ছিল; সেই

সময় তাঁর বাবা মহদাশয় পঞ্চম লুই—যিনি পরে ভগ্ন-হৃদয়ে বনবাসে মারা গেছেন—রাজপোষাক পরেই তাঁকে নিয়ে পার্কের দিকে বেড়াতে যেতেন। তারপর বিকেলে দুই বোন বাবার সঙ্গে চীনা তাঁবুতে বসে কফি খেতেন—সেখান থেকে দূরের নদী দেখা যেত আর দেখা যেত দূরস্থিত হেমন্তকালীন লাল পাহাড়।

তারপর তাঁর বিয়ে হল—সে উপলক্ষে জুলাই মাসের সুন্দর এক রাত্রিতে বিরাট রাজকীয় বল নাচের ব্যবস্থা হয়েছিল—তাঁরা জানালা দিয়ে শুনতে পেলেন নীচের উদ্যানে দণ্ডায়মান আগ্রহাকুল জনতার মৃদু গুঞ্জনধ্বনি। বোহেমিয়ার তরুণ রাজার সঙ্গে তাঁকে যখন কিছুক্ষণের জন্য একা থাকতে হয়েছিল, তখন তিনি কি রকম কেঁপেছিলেন অথচ তিনি তাঁকে প্রথম দেখার পর থেকেই ভালবেসেছিলেন—সুন্দর শিরস্ত্রাণ পরে রাজা যখন তাঁর দিকে এগিয়ে এসেছিলেন—তাঁর পরিধানে ছিল মুক্তাখচিত নীল রঙের রাজপোষাক আর প্রতি পদক্ষেপে তাঁর পায়ের ধূসর জুতোয় সোনার কাঁটাগুলো বাজছিল। প্রথম ওয়ালজ নাচের পরে রাজা অটোকার আদর করে তাঁর হাত ধরেছিলেন এবং তারপর তাঁর কালো লম্বা গোঁফে তা দিতে দিতে তাঁকে নিয়ে গেছলেন পাশের বিদেশীফুলের ঘরটায়। সেখানে রাজা তাঁকে একটা পামগাছের নীচে বসিয়েছিলেন, তারপর নিজে তাঁর পাশে বসে অতি ধীরে তাঁর হাতটি তুলে নিয়ে, তাঁর চোখে চোখ রেখে বলেছিলেন: "রাজকুমারী, তুমি কি স্বামীত্বে বরণ করে আমায় সম্মানিত করবে?" তিনি প্রথম লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছিলেন—তারপর মাথা নামিয়ে একহাতে তাঁর উন্মুক্ত বুকের কম্পনকে দাবিয়ে রেখে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: "হাঁ মহারাজ!"—আর ওদিকে হাঙ্গেরীর সঙ্গীতজ্ঞদের সমস্ত বেহালা একযোগে আগ্রহপূর্ণ জয়সঙ্গীত 'চেক মার্চ' গেয়ে উঠেছিল।

হায়, কত শীঘ্রই না সে সুখের দিন শেষ হয়ে গেছে! ছয় মাসের ভুল আর মোহ—মাত্র ছয়টি মাস—তারপর একদিন যখন তিনি মা হবার পথে অনেক দূরে এগিয়েছেন, তখন হঠাৎ জানতে পারলেন যে তিনি প্রতারিত হয়েছেন—

রাজা তাঁকে ভালবাসেন না, কোনদিন ভালবাসেন নি। তাঁর সঙ্গে বিয়ে হবার পরদিনই রাজা প্রাগ থিয়েটারের শ্রেষ্ঠা নর্তকী লা গ্যাজেলার সঙ্গে (যাকে সাধারণ বেশ্যা বললেও অত্যুক্তি হয় না) নৈশভোজন করেছেন। আর এইটাই তাঁর একমাত্র গুপ্তপ্রণয় নয়! তারপর তিনি জিব্রানের কাউন্টেসের সঙ্গে তাঁর পুরানো প্রেমের কাহিনী জানতে পারলেন—অবশ্য এ ব্যাপারটা একমাত্র তিনি ছাড়া আর সবাই জানতেন। এই কাউন্টেসের দ্বারা তিনি তিনটি ছেলের বাবা হয়েছেন—তাঁর হাজার খেয়ালের মধ্যেও তিনি এই কাউন্টসের কথা ভোলেন নি। তাছাড়া তাঁর দুঃসাহস এত বেশী যে তিনি কাউন্টেসকে তাঁর স্ত্রীর প্রধান সহচরীর পদ দিয়েছেন। একটি মাত্র আঘাতে মহারাণীর প্রেমের মৃত্যু হল— তাঁর সেই ভীরুভঙ্গুর প্রেম যার কথা জোর গলায় তাঁর স্বামীকেও তিনি জানাতে পারেন নি। তাঁর প্রেমকে তিনি তুলনা করতেন পোষা পাখীর সঙ্গে—হঠাৎ দাসীর হাত থেকে পড়ে গিয়ে একটি চীনা মাটীর পাত্র ভাঙবার শব্দে হঠাৎ তাঁর হাতের মুঠো বন্ধ করেই যেন তিনি এই পোষা পাখীটির মৃত্যু ঘটিয়েছেন।

তাঁর ছেলে! হাঁ, তাঁর একটি ছেলে আছে বটে আর তিনি তাঁর ছেলেকে ভালও বাসেন প্রাণ দিয়ে। কিন্তু অনেক সময় সোনার দোলনায় শায়িত তাঁর ছেলে ল্যাডিস্‌লাসের পাশে বসে তাঁর মনে কি ভয়ঙ্কর চিন্তা হত। ছেলেটির দিকে তাকিয়ে যখনই তিনি ভাবতেন যে, এ ছেলে নিষ্ঠুর দুশ্চরিত্র অটোকারের ঔরসজাত, তখনই তাঁর হৃদয়ে যন্ত্রণার বরফস্পর্শ অনুভব করতেন। তা ছাড়া নিজের ছেলেকে কখনও তিনি সম্পূর্ণ নিজস্ব করে পাননি। বোহেমিয়ার সব কিছুতেই যেন কেমন একটা কাঠিন্য, সহৃদয়তার অভাব—ওখানে সব কিছুতেই লৌকিকতার বড় বাড়াবাড়ি। তাঁর বাবার রাজসভায় কিন্তু আদবকায়দার বাড়াবাড়ি ছিল না। গম্ভীর মুখে জাঁকজমকওয়ালা পোষাক পরে একদল বুড়ী নার্স সব সময় রাজপুত্রের দোলনার আশে পাশে ঘুরে বেড়াত এবং মহারাণী যখন রাজপুত্রকে দেখতে যেতেন তখন গম্ভীরভাবে তাঁকে বলত: "রাজপুত্রের রাত্রিবেলায় একটু কাসি হয়েছিল...তাঁর দাঁতগুলো

তাঁকে বড় কষ্ট দিচ্ছে ·” তাঁর মনে হত যে এই শুষ্কহৃদয়া বুড়ীদের বরফ-শীতল স্পর্শ লেগে তাঁর মাতৃহৃয়ের সব উষ্ণতা চলে যাবে—তাঁর হৃদয় জমে যাবে।

সত্যই বেচারী মহারাণীর কোন উপায় ছিল না—তাঁর জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। তাই সময় সময় তিনি বিরক্ত আর ক্লান্ত হয়ে রাজার অনুমতি নিয়ে ফরাসী দেশে তাঁর মা, ভূতপূর্ব মোরাভিয়ার মহারাণীকে দেখতে যেতেন। তিনি একা পালিয়ে আসতেন— যেন বন্দীজীবন থেকে তিনি মুক্তি পেতেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর ছেলে থাকত না কারণ বোহেমিয়ার প্রচলিত রীতি অনুসারে সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী বাবার সঙ্গে ছাড়া কোথাও যেতে পারতেন না। তাই মহারাণী একাই তাঁর বৃদ্ধা মার কাছে তাঁর ব্যথা জানাতে—তাঁর গলায় হাত জড়িয়ে তাঁর সমস্ত জমানো চোখের জল ঢালতে যেতেন।

এবার তিনি বড় তাড়াতাড়ি রাজার অনুমতি না নিয়েই চলে এসেছেন—আসার সময় ঘুমন্ত ল্যাডিস্লাসের মুখে একটি বিদায় চুম্বন এঁকে দিয়ে এসেছেন। না পালিয়ে এসে তাঁর উপায় ছিল না—লজ্জা আর ঘৃণায় তাঁর প্রায় দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। রাজার দুশ্চরিত্রতা দিন দিন বেড়েই চলেছিল; এখন বোহেমিয়ার প্রায় সব নগরে এবং তাঁর শিকারের সব জায়গায় তিনি তাঁর কুকর্মের আস্তানা করেছিলেন। সর্বত্রই তাঁর দু'একটি জারজ সন্তান ছিল; সবখানেই তিনি লোকের হাসির খোরাক জোগাচ্ছিলেন—প্রাগের রাস্তায় রাস্তায় তাঁর চরিত্রহীনতার বিষয় নিয়ে ছড়া গেঁথে গান করা হত। সকলের মুখেই এক প্রশ্ন, তাঁর এই অবৈধ সন্তানদের কি হবে। অটোকার কি তাঁর অবৈধ সন্তানদের দিয়ে বলবান অগাষ্টাসের মত জীবনরক্ষী সৈন্যদল তৈরী করবেন? এদের ব্যয়ভার বহনের জন্যে রাজা সব কিছুকেই অর্থে পরিণত করতে বাধ্য হয়েছিলেন—করভারে রাজ্য জর্জরিত হয়ে উঠেছিল।

যাক্, কিন্তু এ দিকের ব্যাপার কি? ট্রেন যে ধীরে ধীরে থেমে যাচ্ছিল—সত্যই যে ট্রেন থেমে গেল! মধ্য রাত্রে খোলা মাঠে ট্রেন থামার মানে কি? ভীত হয়ে জেনারেল এবং ব্যারোনেস উঠে বসলেন, জানালা খুলে অন্ধকারে

তাকিয়ে জেনারেল দেখতে পেলেন ট্রেনের গার্ড বাতি হাতে নিয়ে ছুটোছুটি করছেন, গাড়ীর চাকাগুলি বরফের মধ্যে বসে গেছে—গার্ডের বাতি হঠাৎ জেনারেলের লম্বা সাদা খাড়া খাড়া গোঁফের উপর এসে পড়ল—গার্ড তাঁদেরই কামরার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

"ব্যাপার কি? গাড়ী থামার কারণ কি?" বৃদ্ধ হর্সকাউয়িজ জিজ্ঞাসা করলেন।

"ব্যাপার এই যে স্যার, আমাদের অন্তত একটি ঘণ্টা এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।...দুই ফিট গভীর বরফ! আর অগ্রসর হবার উপায় নেই!...প্যারীর লোকদের ভাগ্যে কাল কফি জুটবে না!"

"সে কি! এই রকম অবস্থায় এখানে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে? ...আপনি জানেন যে পা সেঁকবার জল ঠাণ্ডা হয়ে গেছে..."

"আমরা কি করতে পারি স্যার? ওরা এই মাত্র ট্রেনের লাইন পরিষ্কার-কারী একদল লোকের জন্যে 'তার' করেছে!...তবে আমি আবার বলছি যে আমাদের এখানে অন্তত এক ঘণ্টা বসে থাকতে হবে।" তারপর গার্ড বাতি নিয়ে ইঞ্জিনের দিকে এগিয়ে যান।

"কিন্তু একে ভয়ঙ্কর ব্যাপার! মহারাণীর যে ঠাণ্ডা লাগবে।" ব্যারোনেস বলেন। কাঁপতে কাঁপতে মহারাণী বলেন: "হাঁ, আমার খুব শীত লাগছে!" জেনারেল বুঝতে পারেন যে, এই হচ্ছে বীরত্ব প্রকাশের শ্রেষ্ঠ সময়; তিনি কামরা থেকে লাফিয়ে পড়েন—তাঁর হাঁটু অবধি বরফে ঢেকে যায়—পরে তিনি জোরে হেঁটে গার্ডকে ধরে ফেলেন। তিনি নীচু গলায় তাঁকে কি যেন বলেন।

"স্বয়ং মোগল সম্রাট হলেও আমি গ্রাহ্য করি না কারণ আমার কিছু করবার ক্ষমতা নেই!" রেলওয়ের লোকটি জবাব দিলেন। "যাক, আমরা একটি রেলওয়ের দ্বাররক্ষীর বাড়ির ঠিক বিপরীত দিকে এসে দাঁড়িয়েছি, ওর বাড়িতে নিশ্চয়ই আগুন আছে...আপনার সঙ্গে মহারাণী যদি সেখানে যান...ওহে, স্যাবোতিয়ে!..."

বাতি নিয়ে আরেকটি রেলকর্মচারী এগিয়ে আসে।

"দেখুন, দ্বাররক্ষীর বাড়িতে যদি আগুন পান।"

মহা সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, দ্বাররক্ষীর বাড়িতে আগুন ছিল। কোন একটা যুদ্ধ জয় করলে কিংবা তাঁর সুপ্রসিদ্ধ বিছানার ঢাকনা বোনা শেষ হলেও বোধ হয় জেনারেল এত আনন্দ পেতেন না। তিনি মহারাণীর কামরার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর কঠিন পরিশ্রম এবং তার ফল বর্ণনা করলেন। পরমুহূর্তে তিনজনে জুতোর নীচের জমাট বরফ ছাড়াবার জন্যে পা ঝাড়তে ঝাড়তে বহু কষ্টে দ্বাররক্ষীর ছোট বাড়িটার নীচু ঘরে এসে দাঁড়ালেন। দ্বার-রক্ষী তাঁদের ভিতরে এনে আগুনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে নতুন কাষ্ঠখণ্ড ফেলে দিল অগ্নিকুণ্ডে। উজ্জ্বল আলোকের সামনে খড়ের গাদার চেয়ারে বসে মহারাণী তাঁর গরম পোষাক খুলে চেয়ারের পিঠে রেখে দিলেন; হাতের দস্তানা খুলে আগুনে হাত সেঁকতে সেঁকতে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন।

ছোট একটি চাষার ঘর; মেঝে কঠিন এবং অসমতল; ধোঁয়াচ্ছন্ন বরগা থেকে গুচ্ছ গুচ্ছ পেঁয়াজ ঝুলছিল; অগ্নিকুণ্ডের উপরে দুটো কাঁটার উপরে একটি পুরানো শিকারীর বন্দুক ছিল আর ঘরে খাবার টেবিলে ছিল কয়েকখানি ফুল-আঁকা ডিস্। কিন্তু একটা জিনিস সবচেয়ে বেশী মহারাণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল; পর্দাঘেরা অর্ধ-লুক্কায়িত বিছানার পাশে একটি সাধারণ দোলনা ছিল; সেখান থেকে একটি সদ্যজাগরিত শিশুর ক্রন্দনধ্বনি তাঁর কানে এসে পৌঁছেছিল।

এক মুহূর্তে দ্বাররক্ষী আগুন করা বন্ধ রেখে দোলনার পাশে গিয়ে সেটাকে মৃদু দোলা দিতে শুরু করল।

"ঘুমোও মা, ঘুমোও! ও কিছু নয়—এঁরা তোমার বাবারই বন্ধু!"

লোকটাকে খুব স্নেহময় যত্নশীল পিতা বলে মনে হ'ল—এই দরিদ্র দ্বাররক্ষী, পরণে যার ছাগলের চামড়ার পোষাক, মাথায় টাক, মুখে সৈনিকের মত কঠিন গোঁফ আর গালে বড় বড় বিষণ্ণ দুটি বলিরেখা!

"ও কি তোমার ছোট্ট মেয়ে?" মহারাণী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন।
"হাঁ, মাদাম্, ও আমার সিসিলি…আগামী মাসে ওর তিন বছর বয়স হবে!"
"কিন্তু…ওর মা?" দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে মহারাণী জিজ্ঞাসা করেন এবং লোকটি যখন নেতিসূচক মাথা নাড়ে, "তবে তুমি মৃতদার?"
কিন্তু সে আবার অসম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। তখন মহারাণী বিচলিত হয়ে দোলনার কাছে গিয়ে দেখেন যে সিসিলি আবার ঘুমিয়ে পড়েছে—ওর কোলের কাছে পেস্টবোর্ডের তৈরী সাধারণ একটি কুকুর!
"বেচারী!" মহারাণীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।
দ্বাররক্ষী তখন ভাঙা গলায় বললে: "আচ্ছা মাদাম্, আপনার কি মনে হয় না যে, যে মা এই অল্প বয়সের মেয়েকে ফেলে চলে যেতে পারে, সে নিষ্ঠুর হৃদয়হীনা? অবশ্য আমাকে ছেড়ে যাওয়ার মধ্যে আমার নিজেরও কিছু দোষ আছে!…আমার পক্ষে তার মত তরুণী মেয়েকে বিয়ে করা অন্যায় হয়েছিল—তা'ছাড়া তাকে শহরে গিয়ে অবাঞ্ছনীয় তরুণ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিশতে দেওয়াও আমার উচিত হয়নি। কিন্তু এই অবুঝ মেয়েটিকে ছেড়ে যাওয়া! …এটা কি কলংকের কথা নয়?…যাক্, কি আর করব, একা আমাকেই এই হতভাগ্য শিশুকে মানুষ করতে হবে!…রেলওয়ের কাজ করি ব'লে একে মানুষ করা অবশ্য আমার পক্ষে কষ্টকর।…রাত্রে অনেক সময় ও যখন কাঁদতে থাকে তখন সেই অবস্থায় ওকে রেখে ট্রেনের বাঁশি শুনে' আমাকে ছুটে যেতে হয়। কিন্তু দিনের বেলায় ওকে আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাই…ও এখনই বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছে, ও আর রেলগাড়ীকে ভয় করে না…জানেন কাল আমি বাঁ হাতে ওকে ধরেছিলাম আর ডান হাতে নিশান দেখাচ্ছিলাম। এক্সপ্রেস্‌টা যখন সামনে দিয়ে গেল ও তখন একটু কাঁপলও না। সবচেয়ে আমার যা বেশী বিরক্তির লাগে সে হচ্ছে ওর জন্যে পোষাক, টুপি প্রভৃতি সেলাই করা। তবে সুখের বিষয় এই যে, আমার সময়ে আমি জুয়েভ্‌স্‌এ কর্পোরাল ছিলাম —কাজেই সূঁচসূতোর কাজ কিছু কিছু জানি।"
মহারাণী বললেন: "কিন্তু এত বড় কঠিন কাজ! দেখ, আমি তোমায়

সাহায্য করতে চাই…কাছাকাছি নিশ্চয়ই গ্রাম আছে এবং সেই গ্রামে কোন সম্ভ্রান্ত পরিবার হয়ত তোমার মেয়ে মানুষ করবার ভার নিতে পারে…এ যদি শুধু টাকারই প্রশ্ন হয়, তবে আমি…”

কিন্তু দ্বাররক্ষী আবার অসম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। “না, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি অহংকারী নই—আমি সিসিলির জন্যে হৃষ্টচিত্তে সাহায্য নিতে রাজী…কিন্তু আমি ওকে কাছ ছাড়া করব না…না, কখনও না…এক ঘণ্টার জন্যেও না!”

“কিন্তু কেন?”

“কেন?” লোকটি বিষণ্ণ গলায় জবাব দিলে: “কারণ মেয়েটিকে মানুষ করার ভার আর কারও উপর দিয়ে আমি বিশ্বাস পাই না। ওর মা যা নয় আমি ওকে তাই করব—আমি ওকে চরিত্রবতী করে তৈরী করব। কিন্তু আমায় মাপ করুন, আপনি কি দয়া করে সিসিলির দোলনাটা একটু নাড়বেন—লাইনে আমার ডাক পড়েছে!”

সেই রাত্রে মহারাণী যখন এক ঘণ্টা ধরে দরিদ্র দ্বাররক্ষীর মেয়ের দোলনা দুলিয়েছিলেন, তাঁর তখনকার মনোভাব কি কেউ জানতে পারবে? জেনারেল এবং ব্যারোনেস্ তাঁকে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁদের সাহায্য না নেওয়ায় তাঁরা অভিমানে গম্ভীর হয়ে আগুনের সামনে বসে ছিলেন। যখন গার্ড দরজা খুলে বললেন: “ভদ্রমহোদয়া এবং ভদ্রমহোদয়, আপনারা আসুন—গাড়ী এখনই ছাড়বে—সবাই গাড়ীতে উঠেছে,” তখন মহারাণী তাঁর টাকার থলি সোনায় পূর্ণ ক'রে রেখে গেলেন—আর রেখে গেলেন তাঁর কোমরের এক গুচ্ছ ভায়োলেট্ ফুল সিসিলির দোলনায়। তারপর তিনি গিয়ে গাড়ীতে উঠলেন।

কিন্তু মহারাণী এবার মাত্র দুদিন প্যারীতে রইলেন, তারপরই তিনি প্রাগে চ'লে গেলেন—প্রাগ্ ছেড়ে তিনি আজকাল বড় কোথাও যান না—সেখানে তিনি তাঁর ছেলের শিক্ষার জন্যে অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন। যেসব নার্স আগে শিশু ল্যাডিস্লাসের দোলনার আশেপাশে গম্ভীর মুখে ঘুরে বেড়াত

তাদের আর এখন কোন কাজ নেই—যদিও তারা নিয়মিত মাইনে পায়। শিশু ল্যাডিস্‌লাস্‌ যখন বেড়ে উঠবেন তখন যদি ইউরোপে রাজতন্ত্র থাকে, তবে তাঁর বাবা যা' ছিলেন না, তিনি তাই হবেন—ভাল রাজা। পাঁচ বৎসর বয়সেই ইতিমধ্যে তিনি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। তিনি যখন তাঁর মার সঙ্গে আঁকাবাঁকা বোহেমিয়ার রেলপথে ভ্রমণ করেন, তখন গাড়ী থেকে যদি দেখেন যে, কোন দ্বাররক্ষী এক হাতে একটি শিশুকে ধরে অন্য হাতে নিশান ওড়াচ্ছে, তবে তিনি তাঁর মার নির্দেশমত তার উদ্দেশ্যে সব সময়ই চুম্বন পাঠিয়ে দেন।

# কালো আদমীর শহর জীবন

ফে কিং

ডিনি হেসেছিল প্রথমত ট্রেনের জন্যে। শ্বেতাঙ্গদের যন্ত্র এত তাড়াতাড়ি চলে! এই গাড়ীই তাকে তার হাইভেল্ডের ছোট গ্রাম থেকে ডারবানে বয়ে এনেছিল।' ট্রেনে ভ্রমণ সে পুরোপুরি উপভোগ করেছিল। শ্বেতাঙ্গদের যাদুবিদ্যার প্রশংসা করতে হয়। এত অল্প সময়ে এত দূর আসা! সত্যি তার খুব ভাল লেগেছিল। স্টেশনে নেমে সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছিল। এত লোক সে এর আগে কখনও দেখেনি। তার মাথা ঘুরে গেছিল। লোকে আর মোটর গাড়ীতে স্টেশনের ওধারের পথগুলো নদীর স্রোতের মত ভেসে গেছে।

তার এক দূর সম্পর্কের ভাই স্টেশনে এসে তার সঙ্গে দেখা করেছিল। তারা দুজনে এক সঙ্গে ব্যারাকে গেছিল। যে ছোট শহরটিকে তারা ব্যারাক বলত প্রথম দেখার পর সেটি তার ভাল লেগেছিল। সেখানে অনেক লোক ছিল—সব তারই মত কালো এবং শীঘ্রই তাদের মধ্যে তার অনেক বন্ধু জুটেছিল। গান বাজনারও অবকাশ ছিল। সবই তার ভাল লেগেছিল। পরের দিন সে ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করতে গেছিল। সে পুরো এক সপ্তাহ কাজ করেছিল। তারপর প্রভু তাকে দিয়েছিল দশটি শিলিং। তার মনে হয়েছিল যে এক সপ্তাহ কাজের পক্ষে এ অর্থ যথেষ্ট।

তারা কালা আদমীদের বাজারে গেছিল; সেখানে ম্যুনিসিপ্যাল বিয়ার হলে প্রচুর বিয়ার কিনতে পারা যায়। সে দেখল তার পকেটের টাকা জলের মত খরচ হয়ে গেল।

কিন্তু সে সুখী হয়েছিল।

এখনও তিনি হাসল।

পাঁচ বছর আগে সে শহরে এসেছিল। সেই সুখের সপ্তাহের পর পাঁচ বছর কেটে গেছে। এখন আবার এসেছে তার ছোট ভাই। সে স্টেশনে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করল এবং লোভুর মুখে বিস্ময় ও উত্তেজনার ছাপ দেখে সে হাসল।

"তুমি তবে এবার শহরে বাসা বাঁধছ?" সেই ভাইয়ের লাল টিনের ট্রাঙ্কটি কাঁধে উঠিয়ে প্রশ্ন করল।

ছোট ভাই জবাব দিল: "লোকে বলে টাকা এখানে জলের মত। আমাদের ঘাড়ে খুব ট্যাক্সের চাপ পড়ছে। সমস্ত গরু বাছুর ত'দুর হয়েছে—এবার জমিও যাচ্ছে। শুধু উপত্যকায় ছোট একখণ্ড জমি আছে। নদীর কাছের জমি খণ্ডের খাজনা দিতে পারি না। কাজেই বুড়ো আমায় শহরে টাকা রোজগার করতে পাঠালে—তুমি ত আর আজকাল টাকা পাঠাও না। ওঃ! এ জায়গাটা কত বড়! গণ্ডগোলে আমি ভয় পেয়ে যাচ্ছি।"

তিনি আবার হাসল। কিন্তু হাসির শব্দে সুখের লেশমাত্র নেই।

"শহরে টাকা তবে জলের মত?" সে বলল।

"তারা বলে আর আমরা বিশ্বাস করি।"

"সে কথা সত্য। শহরে যথেষ্ট টাকা আছে। কিন্তু তোমার জন্যে নেই। শহরে কালা আদমীর পথে যা কিছু টাকা আসে তা ধরার জন্যে তাকে দেওয়া হয় চালুনি। সে টাকা রাখতে পারে না। সে টাকা সর্বদাই চালুনির ছিদ্রপথে শ্বেতাঙ্গদের হাতে চলে যায়—ট্যাক্স, ভাড়া এবং অন্যান্য হাজার রকমে।"

"কিন্তু আমি কাজ করব··· " লোভু তাড়াতাড়ি বলল।

"আমার দিকে তাকাও", তার ভাই পাল্টা জবাব দিল। "আমি কি কাজ করি না? আমার পরণে এ সব কি? এগুলো কি মানুষের পোষাক? আমি সারাদিন রিক্সা টানি এবং মাঝে মাঝে যখন চড়নদার পাই না, তখন ভাড়ার খোঁজে সারা রাত ঘুরে বেড়াই। এখানে মানুষের মনুষ্যত্ব নেই।

সে ঘোড়ার মত খাটে—খেটে যা পায় তা দিয়ে তার রিক্সা ভাড়া শোধ হয়, রিক্সাও তার নিজের নয়; জনাকীর্ণ ব্যারাকে থাকার জন্যে সীট ভাড়া দিতে হয়—খাবার খরচ, বিয়ারের খরচ, ট্যাক্স এবং জরিমানা ত আছেই। তুমি ঠিকই বলেছ—শহরে টাকা জলের মত। কিন্তু এস আমরা অনাবশ্যকভাবে দাঁড়িয়ে থাকার দরুণ পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগেই এখান থেকে সরে পড়ি। ধরা পড়লে তোমার দশ শিলিং জরিমানা হবে—আমারও দশ শিলিং জরিমানা হবে। আমার হাতে মোটেই টাকা নেই।"

"কিন্তু আমরা ত কোন অন্যায় করছি না? তুমি ভয় পাচ্ছ কেন?" লোভু সবিস্ময়ে বলে উঠল।

"তুমি শীঘ্রই সে কথা বুঝতে পারবে। এখন চলে এস।"

তারা তাড়াতাড়ি করে স্টেশনের বাইরে এল। ডিনি তার চারদিকের কোন জিনিসের দিকেই নজর দিচ্ছিল না—লোভু অবিশ্বাসী চোখে সবিস্ময়ে প্রত্যেকটি জিনিসের দিকে তাকাচ্ছিল। উত্তেজনায় সে প্রায় একটি শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছিল আর কি! সে ক্ষমা চাওয়ার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল। ডিনি তার হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে চলল।

"তোমার হয়েছে কি?" লোভু রেগে বলল।

"বোকা, অমন কাজ আর কখনও করো না," তার ভাই তীক্ষ্ণ স্বরে জবাব দিল। "তোমার কি এত শীঘ্রই জেলে যাবার ইচ্ছা হয়েছে?"

লোভু তার পিছনে পিছনে চলল। বহু বৎসরের ছাড়াছাড়ি এবং শহর তার দাদাকে পর করে তুলেছে।

ডিনি পথ দেখিয়ে তাকে তার নিজের রিক্সার কাছে নিয়ে গেল।

"তুমি এইটা টান?" লোভু সবিস্ময়ে বলল। এখনই সে কেবল পুরোপুরি বুঝতে পারল ডিনির পোষাক ও কথাবার্তার কি অর্থ।

ডিনি ভুরু কুঁচকিয়ে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

"এস, রিক্সায় চড়," সে সহসা বলল। "আমরা এখানে দাঁড়িয়ে সময়ের অপব্যয় করছি।"

সে ভাইয়ের বাক্স রিক্সায় তুলে নিল এবং লোভু সন্তর্পণে চড়ে বসল।
তিনি রিক্সার ডাণ্ডা দুটি তুলে নিয়ে জনাকীর্ণ পথে চলতে সুরু করলে।
লোভু সাবধানে মন্তব্য করল: "মনে হয় তুমি এ শহরটি পছন্দ কর না।"
"আমি যখন এখানে এসেছিলাম সে দিনটাই ছিল খারাপ।"
"কিন্তু তুমি ত গ্রামে ফিরে যাওনি।"
"তুমি পরে এর কারণ বুঝবে," তিনি বলল। "শহর যে হাত দিয়ে তোমায় ধরে সে হাতটা শয়তানের—তোমায় যাদু করে।"
তিনি ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে পথ চলছিল। তার ভাই রিক্সার দু পাশ ধরে সোজা হয়ে বসে মৃদু মৃদু হাসছিল আর নতুন কোন জিনিস দেখলেই বিস্ময়োক্তি করছিল। রিক্সার ডাণ্ডা দুটো ধরে দৌড়তে দৌড়তে তিনিও মৃদু মৃদু হাসছিল—ভাবছিল সে যখন প্রথম শহরে এসেছিল তখন তার কি রকম অদ্ভুত লেগেছিল। কি অদ্ভুত, আর কি বিস্ময়কর!
তারা অন্যান্য রিক্সাওয়ালাদের ছেড়ে যাচ্ছিল। কেউ কেউ খালি রিক্সা টেনে মাথা নামিয়ে ধীরে ধীরে চলেছে। অন্যেরা চড়নদার নিয়ে ডাণ্ডা দুটির মধ্যে লাফিয়ে চলেছে—শ্বেতাঙ্গ যাত্রীদের আনন্দের জন্যে তারা যেন কসরৎ দেখাচ্ছে। যখনই কোন রিক্সা তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখনই তিনি রিক্সাওয়ালার সঙ্গে আলাপ করছিল।
"কি রকম চলছে? একি তোমার আজকের প্রথম ভাড়া?" তিনিকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে।
"এ আমার ভাড়া নয়। এটি আমার ভাই—গ্রাম থেকে এসেছে", সে পিছন দিকে তাকিয়ে বলল, "সে বলে এই সহরে টাকা নাকি জলের মত। ও কিছু টাকা রোজগার করতে এসেছে।"
এই কথায় হাসির হর্‌রা পড়ে গেল।
"টাকা জলের মত! সে শীঘ্রই দেখবে! হয়ত আমরা সহরে শুধু অনাবৃষ্টিই দেখি। হয়ত ও যখন সহরে এসেছে তখন বৃষ্টি হবে……টাকা জলের মত!"
অথবা কোন ভাগ্যবান রিক্সাওয়ালা মৃদু হেসে পিছনে তার রিক্সার উপর বসা

চড়নদারের দিকে তাকিয়ে বলল : "আজ আমার পক্ষে দিনটা ভালই গেছে। সৌভাগ্যের দিন !"

লোভু টাকা জলের স্রোতের মত বয়ে যাওয়া সম্বন্ধে যা বলেছিল সেকথা ডিনি তাদের বলায়, তারা সবাই হাসল।

এতে লোভু বিব্রত হয়ে রেগে গেল।

"এ লোকগুলো হাসে কেন ?" সে জানতে চাইল।

তার ভাই জবাব দিল : "ওরা হাসছে, তার কারণ তুমি আজ যা বলছ, ওরাও প্রথমে সহরে এসে তা-ই বলেছিল।"

"তাতে হয়েছে কি ?"

"একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা !"

লোভু নিজকে টেনে সোজা করল—রাগে তার স্বর চড়ে গেল।

"তাদের মনুষ্যত্ব নেই বলে এবং তারা রাস্তায় রাস্তায় রিক্সা টেনে বেড়ায় বলে তারা মনে করে যে, প্রত্যেকেই তাদের মতন। আমি তাদের দেখিয়ে দেব। আমি পুরুষ-সুলভ কাজে ভয় করি না। আমি শীঘ্রই প্রচুর অর্থ রোজগার করব—তখন দেখা যাবে কে হাসে।"

ডিনি রাগ করল না। সে মৃদু হেসে মাথা নাড়ল।

"লোভু, আমিও এই কথাই বলেছিলাম—কিন্তু পাঁচ বছর বড় দীর্ঘ কাল। এর মধ্যে অনেক কিছু শেখা যায়।"

কিছু পরে সে অনেকগুলো রিক্সার কাছে এসে তার রিক্সাটা নামাল একটা নর্দামার পাশে—সেখানে একটি লোক বসেছিল। লোভু রিক্সা থেকে নেমে জড়সড় হয়ে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে রইল।

"ব্যবসা কেমন চলছে ?"

"খারাপ, খারাপ। আজ আমার ভাড়ার টাকাও জোটেনি," এই কথা বলে ডিনি অন্য সবাইর দিকে ফিরল।

"এ হচ্ছে আমার বাবার কনিষ্ঠ পুত্র," সে লোভুকে টেনে সামনে এনে বলল। তারপর দুজন বিবেচক বন্ধু সরে বসে তার জন্যে যে জায়গাটা করেছিল,

সেখানে সে বসে পড়ল। "এ শহরে নতুন এসেছে। ও ভাবে শহরে টাকা জলের মত। টাকা জলের মত—বুঝলে ?"
তারা নাচুনে চোখে মিট মিট করে তার দিকে তাকিয়ে সবাই একযোগে হেসে উঠল। যুবক রেগে-মেগে চুপ করে রইল। এরা সহরের লোক; তারা ভুল করলেও তারা সবাই তার চেয়ে বয়সে বড়। সে তাদের দেখিয়ে দেবে—হ্যাঁ সে শীঘ্রই তাদের দেখিয়ে দেবে।

একজন রিক্সাওয়ালা নস্য নিয়ে হাত কচলাতে কচলাঁতে বলল: "হ্যাঁ, আমি যখন শহরে এসেছিলাম, তখন আমিও ওই ধারণা নিয়েই এসেছিলাম। ট্যাক্স দেবার পক্ষে যথেষ্ট টাকা রোজগার করব—বউয়ের গয়নার জন্যে টাকা জমাব। আমি খুব পরিশ্রম স্বরু করেছিলাম। আমি সব রকম কাজ করতাম। তারপর এক রাতে আমার ব্যারাকে পুলিশ এসে হাজির হল—কে যেন আমার পাস্‌টা চুরি করেছিল। কাজেই ওরা আমায় এক মাসেব জেল দিল। তারপর যখন বেরিয়ে এলাম—তখনও একটা না একটা বিভ্রাট লেগেই রইল—নতুন পাস্ কেনা, ট্যাক্স দেওয়া এবং বেকারত্ব। সব সময়েই একটা না একটা বিভ্রাট। আর এখন এই আগুন বুকে নিয়ে দিনরাত মেয়েদের রিক্সা টেনে বেড়াচ্ছি। এটা ঋণ শোধ করছি—বউয়ের জন্যে গয়না কেনার পয়সা আর থাকে না। সে হয়ত এতদিন অন্য লোকের কাছে গেছে···টাকা জলের মত! সে ও দেখতেই পাবে!"

আর একটি লোক বলল: "আমি একমাস এক শ্বেতাঙ্গের অধীনে প্রচুর খেটেছিলাম। সে বলেছিল সে আমায় এক পাউণ্ড দেবে। যখন মাস শেষ হল সে বলল যে, পরের মাসে সে আমায় দু পাউণ্ড দেবে, কারণ তখন তার হাতে টাকা ছিল না। দ্বিতীয় মাসও যখন গেল, তখনও সে আমায় টাকা দেয় না। কাজেই আমি তাকে মার লাগালাম। ওরা আমায় তিন মাসের জেল দিল আর ছয়বার বেত্রাঘাত করল। এভাবে কি টাকা রোজগার করা যায়? শহরে সব সময়ই এই অবস্থা!"

অন্যেরাও তাদের কাহিনী বলল। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু বলার ছিল

তারা তাড়াতাড়ি কথা বলছিল—তাদের কথায় আবেগ আর তিক্ততা—তাদের হাত এবং চোখ দুটোই চঞ্চল। এমনই ভাবে পথের কোণে বসে রইল—কেউ পাইপ খাচ্ছে, কেউ নিচ্ছে নস্য, আবার কেউ বা পাথরের কুচি নিয়ে জুয়ার মত এক ধরণের খেলা খেলছে।

পথের ওধার থেকে একজন শ্বেতাঙ্গ শিস্ দিয়ে হাত নাড়ল। তারা সবাই শব্দ করে উঠে দাঁড়াল এবং রিক্সা নিয়ে মোটা শ্বেতাঙ্গটির আদেশ পালনের জন্যে ছুটল। শ্বেতাঙ্গটি কিছুক্ষণ তাদের নিয়ে খেলল। একবার সে একে পছন্দ করে আবার মন বদলিয়ে আর একজনকে পছন্দ করে, আবার মন বদলায়। তারা সবাই তাদের ছোট ছোট ঘণ্টা নাড়ছিল এবং প্রত্যেকে নিজের নিজের শব্দ করে শ্বেতাঙ্গটির দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছিল। তাদের মধ্যে একজন মুখে চিন্তার কালি মেখে ফিরে দাঁড়াল। শ্বেতাঙ্গটি হেসে তাকে ডেকে ফেরাল এবং তার রিক্সায় চড়ে বসল। অন্য সবাই স্ট্যাণ্ডে ফিরে এল।

ডিনি ভাইয়ের দিকে তাকাল।

"এস," সে বলল, "আমি যেখানে থাকি তোমাকে সেই ব্যারাকে নিয়ে যাই। আমি তোমাকে আমার পাশে একটা বিছানা দেব। তুমি কাজ না পাওয়া পর্যন্ত আমার যা কিছু আছে স্বচ্ছন্দে তার ভাগ নিতে পার। এস রিক্সায় ওঠ।"

লোভু আদেশ পালন করল।

রাস্তা দিয়ে দৌড়ে যেতে যেতে ডিনি ভাইয়ের মুখের দিকে ফিরে তাকাল। তার মুখ স্থির গম্ভীর। একাগ্রতা উবে গেছে—তার চোখে সন্দেহের ছায়া। ডিনি যেন বাতাসে ভেসে চলতে চলতে হেসে উঠল। ডিনির হাসিতে সুখ ছিল না।

# স্বদেশপ্রেমিক ওয়াশিংটন

অ্যান্টোনেও এ. এম. ফিলহো

একটি ভীষণ সুন্দর সকাল ; ব্রাজিলের বুকে এবং ডক্টর ওয়াশিংটন কোয়েলহো পেন্টিডোর পুরুষত্ব-ব্যঞ্জক দেহের উপর সূর্যের আলো চকচক করছিল। আটত্রিশ বছর আগে ডিওডোরা ডা ফনসেকা উদ্দেশ্যহীনভাবে ব্রাজিল সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ডক্টর গভীরভাবে সেই ঘটনার কথা চিন্তা করে ড্রাইভারকে চীৎকার করে বললেন : "মোগিডাস-ক্রুজেস্-এ যাবো।"

কয়েক মিনিট আগে তিনি ইউক্রেসিয়ান বাজারের ক্যালাণ্ডার থেকে ১৪ই তারিখের পাতাটা ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। ছেলেমেয়ে পরিবৃত হয়ে একটি নীল পেন্সিল দিয়ে তিনি ১৫ই তারিখের উপর লিখেছিলেন : "ব্রাজিল দীর্ঘ জীবন লাভ করুক !" কিভাবে সামরিক সম্মান দেখাতে হয় ছোট জুকুইনো তা জানে না বলে তিনি নিজে তার মাথার টুপীটা নামিয়ে দিয়েছিলেন।

সব কিছুই ভাল লাগছিল। খোলা শেভ্রলে গাড়িটা মোগিডাস-ক্রুজেসের পথে ইতিমধ্যেই এগিয়ে চলেছিল। পৃথিবীর কোথাও কি কখনও এই দিনটির মত সুন্দর দিন ছিল ? স্বাগত ব্রাজিল ! স্বাগত !

তাঁর বোতামের ঘরে একটি ছোট জাতীয় পতাকা ! ব্রাজিলের বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের সময় থেকে ওটি ওইখানে আছে। হয় আমরা আছি, নয় আমরা নেই ! ডক্টর নিশ্চয়ই আছেন। ডক্টর কি ? ভগবানের দয়ায় তিনি ব্রাজিলিয়ান ! তাঁর কোথায় জন্মগ্রহণের ইচ্ছা হতে পারে ? ব্রাজিল ছাড়া আর কোথায় ?

এ প্রশ্নে তাঁর পাশে বসা স্ত্রীর মনে কোন আগ্রহই সৃষ্টি করে না। আর ছেলে-মেয়েদের কথা বলতে গেলে, জাতীয় সংগীত তাদের মুখস্থ যদিও এখন পর্যন্ত তারা পুরোপুরি সুরটি আয়ত্ত করতে পারে নি। তা সত্ত্বেও তারা ডক্টরকে শোনানোর জন্যে মাঝে মাঝে খাবার টেবিলে জাতীয় সঙ্গীত গায়। ম্যুনিসিপ্যাল থিয়েটারের ব্যালকনি থেকে যে পতাকাটি বাতাসে দুলছে সেটি দেখে ডক্টরের "ক্রীতদাসে"র কবির সুন্দর কবিতাগুলোর কথা মনে পড়ে যায়।

"হাঁ, সদাশয় ক্যাষ্ট্রো অ্যাল্‌ভ্‌স এই ধরণের বাতাসের কথাই বলেছেন।"

"কি রকম বাতাস, প্রিয় ?"

"কিছু না। তুমি বুঝবে না।"

তিনি নিজে খুব বোঝেন। তিনি বাতাসে পূর্ণ আনন্দ ভোগ করেন—"চুম্বন এবং ঘুমপাড়ানী গানে"র মত বাতাস !

"এই অ্যান হ্যান গ্যাবো পার্কের সঙ্গে তুলনা করা যায় এরূপ কোন পার্ক ইউরোপে নেই—ক্যাপ্টেন মেলো সে বিষয়ে নিশ্চিত।"

"তিনি অত্যুক্তি করেন।"

"এই ত তোমাদের দোষ ! তোমরা চিরদিনই নিজেদের জিনিসকে ছোট করে দেখ। দয়া করে বোঝ—দয়া করে বোঝ ডোনা ব্যালবিনা। যা আমাদের তা আমাদেরই—এ কথাটা দয়া করে বোঝ ম্যাডাম। আর তার মূল্যও যথেষ্ট। তার মূল্য সব কিছুর চাইতে বেশী। শোন। শুনে চুপ করে থাকো। চিরদিনের জন্যে একথাটা মনে রাখো যে তোমায় বোকার মত কথা বলা বন্ধ করতে হবে।"

"দেখ কেমন ট্রাফিক ! মনে রেখ আজ ছুটির দিন ! কি ? সেকথা ভুলো না। এমন কি খাস প্যারী শহরেও এমন ট্রাফিক দেখা যায় না। এর কাছাকাছি আসতে পারে তেমন ট্রাফিকও সেখানে নেই।"

"তুমি ত কখনও প্যারী যাও নি।"

একথা সত্যই অপমানজনক। এর উত্তর না দেওয়াই ভাল। না—এর একটা জবাব দেওয়া দরকার।

"হায় ভগবান! আমি সেখানে যাই নি বটে! কিন্তু আমি জানি। প্রত্যেকেই জানে। ফরাসীরা নিজেরাই স্বীকার করে। অবশ্য তুমিই ভাল জান। পৃথিবীতে একমাত্র তুমিই কিছু বোঝ না এবং জানো না।"
ডক্টরের অঙ্গুলি নির্দেশ অনুসরণ করে সবাইর চোখ গিয়ে পড়ে অর্ধনির্মিত ক্যাথেড্রালটির উপর।
"এটা পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় ক্যাথেড্রাল হবে। আর এটি তৈরী হচ্ছে গথিক স্টাইলে। আমার কথা বুঝতে পারছ? একটি গথিক ক্যাথেড্রাল!"

এবার ওদের জব্দ হওয়া উচিত।

কার্মো পাহাড়ের উপর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে দ্বিতীয় ডন পেড্রো পার্কের সমতল ভূমিতে নেমে সবাই আনন্দ পায়।
"ছোট জুকুইন, স্কুলে তোমার মাষ্টার কি তোমায় শেখাননি যে, ডন পেড্রো প্রতিভাশালী ফরাসী লেখক ভিক্টর হুগোর বড় বন্ধু—প্রকৃতপক্ষে খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন?"
ছোট জুকুইন কষ্ট করে উত্তর দেওয়াটাও প্রয়োজন মনে করে না! "যদি তিনি সে কথা তোমায় না পড়িয়ে থাকেন, তবে তিনি অন্যায় করেছেন। এ রকম বন্ধুত্ব দেশের পক্ষে সম্মানজনক।"

ড্রাইভার কোন একটি গর্তও যেন বাদ দেয় না; ডোনা ব্যালবিনা ভয়ে বুকের উপর হাত রাখেন। ছোট ওয়াশিংটন কোয়েলহো পেন্টিডো মোটর হর্ণটা চেপে ধরে।
"তাঁরা হচ্ছেন ছেলেমেয়েদের অনুসরণযোগ্য আদর্শ। তারা যখন বড় হবে, তখন তাদেরও এরকম সাধনা করতে হবে।"
ডক্টরের কথা বাতাসে পরিবারের কানের কাছ থেকে দূরে ভেসে যায়। শেভ্রোলে ট্রাম কিংবা অন্য কিছুরই তোয়াক্কা যেন রাখে না। গাড়িটা যখন প্রায় তাদের ঘাড়ে এসে পড়ে, তখন পায়রাগুলো ওড়ে।

"আঃ সেই ব্রাজ! ব্রাজ অঞ্চলের কর্মব্যস্ততাটা একবার দেখ। আমি আর বেশী কিছু বলতে চাই না।"

একটা সিগারেট ধরাতে দশটা দেশলাইয়ের কাঠি লাগে।

ডোনা ব্যালবিনা একটি পেইনেরা গাছের দিকে তাকান। ফল হয় অনেকটা না তাকানোরই মতন। ছোট জুকুইন গাছটিকে দেখে খানিকটা সবুজ রঙের মত—ছোট ওয়াশিংটন দেখে লম্বাটে ধরণের একটা জিনিস—আর ডক্টর গাছটির মধ্যে দেখেন তাঁর দেশের প্রকৃতি যে বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তারই নিদর্শন।

একটা বিস্ময়ের অস্পষ্টোক্তি। তারপর এক মুহূর্ত পরে:

"একবার মোটরকারের কথা ভাবো। সাও মিগুয়েলের পরে আমরা দশটা মোটরের দেখা পেয়েছি—একটা গরুর গাড়িরও দেখা পাইনি কিন্তু।"

ঘণ্টায় ষাট কিলোমিটার!

শেভ্রোলেটা ধূলোয় হারিয়ে যায়। ডোনা ব্যালবিনা অনুযোগ করেন। ছোট জুকুইন চোখ মোছে।

"ধূলো মানেই প্রগতি।"

এ হচ্ছে এমন একটি কথা যা লোকে বারবার করে নিজের মনে আওড়ায় এবং তার পূর্ণ আস্বাদ গ্রহণের চেষ্টা করে।

ধূলো মানে প্রগতি। তখনই সমজাতীয় অন্য একটি উক্তি মনে পড়ে যায়। ধূলো: হাঁ মশাই—ধূলোর অর্থই প্রগতি—কমও নয় বেশীও নয়। প্রাচীন গ্রীসে—কিন্তু ডক্টরের মনে একটা সন্দেহ খোঁচা দেয়। এ কথাটা কি তাঁর নিজের কিংবা তিনি কি এটা কোন বক্তৃতা থেকে, কোন প্রবন্ধ থেকে, কোন রাজনৈতিক বক্তৃতা থেকে পেয়েছেন? হয়ত তিনি এটা রুই-এর থেকে

পেয়েছেন। এ কথাটি সেই মহাপুরুষের লেখা কিনা সেটি তাঁকে দেখতে হবে। না, ভুল। এটা রুই-এর নয়। হয়ত এপিটাসিওর—না, এটা এপিটাসিওর নয়। এটা রুই-এরও নয়, এপিটাসিওর নয়। তবে এটা নিশ্চয়ই তাঁর নিজের সৃষ্টি—তাঁর নিজেরই সৃষ্টি।

ছোট ওয়াশিংটন মোটর হর্ণ চেপে ধরে উত্তেজিত হয়ে উঠছে—কারণ সামনে একটা বাঁক।

গতি।

ব্রাজিল দৈত্যের মত ঘুম থেকে জাগছে।

শীঘ্রই……

এক সময় একটা টায়ার ছিল……

"তোমরা সবাই ওখানে একটা লাল ছাদ দেখতে পাচ্ছ? ওটা হচ্ছে স্যাণ্টো অ্যাঞ্জেলোর কুষ্ঠাগার।"

কুষ্ঠরোগের অপর নাম হ্যানসেনের ব্যাধি; বহু প্রাচীনকাল থেকে এই রোগটি মানুষের অভিশাপ বিশেষ; তিনি এই রোগের ভয়াবহতার সুস্পষ্ট বিবরণ দিতে লাগলেন। তাঁর বর্ণনা শুনে মনে হল যে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রী থাকলে এবং কয়েক বছর ব্যারিস্টারী করলেই এরূপ বর্ণনা দেওয়া সম্ভব।

ডোনা ব্যালবিনার অনুভূতি সহজেই জেগে ওঠে—তবে এবার তাঁর অনুভূতি জাগার পিছনে যথেষ্ট যুক্তি ছিল।

বেলি সারিও পেনা এই রোগের বিরুদ্ধে যে অভিযান চালিয়েছিলেন—তা ছিল যথেষ্ট স্বদেশপ্রেমমূলক এবং সর্বপ্রকার প্রশংসার যোগ্য। সাও পোলো গভর্ণমেণ্টের কাজও অনুরূপ প্রশংসার দাবী রাখে। শীঘ্রই ব্রাজিলে আর কোন কুষ্ঠ রোগী থাকবে না। এখনও দু'চারটা আছে; কিন্তু এ রোগটা ত আর ব্রাজিলের একচেটিয়া নয়। সমস্ত পৃথিবীতেই এ রোগ আছে। আর্জেন্টিনার কথা উল্লেখ করারই প্রয়োজন হয় না—এ দেশে কুষ্ঠ রোগের ছড়াছড়ি। আর তারা এই গুরুতর সমস্যাটি সম্বন্ধে ভাবেও না। না, তারা

একে অবহেলা করে। হাঁ, সত্যিই তাই করে। কিন্তু শীঘ্রই ব্রাজিলে আর এ সমস্যা থাকবে না। কেবল আর্জেন্টিনায় থাকবে—এ জাতটা একেবারে পছন্দের বাইরে—আর ভগবান, কি হিংসুকে! ফলও পাবে। যে নিন্দা করে সে বেঁচে থেকে তার কুফলও ভোগ করে। এক মোচড় দিলেই আমরা ওদের······থাক, থাক, চুপ করে থাকাই সবচেয়ে ভাল! সাবধান, শক্ররা শুনতে পাবে।

মোগিডাস-ক্রুজেসের সাদা সাদা বাড়ি।

"ওখানে যে গাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে তার নম্বর কত?"

"পি ৯২৫।"

"দেখ! পি ৯২৫!"

মোটর গির্জার স্কোয়ারটা ঘুরে গেল! শিশুদের কিছু খাওয়ানোর জন্যে মিষ্টির দোকানে গাড়ী থামাতে হল। দুই জোড়া লোভনীয় পায়ের দিকে বাঁকা দৃষ্টি! স্থানীয় প্রগতির উদ্দেশ্যে মুখর প্রশংসার বাণী!

আবার শেভ্রোলের ভিতরে।

"আবার সাও পোলোতে ফিরে চল!"

প্রথম গিয়ার—কিছুটা ঘর্ঘর শব্দ। দ্বিতীয় গিয়ার—এবার চলেছে। তৃতীয় গিয়ার—দুধের মত মসৃণ গতি!

"না, থাম।"

"কেন, প্রিয়?"

"একটা কাজ আছে। টেলিগ্রাফ অফিসটা কোথায়? নিশ্চয় টেলিগ্রাফ অফিস আছে। কোথায় সেটা?"

"দেখুন মশায়, শুনুন, টেলিগ্রাফ অফিসটা কোথায় পাবো সেটা কি আমায় বলে দিতে পারেন?"

বলে দেওয়া পৃথিবীর মধ্যে সহজতম কাজ। এই রাস্তা ধরে যান। প্রথমেই ডান দিকের বাঁক ঘুরুন—স্কোয়ারের মধ্য দিয়ে যাবেন, লাল বাড়িটা ছাড়িয়ে যাবেন—প্রথম রাস্তায় ডান দিকে ঘুরবেন।

"প্রথমে ডান দিকে?"

প্রথম ডানদিকে। তৃতীয় রাস্তার পরে একটি নিশান ওড়ানো বাড়ি আছে।

"নিশান? আমায় মাপ করুন মশায়, না। আজকেই নিশান ওড়ানো হয়েছে, কারণ আজ নভেম্বরের ১৫ তারিখ। বহু ধন্যবাদ।"

তিনি সমস্ত পরিবারকেই গাড়ি থেকে নামান। পকেট থেকে স্টাইলোগ্রাফ কলমটা বের করে শূন্যে নাড়তে থাকেন। তিনি লিখতে শুরু করেন: "মহামান্য সেন্হর ডক্টর ব্রাজিল যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট, ক্যাটেট রাজপ্রাসাদ।" রাস্তার নামটা দেওয়াও কি উচিত? না! এঁকে নিশ্চয়ই সবাই চেনে। বেশ শুধু রায়ো ডি জেনিরোই যথেষ্ট। এখন: "রাজধানী থেকে এক ঘণ্টা ১৭ মিনিটে এই প্রগতিশীল শহরে এসে আমরা আপনাকে এই সুখের দিনে উৎসাহী স্বদেশভক্ত হৃদয়ের শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিনন্দন পাঠাচ্ছি এবং সাধারণতন্ত্র আপনি দীর্ঘায়ু হন—এই কামনা করছি।" এ সম্বন্ধে আপনি কি মনে করেন? খুব ভাল—নয় কি? কেবল ওই "সাধারণতন্ত্র আপনি" কথাটি একটু দ্ব্যর্থবোধক। মনে হয় সাধারণতন্ত্রটি যেন তাঁরই। এত পরিষ্কার নয়। সাধারণতন্ত্র ত প্রত্যেকেরই। এটা ত সাধারণতন্ত্রের গণতান্ত্রিক স্বরূপের অপরিহার্য অঙ্গ বিশেষ। ওটাকে যদি এমনইভাবে লেখা যায় তবে ঠিক হয়: "সাধারণতন্ত্র এবং আপনি।" চমৎকার। "ডক্টর ওয়াশিংটন কোয়েলহো পেণ্টিডো সেন্হোরা এবং ছেলেমেয়েরা।"

"টেলিগ্রামের খরচটা দিন।"

"আমি টেলিগ্রামের মধ্যে একটা উধৃতি দিতে চাই।"

"কোন দরকার নেই। এমনিতেই চমৎকার হয়েছে।"

"আপনি যে এ কথা বললেন সে জন্যে ধন্যবাদ। কিছুই নয়—তাড়াতাড়ি করে একটা কিছু লিখে দেওয়া আর কি!"

টেলিগ্রামের কেরানী যখন আবার ওটা জোর গলায় পড়ছিল তখন ডক্টর ওয়াশিংটন কোয়েলহো পেণ্টিডো খরচটা দিয়ে দিলেন।

বাড়িতে ফেরার পথে ডক্টর সহসা নিজের সীটে বিষণ্ণ হয়ে বসে রইলেন: তিনি কথা বলা বন্ধ করে দিলেন। ডোনা ব্যালবিনা ঘুমিয়ে পড়ছিলেন—কিন্তু এই নীরবতায় জেগে উঠলেন। ডক্টর কথা বলছেন না। খারাপ লক্ষণ। তিনি কারণ অনুমান করার চেষ্টা করে সাহসে ভর দিয়ে প্রশ্ন করেন:

"কি হয়েছে? টেলিগ্রামের খরচের কথা ভাবছ?"

ডক্টরের একটা মুখভঙ্গী থেকে তিনি স্পষ্টই বোঝেন যে, অর্থনৈতিক কোন প্রশ্নেরই সামান্য গুরুত্ব নেই তাঁর কাছে।

ডোনা ব্যালবিনা এক মুহূর্ত ভাবেন—ডক্টর নিঃসাড়, নিস্তব্ধ। তিনি সাহস করে আবার প্রশ্ন করেন।

"তুমি নিশ্চয়ই একথা ভেবে ভয় পাচ্ছ যে তুমি যে রবিবার এবং ছুটির দিনেও অফিসের গাড়ি ব্যবহার কর—তোমার বড়কর্তা তা ধরে ফেলবেন!"

ডক্টর তাঁর মুখভঙ্গীর দ্বারা বিভাগীয় বড়কর্তাকে নবকে পাঠিয়ে দেন।

মাইল-নির্দেশকগুলো অনুসরণ করে শেভ্রোলে এগিয়ে চলে।

* * * *

ডক্টর শুধু বাড়ি ফেরবার পর মুখ খুলতে সিদ্ধান্ত করেন।

"আমি উত্তরের জন্যে ঠিকানা লিখতে ভুলে গেছি!"

"বো-কা!"

ছেলেমেয়েদের সে কি আনন্দ!

# পল্‌সনের কাহিনী

হাসে জেটারস্ট্রম

"পল্‌সন কি অদ্ভুত ভাবে হাঁটে," আমার স্ত্রী বললেন, "তুমি কি লক্ষ্য করেছে ?"

আমি লক্ষ্য করেছিলাম ; শুধু তাই নয়, আমি ভাল ভাবেই পর্যবেক্ষণ করেছিলাম। এ যেন বেশ অসাধারণ একটা কিছু, যার প্রতি মনোযোগ না দিয়ে আমরা পারি না। আপনি যদি ট্রামে একটি ঠোঁট-কাটা কিংবা ট্যারা-চোখ লোকের সামনে বসেন, আপনার চোখ সেদিকে আকৃষ্ট হয় ! পল্‌সনের ব্যাপারও তেমনি ; ওর একটি মাত্র পায়ে—শুধু বাঁ পায়েই—দোষ ছিল, ডান পা ছিল অন্যান্য দশ জনের মতই স্বাভাবিক। যখন সে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে থাকে তখন কিছুই চোখে পড়ে না—কিন্তু যখন হাঁটে তখন একটা পা এগিয়ে দেয়—পা'টা এরকম ভাবে বেঁকে যায় যে, দেখলে মনে হয় ও বুঝি পড়ে যাবে ; কিন্তু ও পড়ে না। ও তখনই ওর সমস্ত দেহটা সোজা করে দাঁড়ায়।

"ও কি ওর পা সারানোর জন্যে কিছু করে নি ?" আমার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করেন। তিনি চান যে সবাই নিখুঁৎ পূর্ণাঙ্গ হোক।

"আমি তো এ বিষয়ে ওকে কখনও জিজ্ঞাসা করি নি !"

বলুন ত পল্‌সন কে ? সে আমারই যুবক ভৃত্য—নানা উপায়ে আমাদের সেবা করে। ও আমাদের সংবাদ আদানপ্রদান করে, বাজার করে এবং অবাঞ্ছিত আগন্তুকের হাত থেকে আমাদের বাঁচায়। সুন্দর আমোদপ্রিয় যুবক—ওকে যে হঠাৎ কোথায় পেয়েছিলাম তা আমার মনে নেই—তবে ওকে আমরা সবাই বিশ্বাস করি। কিন্তু কি অদ্ভুতভাবে ও হাঁটে !

একদিন আমি ওকে বললাম: "পল্সন, তোমার পা'টার জন্যে কিছু একটা করা দরকার। একজন বিশেষজ্ঞের মত নাও—হয় তো ব্যাপারটা বিশেষ কঠিন নয়, হয় তো সহজেই সেরে যাবে।"

মৃদু হেসে পল্সন জবাব দিলে: "আমি এই পা নিয়ে অনেক হাসপাতালে গেছি। তারা কিছুই করতে পারে নি। ছোট বেলায় আমি ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছিলাম, তার ফলেই পা'টার এই অবস্থা হয়েছে। আমার পা সম্বন্ধে ডাক্তারদের খুব উৎসাহ কিন্তু তারা পা'টা ঠিকমত লাগিয়ে দিতে পারে না। যাক, এখন আর চেষ্টা করে লাভ নেই—কথাবার্তা সব পাকা হয়ে গেছে, আমি আমার টাকাও পেয়েছি।"

"কি? কিসের কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে?"

"আমি অর্থোপিডিক্ ইন্স্টিটিউটের ( Orthopædic Institute ) অধ্যাপক এইচের কাছে আমার পা খানা বিক্রী করেছি। আর শুধু পা-ই নয়—সমস্ত কঙ্কালটা! এর জন্যে আমি পাঁচশ ক্রাউন্ পেয়েছি। অবশ্য আমি না মরে যাওয়া পর্যন্ত তিনি এ কঙ্কালটি নেবেন না। এই ব্যাপার নিয়ে এত বেশী হৈ চৈ হয়েছে যে আমি বিরক্ত হয়ে গেছি। ইচ্ছা হয় এখনই এই অবস্থায় আমার কঙ্কালটা অধ্যাপককে দিয়ে দিই!"

"তুমি অধ্যাপক এইচের সঙ্গে কি করে এই ব্যবস্থা করলে?"

"তিনি আমার চিকিৎসা করছিলেন। তারপর কিছুদিন চিকিৎসা করে অন্যান্য ডাক্তারের মত তিনিও বললেন: 'এ পা ভাল করা যাবে না। কিন্তু দেখ পল্সন্, আমি ইনস্টিটিউটের জন্যে তোমার পা কিনে নেব। ব্যাপারটা খুব রহস্যজনক, কাজেই তোমার পা—না পেলে বিজ্ঞানের পক্ষে মহা ক্ষতির কারণ হবে। তুমি কি তিনশ ক্রাউন নেবে?' 'পা যদি বিক্রী করি তবে নগদ বিক্রী করব' আমি তাঁকে বললাম। 'নিজে হলেই এ রকম ব্যাপার শীঘ্র পাকা হয়ে যায়। আমি এ বিষয়ে একটু ভেবে দেখতে চাই।' কাজেই বাড়ীতে বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে একবার কথা বলে দেখলাম। তিনি বেশ পাকা কার্যকরী বুদ্ধি রাখেন। তিনি বললেন যে চেষ্টা করলে হয় তো আমি বেশীও

পেতে পারি। আর ঠিক বেশীই পেলাম। অধ্যাপক এইচ, পাঁচশ ক্রাউন দিতে স্বীকৃত হলেন। কাগজে কলমে লিখে আমরা কথা পাকা করে ফেললাম।"

"অদ্ভুত ব্যাপার তো! এমন কথা তো কোন দিন শুনি নি!"

"ওঃ, আমি ছাড়া আরও অনেকে তাদের কঙ্কাল বিক্রী করে। আপনি কি ফ্লেন্‌হুসেট্‌কে চেনেন, স্যর?"

"না, আমি চিনি না।"

"ওর মাথাটা—ওপরদিকে নয়, পাশে দিন দিন বড় হয়ে যাচ্ছিল। আমার বাবা ওকে চেনেন—ওর মাথা বড় হতে শুরু করবার আগে, ও আর আমার বাবা একই কাজ করতেন—ও মাঝে মাঝেই আমাদের বাড়ীতে গল্প করতে আসে। একদিন সন্ধ্যায় ও আমাদের বললে যে সে তার কঙ্কাল এক হাজার ক্রাউনে বিক্রী করেছে। বোধ হয় ডাক্তাররা মনে করেছিলেন যে ওর মাথাটাও বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে খুব দরকারী। ও যখন চলে গেল আমার বুড়ো বাবা তো প্রায় পাগল হয়ে আমাকে অভিশাপ দিতে লাগলেন যে, আমি নিজের বোকামীর জন্যই মাত্র পাঁচশ পেয়েছি। তাঁর ধারণা যে, ফ্লেন্‌হুসেটের মাথা এবং আমার পা'র একই দাম হওয়া উচিত। আর তাঁর ধারণা তো ঠিকই!

"তারপর মনে করলাম যে, একখানা মোটর বাইক্ কিনব। আমার পরিচিত এক ছোকরার মোটর বাইকে চড়ে আমার ইচ্ছা হল যে, ওরই মত একখানা বাইক্ কিনি। আমার কিছু জমানো টাকা ছিল, কিন্তু আরও শ'দুয়েকের দরকার। বাবাকে আমার অসুবিধার কথা বললাম। তিনি বললেন, 'তুমি চেষ্টা করে অধ্যাপকের কাছ থেকে ধার নাও না কেন? লোকটি তো বেশ ভাল!'

"যাক, অধ্যাপকের কাছে গেলাম—আমার কথা শুনে তিনি তো রেগেই খুন! তিনি চীৎকার করে উঠলেন: 'ভেবেছ কি? মোটর সাইক্লে চড়বে? এর চেয়ে কি আর ভয়ের কিছু আছে! একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে আমার পা'টা

নষ্ট করবে—মানে, এই তোমার পা'টা নষ্ট করবে—আর আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলবে না। তোমাকে খুব সাবধানে থাকতে হবে—কোন রকম দুর্ঘটনা ঘটালে চলবে না। মনে রেখ যে, তুমি যেমনটি আছ ঠিক তেমনটির জন্যে আমি পাঁচশ ক্রাউন্ দিয়েছি!'

"তাঁর কথা মেনে নিলাম—তিনি তো ঠিকই বলেছেন। মোটর বাইক্ কিনব না, এই কড়ারে দু'শ ক্রাউন ধার নিলাম। আরও প্রতিশ্রুতি দিলাম যে, কোন দিন যদি মোটর খুব শস্তাও হয়, তবু মোটর কিন্‌ব না!

"যাক, তারপর আর কোন গণ্ডগোল হল না। সব কিছুই আগের মত চলল—অবশেষে লিসার সঙ্গে আমার বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হল। লিসা চমৎকার সুন্দরী মেয়ে—ও আমার পায়ের ব্যাপার নিয়ে মাথাই ঘামাল না। কি করে আমার বাঁ পা'টা এমন হয়েছিল, তা' ওকে একদিন বললাম—ওই পর্যন্তই! যখন একজন আর একজনকে ভালবাসে, সে তো আর পা দেখে ভালবাসে না।

"লিসার একটি ভাই আছে—সে কোন একটি অফিসে কাজ করে। একদিন কথায় কথায় সে বলতে শুরু করলে যে, অবসর সময়ে যখন সে অফিসে যায় না, তখন সে চমৎকার চমৎকার কাজ করে অর্থ উপার্জন করে।

"আমার নিজেকে একটু যেন ছোট ব'লে মনে হ'ল এবং কোন রকমে আমি ওদের বোঝানোর চেষ্টা করলুম যে, বাইরের কাজ আমিও একটু আধটু করতে জানি—ফলে অধ্যাপকঘটিত সমস্ত গল্প—কঙ্কালের কথা, পাঁচশ ক্রাউনের কথা সব বেরিয়ে পড়ল। আমি লিসাকে অভিভূত করার উদ্দেশ্যে একটু বেশ ফেনিয়ে গল্পটা বলেছিলাম কিন্তু অভিভূত তো করতে পারলামই না—উল্টো ফল ফলল। ও একেবারে পাগল হয়ে গেল—আমাকে হুকুম করল যে, অধ্যাপকের সঙ্গে সমস্ত চুক্তি ভাঙতে হবে। তার সঙ্গে যে লোকটির বিয়ে ঠিক হয়েছে যখন সে তাকে বিয়ে করবে তখন তার দেহ মন সব কিছুই হবে তার নিজের। অন্য কারও সঙ্গে—এমন কি পৃথিবীর সব চেয়ে বড় অধ্যাপকের

সঙ্গেও—সে তাকে ভাগ করে নিতে রাজী নয়। তার স্বামীর সঙ্গে বিজ্ঞানের কি সম্বন্ধ ? সে অধ্যাপক এইচের কাছে যেতে চায়। ব্যাপার এখন এমনই দাঁড়িয়েছে। আমি এতদিন পর্যন্ত তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছি কিন্তু আর বেশী দিন পারব না। তার মত মেয়ের মাথায় যা একবার ঢোকে তা লেগেই থাকে…”

দু’বছর চলে গেল। পল্‌সন আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কোথায় কোন হোটেলে সে একটা চাকরী পেয়েছিল। তারপর আর একদিন আমাদের দেখা হল কারণ পৃথিবীটা ছোট আর রাস্তাঘাটগুলোও বড় সঙ্কীর্ণ। একদিন সন্ধ্যায় আমি একটা থিয়েটারে গিয়েছিলাম—বিরামের সময় একটা কাফেতে ঢুকে পড়লাম। সেখানে পল্‌সনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। পল্‌সন আমাকে সোডাওয়াটার এনে দিল—ও সেই কাফের পরিবেশক।

“পল্‌সন, তুমি এখানে ?” আমি বললাম, “কি আশ্চর্যের ব্যাপার !”

“হাঁ, স্যর, দেখলাম রেস্তোরাঁর কাজে বেশ দু’পয়সা আয় হয় !”

সে একজন খরিদ্দারের অর্ডার নিয়ে মুহূর্তের জন্য চলে গেল—আমি দেখলাম যে ওর হাঁটবার সে পুরাণ ধরণ আর নেই। ওর বাঁ পায়ের সেই অদ্ভুত গতি আর নেই। ওর পা’টা এখন খুব স্বাভাবিক হয়েছে। ও বেশ অন্য দশজনের মত তাড়াতাড়ি হাঁটতে শিখেছে।

কয়েক মিনিট পরে সে ফিরে এল। পরবর্তী অঙ্কের ঘণ্টা পড়ে গেল, কিন্তু পল্‌সনের কাহিনী আমার কাছে নাটকের চেয়ে বেশী চমকপ্রদ বলে মনে হওয়ায় আমি কাফেতেই রয়ে গেলাম। সেইখানে আমি পল্‌সনের কঙ্কাল সম্বন্ধীয় পরবর্তী গল্পটুকু শুনলাম।

“যে হোটেলে আমি কাজ করছিলাম সেখানে একজন বিদেশী ধর্মযাজক ছিলেন। আমি যখন খাবার ঘরে কাজ করতাম, তিনি তখন সব সময় আমায় লক্ষ্য করতেন। একদিন তিনি আমার কাছে এসে আমার সঙ্গে কথা বলবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমরা দু’জন তাঁর ঘরে গেলাম। তিনি

আমায় একটা সিগারেট দিয়ে ইংরাজীতে আমায় বললেন,—( আমি আজ-কাল একটু ইংরাজী বুঝি ):

"তোমার পা'টা সম্বন্ধে তুমি কি কোন ব্যবস্থা করেছ ?"

"এ পা সারান অসম্ভব," আমি তাঁকে বললাম। আর নিজের মনে মনে বললাম যে আপনি যদি আমার পা কেনার কথা ভেবে থাকেন তবে বড় দেরী হয়ে গেছে! একটা কঙ্কাল তো আর দুজনের কাছে বিক্রী করা যায় না'। এমন কি ব্যক্তিগত ব্যাপারেও আমি যে খুব সাধু লোক তা সবাই জানে।

"যাক্, তারপর তিনি তাঁর পরিচয় দিলেন—তিনি একজন মার্কিন ডাক্তার—অস্টিয়োপ্যাথ ( Osteopath ) না কি যেন বলে। তিনি টাকা-পয়সা কিছু না নিয়েই আমার পা সারাবার ভার নিতে চাইলেন। আমি ভাবলাম যে আমার যখন কোন ক্ষতি নেই তখন তিনি না হয় পা'টা নিয়ে কিছুদিন হৈ চৈ করলেনই!

"হাঁ চিকিৎসা করলেন বটে! মালিশ ত নয়—আমার পা'টাই যেন ছিড়ে যেত। অনেক সময় আমাদের দুজনে প্রায় হাতাহাতি হত। কিন্তু আমি কষ্ট স্বীকার করে চিকিৎসা করালাম'। আমার মনে হতে লাগল যে আমি দিনদিন ভাল হ'য়ে উঠছি আর সত্যি সত্যি আমি ভাল হচ্ছিলাম। এক বছরের টানা-হেঁচড়ার ফলে আমার বাঁ পা'টা এমন হল যে ডান পায়ের সঙ্গে আর তার কোন প্রভেদ রইল না। আমি আবার ভালভাবে হাঁটতে শুরু করলাম।

"কাজেই আমার সাধ্যানুসারে আমি তাঁকে কিছু দর্শনী দিতে চাইলাম কিন্তু তিনি টাকা-পয়সা কিছুই নিলেন না। তিনি আমার প্রতিশ্রুতি নিলেন যে আমি যেন গিয়ে অধ্যাপক এইচকে আমার পা দেখিয়ে আসি। তারপর আমি যখন হোটেলের কাজ ছেড়ে বাড়ী চলে এলাম, তখন অধ্যাপক এইচকে আমার পা দেখালাম।"

"অধ্যাপক কি বললেন ? তিনি নিশ্চয়ই খুব খুশী হ'য়েছেন ?"

"না তাঁকে দেখে তো তা মনে হল না। তিনি বরং আরও রেগে গেলেন—

মোটর-বাইক্ কিনতে চাইবার সময়ও তাঁর এমন রাগ দেখি নি'। তিনি বললেন যে আমি শঠ এবং প্রবঞ্চক। তিনি যে-পা কিনেছিলেন, সে-পা' আর ছিল না—কাজেই আমার মত নরাধম জোচ্চোর আর কে? কাজেই তিনি আমায় তাড়িয়ে দিলেন—আবার পিছনে আমাদের চুক্তিপত্রও দিলেন ফেলে।"

ব্যাপারটার এমন আনন্দদায়ক পরিসমাপ্তি হওয়ায় আমি পল্‌সনকে অভিনন্দন জানিয়ে বললাম: "আমার মনে হয় লিসা নিশ্চয়ই খুব আনন্দিত হয়েছিল?"

"লিসা? ওঃ, সে ব্যাপার বহুদিন শেষ হয়ে গেছে। সে যখন আমাকে দিয়ে অধ্যাপকের চুক্তিপত্র ভাঙ্‌তে পারলে না, তখনই আমায় ত্যাগ করলে। এখন আর একটি মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা ঠিক হ'য়েছে—মেয়েটি এত চমৎকার আর বুদ্ধিমতী! তাকে যদি কখনও আমি বিষণ্ণ মনে দেখি তখনই আমি আমার কঙ্কাল-বিক্রীর কাহিনী বলি—প্রথম থেকে শেষ অবধি,—আর ও হাসতে হাসতে শেষ পর্যন্ত কেঁদেই ফেলে। সে বলে যে জীবনে সে আর এমন মজার গল্প শোনে নি। ও আমার গল্পের একটি কথাও সত্যি বলে বিশ্বাস করে না। মেয়েরা অদ্ভুত জীব! অন্য মেয়েটিই বা এ গল্পটিকে কেন নেহাৎ আষাঢ়ে গল্প বলে মনে করলে না?"

# প্রেমের বিচিত্র ধারা

ডিনো প্রোভেন্সাল

"সুজ্জারা—বিশ্রী জায়গার বিশ্রী নাম ; আমি কখনও সেখানে যাই নি ; কিন্তু জায়গাটি নিশ্চয়ই ভয়ানক বিশ্রী ! মাছি-ভর্তি একটা রেস্তোরাঁ......" কলমটা এত শক্ত যে নিব কাগজে আটকে যাওয়ায় কাগজ ছিঁড়ে গেল। বাধ্য হয়ে আমাকে লেখা বন্ধ করতে হল : মেজাজটাও ছিল বড় গরম। আর মেজাজেরই বা দোষ কি ? হতভাগা স্টেশনে এক কাপ কফি খাওয়ার জন্যে গাড়ী থেকে নামলুম—আর কি না কফি খাওয়া শেষ হতে না হতেই গাড়ী আমায় ছেড়ে চলে গেল। আমার বন্ধু জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন যে তিনি আমার স্যুটকেসের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন এবং মিলানে নিরাপদে স্যুটকেস্ পৌঁছে দেবেন। কিন্তু স্যুটকেসের জন্যে তো আমার চিন্তা নয়, আমার দুর্দশার কথা কেউ তো ভাবলে না ! পরের গাড়ীর আশায় আমাকে তিন ঘণ্টা এখানে অপেক্ষা করতে হবে।

পুরণো মাছি-ভর্তি রেস্তোরাঁর চারদিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম : পুরণো দেয়াল, ঘরের মধ্যে চারখানা ছোট ছোট মার্বেলের টেবিল। একখানা টেবিলে বছর পঁয়ত্রিশ বয়সের সুসজ্জিত একটি ভদ্রলোক বসে ছিলেন। তাঁর মাথায় কোঁকড়ানো চুল, চোখে সোনার রিমের চশমা—তাঁর মুখখানি অভিব্যক্তিপূর্ণ বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল। তিনি হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমিও তাঁর দিকে তাকালাম এবং তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে আমি আমার দিকে তাকানো মোটেও ভালবাসি না। কিন্তু এতে তাঁর তাকানো যেন বেড়েই চল্‌ল। তারপর হঠাৎ তিনি উঠে পড়লেন, নিজের টুপিটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে আমার কাছে এসে হাজির হলেন।

"দেখুন… …আমাকে যদি……"

"কিন্তু……নিশ্চয়ই……"

"আমাকে অবশ্যই চেনেন……"

"নিশ্চয়ই আপনাকে চিনি না…… "

"ওঃ, মাপ করুন……"( তিনি যেন কিঞ্চিৎ বিস্মিত হলেন )…"আমার মনে হয় আপনাকে যেন চিনি…আর আমাকে অবশ্য সবাই চেনে…আমার নাম ফ্রেজ্জি এম্‌-পি।"

"ওঃ!" ( আমি বিস্ময় না দেখিয়ে কিঞ্চিৎ নত হয়ে নমস্কার করলাম )।

"তাহলে আপনাকে বলছি শুনুন। পার্লামেণ্টের মেম্বারদের সম্বন্ধে আপনার চমৎকার প্রবন্ধটা আমি কাগজে দেখেছি। দেখুন, আপনার সব লেখাই আমি পড়ি……আমার এত ভাল লাগে।"

"দেখুন যে প্রশংসা আমার প্রাপ্য নয়, দয়া করে তেমন প্রশংসা আমায় করবেন না।"

"আমার উদ্দেশ্যও আপনাকে প্রশংসা করা নয়—সে জন্যে আমি এখানে আসিও নি।…দেখুন, আমি আপনার বেশী সময় নষ্ট করব না। আমার বেশী কথা বলবারও নেই। আমি আপনাকে শুধু বলতে এসেছি যে আমি দৈবক্রমেই পার্লামেণ্টের মেম্বার হয়েছি। আমার বাবা মেম্বার, আমার কাকাও মেম্বার এবং বিয়ে করার পর দেখি যে আমার শ্বশুরমশায়ও মেম্বার। তাঁদের ইচ্ছানুসারেই আমাকে নির্বাচনে দাঁড়াতে হল। ধরতে গেলে পার্লামেণ্টের সদস্য হওয়াটা যেন জীবিকানির্বাহের উপায় আর কি! আপনার মতে পার্লামেণ্টের নির্বাচন ব্যাপারটা একটা অনাবশ্যক সার্বজনীন ঝঞ্ঝাট—যার পক্ষে বেশী লোক থাকে সেই ভোটযুদ্ধে জয়ী হয়—নির্বাচনে আর কিছুরই দরকার নেই। হাঁ, আমার মনে হয় এটা খুবই সত্য কথা—ভুলেও মনে করবেন না যে কয়েক হাজার বোকা নরনারীর ভোটে নির্বাচিত হয়ে আমি গর্বিত। তার চেয়ে বরং আপনার মত একজন লোকের প্রশংসা আমার পক্ষে…"

"কিন্তু আমি তো বলেছি···"

"হাঁ, সে কথা সত্যি। শুনুন, আমি খুব একটা বোকার মত কাজ করতে যাচ্ছি। না, দেখুন, হাসবেন না। আমি সত্য কথাই বলছি। আমার মনে হয় আপনিই আমাকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন। আপনাকে আসতে দেখেই আমার প্রাণে আশা এসেছে।"

"কিন্তু···"

"অবশ্য আপনি বলতে পারেন যে আপনাকে আমি চিনি না—কিন্তু একথা সত্যি নয়। যে সব লোক জীবনে একটা সত্য কথা আমার কাছে বলেনি তাদের চেয়ে আপনাকে আমি অনেক বেশী চিনি। দেখুন না, আপনার কত লেখা আমি পড়েছি! এমন লোক কি আপনি কখনো দেখেন নি যাঁকে প্রথম দেখেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে—যাঁর সাহচর্য এবং সাহায্যের জন্যে মন কেঁদে ওঠে? আমার মনে হয় আমি যেন সব ইচ্ছাশক্তি হারিয়ে ফেলেছি—আমার সাহস গ'ড়ে তোলার জন্যে, আমার অন্য একজনের সাহায্যের প্রয়োজন—সে এসে আমাকে ঘাড় ধ'রে সোজা পথে নিয়ে যাবে! যদি সে আমাকে টেনে টেনে নিয়ে বেড়ায় আর লাথিও দেয়, তবু কিছু মনে করবো না—শুধু······"

তাঁর হৃদয়-যন্ত্রণা আমি বুঝতে পারলাম; উনি উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠে মুখ থেকে ঘাম মুছ্‌তে লাগলেন—কিন্তু এ কি ঘাম মোছা, না মুখ লুকোবার গোপন চেষ্টা?

"আমি জানি না—কিন্তু কোন উপায়ে যদি আপনার কোন কাজে লাগতে পারি······"

"আমার মনে হয় আপনি পারেন। কিন্তু দেখুন আমায় ব্যঙ্গ করবেন না—কিন্তু আপনার মুখের ব্যঙ্গও কি সুন্দর! আপনার পার্লামেণ্টের মেম্বারদের সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটিতে আপনি বলেছেন যে ট্রেণে পাশ পাওয়া, রোমে যাওয়া, সুন্দর ঘরে থাকতে পাওয়া প্রভৃতি মেম্বারদের কত সুবিধা······সে সব সুবিধা হয়ত আছে কিন্তু আমার ও ঘরের প্রতি কোন মোহ নেই জানবেন। মিলানে

আমার স্ত্রী এবং আদরের মেয়েটি আছে……আর আমি নিজে এক বিবাহেরই পক্ষপাতী। এতদিন বেশ কেটে যাচ্ছিল কিন্তু এখন ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার ঘটেছে। মাপ করুন—আপনি কি বিবাহিত?"

"প্রায়!"

"কিন্তু," তিনি বড় ব্যথিত স্বরে বল্লেন, "আপনি যদি আমাকে এমনি করে উপহাস করেন, তবে মাপ করবেন, আপনাকে আর কষ্ট দেবো না।"

তাঁর বিব্রত ভাব দেখে আমার করুণা হল—আমি সাদরে তাঁর হাতটা তুলে নিয়ে চোখের দৃষ্টিতে তাঁকে বুঝিয়ে দিলুম যে তার গল্প শুনব।

"ব্যাপার খুবই সোজা। আপনার মত সাহিত্যিকেরা এ ব্যাপার নিয়ে গল্প প্রভৃতি লিখে থাকেন—মানে আমি আমার স্ত্রী ছাড়া অন্য একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছি। ব্যাপারটা খুবই হাস্যকর বলে মনে হচ্ছে আমি জানি। কিন্তু আমার কাছে এটা মোটেও হাস্যকর নয়। আমি শুধু রোমান্স্ (romance) করেই সন্তুষ্ট নই। আমার সঙ্গে মেয়েটির আজ দেখা হবার কথা আছে (তিনি ব্যগ্রভাবে ঘড়ির দিকে তাকালেন)—দেখা করার জন্যে মন খুবই ব্যগ্র, আবার ভয়ও হচ্ছে। আমি তাকে বলব: 'চল আমরা চিরদিনের মত চলে যাই'—স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চেয়ে মিলানে 'তার' করব আর সঙ্গে সঙ্গে আমার আত্মাকে অভিশপ্ত করব।"

"কিন্তু দেখুন চলে যাবার পথে আর কি কোন বিপদ নেই? সেই তরুণী কি অভিভাবকহীনা?"

"হ্যাঁ; ওর স্বামী ওকে ছেড়ে আর একটি মেয়ের সঙ্গে আমেরিকায় পালিয়ে গেছে; হতভাগা……"

"হ্যাঁ তা ত বটেই!"

"আপনি কি ভাব্ছেন আমি বুঝতে পারছি। আপনি ভাব্ছেন যে আমিও কাল জগতের চোখে ওরই মত নীচমনা হতভাগা হব! আমিও জানি যে জগৎ আমাকে তাই ভাব্বে কিন্তু উপায় যে নেই—আমার মত বদ্লাবার সাহস পর্যন্ত নেই। কাজেই এক ঘণ্টার মধ্যে যখন ব্রেসেলোর গাড়ী আস্বে,

তখন গাড়ীতে উঠে পড়্‌ব, টাইম্ টেব্‌ল্ দেখব, স্যুট্‌কেশ বন্ধ কর্‌ব, কুলীদের সঙ্গে তর্ক কর্‌ব—এমনি করে নিজের বিবেক বুদ্ধিকে দাবিয়ে রাখ্‌ব। আমি ছোট বেলায় যখন কোন বিপদে পড়্‌তুম তখনও এমনি কর্‌তুম। বিবেকের দংশন এক রকম রোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি যদি এর হাত এড়াতে পারতুম!"

"কিসের হাত এড়াতে পারতেন—বিবেকের না প্রেমের?"

তিনি হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন যেন: "এই…এই…প্রেমের!"

"সে আর বেশী কথা কি? আপনি আপনার পরিবারকে ভালবাসেন?"

"নিশ্চয়ই ভালবাসি। জানেন আমি ভালবেসে বিয়ে করেছিলুম। আমার স্ত্রী যুবতী আর সুন্দরী আর আমার আদরের ছোট মেয়েটি…

তিনি পকেট বুক বের ক'রে ঝাঁক্‌ড়াচুলো, বুদ্ধিদীপ্ত ছোট একখানি সুন্দর মুখের ফটো আমায় দেখালেন।

"আমার ঔৎসুক্য মাপ কর্‌বেন কিন্তু এইমাত্র আপনার পকেট বুকে বিয়ের একটা আংটি দেখ্‌লুম না?"

"হ্যাঁ।"

"আংটিটা আমায় দিন—বেশ এবার এটা পরুন ত! এখন বলুন ত ব্রেসেলোতে যে মেয়েটির সঙ্গে আপনি দেখা কর্‌তে যাচ্ছেন, তাকে কি আপনি সত্যি ভালবাসেন?

"ব্রেসেলো? আপনি কি করে অনুমান কর্‌লেন? কে আপনাকে বল্‌লে যে তার বাড়ী ব্রেসেলোয়?"

"দয়া করে শান্ত হোন। আপনি নিজেই দু এক-মিনিট আগে সে কথা বলেছেন। আগে সে কথা বলেছেন। আপনি কি নিশ্চয়ই তাকে ভালবাসেন?"

"হায় ভগবান্! এ যেন এক প্রকার বেদনা—এইখানে কি যেন আমাকে দংশন করে (তিনি তাঁর পেটে হাত দিলেন) যখনই আমি তার কথা ভাবি। তার কাছে সব সময় থাক্‌তে—সর্বদা তার সঙ্গে কথা বল্‌তে ইচ্ছা করে এবং……"

"আচ্ছা প্রথম থেকেই কি আপনার এমনি ইচ্ছা হত? ভেবে দেখুন: তিনি যে আপনাকে ভালবাসেন তার প্রমাণ আপনি পেতেন?"

"হ্যাঁ।"

"আর আপনি কি কর্‌তেন?"

"আমিও ওর সঙ্গে সামান্য প্রেম কর্‌তাম—যেমন প্রত্যেক পুরুষই প্রত্যেক সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে করে থাকে। সে চাটুকারিতা খুব ভালবাসত—ও মনে করত যে আমার প্রেম ভাণ মাত্র; কাজেই আমি ওকে বোঝাতে চেষ্টা কর্‌লুম। তারপর ও আমায় বিশ্বাস না করাতে বিরক্ত হবার ভাণ কর্‌লুম। তারপর······"

"বলুন, বলুন, সব কিছু বলুন। আপনি ভাণ কর্‌তেন যে আপনি ওকে সত্যিই ভালবাসেন?"

"হ্যাঁ, প্রায় তা-ই। যাক্, ওকে অনেক কিছু বল্‌তুম—প্রাণের কথা, আবেগের কথা, যেমন দশ বছর আগে স্ত্রীকে বল্‌তুম। চুপিচুপি করে তাড়াতাড়ি ওর সঙ্গে কথা বল্‌তুম।"

"যদিও এর সবটাই ছিল অভিনয়!"

"হাঁ, আমারও তাই মনে হয়। তারপর আস্তে আস্তে অভিনয় বাস্তবে পরিণত হতে লাগ্‌ল। আর আজ? তাই আমি এই দেখা করার আয়োজন করেছি—এতে আমার পরিবারের ধ্বংস ঘনিয়ে আস্‌বে। দেখুন, যাঁরা এক সঙ্গে দুটো জিনিস বিশ্বাস করেন, আমি সে দলের লোক নই। দেখুন, আমি বাড়ী ফিরে মিছে কথা বলে অধেক হৃদয় নিয়ে স্ত্রীকে ভালবাসবার ভাণ কর্‌তে পার্‌ব না। কাজেই আমাকে বাড়ী গিয়ে সব কিছু খুলে বল্‌তে হবে—তা হলেই আমাদের বিচ্ছেদ হবে আর সঙ্গে সঙ্গে আমার আত্মাও হবে অভিশপ্ত, (দেখুন আমি ধর্ম খুব বিশ্বাস করি কিন্তু এখন ধর্ম কোন কাজে লাগছে না এই যা)। না হয়······"

"না হয় এখান থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরে যাবেন, এই ত? তারই ব্যবস্থা এখন কর্‌ব।"

ছোট্ট গাড়ীটা সবে ষ্টেশনে ঢুকল—কুলীরা চীৎকার ক'রে উঠল: "গুষ্টালা, পার্মা বদল হওয়া নেই।"

পার্লামেণ্টের সভ্যটি সবে কুলী ডাক্‌তে যাবেন, তখন আমি শান্ত কণ্ঠে বলে উঠলাম: "না, বসুন। আমি আপনার চিকিৎসা কর্‌ব ঠিক করেছি। কিন্তু প্রথম প্রতিজ্ঞা করুন যে পরের গাড়ীতে যাবেন, এ গাড়ীতে নয়।"

"বেশ, তাই—তবে আমাকে বাড়ীতে 'তার' করতে হবে এই যা।"

"হ্যাঁ—আমিও আপনার সঙ্গে যাব। প্রতিশ্রুতি দিলেন ত?" দুটো টেলিগ্রামের ভাষাও আমি ওকে বলে দিলুম। প্রথম টেলিগ্রাম করা হল ব্রেসেলোয়: "যাওয়া হল না; চিঠি লিখছি।" আর দ্বিতীয়টা করা হল মিলানে: "আজকে রাতে শেষ গাড়ীতে যাচ্ছি!" দ্বিতীয় টেলিগ্রাম তাঁর স্ত্রীর নামে।

"কাজেই আজকে রাতে আমরা দুজন একসঙ্গে যাচ্ছি!"

"তা বটে কিন্তু আপনি প্রবল হৃদয়াবেগের বিরোধিতা করছেন······"

কথার বন্যায় তিনি আমায় ব্যস্ত করে তুল্‌লেন। আমার মনে হয় ব্রেসেলোয় যেতে পার্‌লে তিনি তাঁর প্রণয়িনীকে কথার সাগরে ডুবিয়ে ছাড়তেন। গাড়ীতে (আমাদের গাড়ী অবশ্য শেষ পর্যন্ত স্টেশনে এল) তিনি কেবল কথাই বলে চল্‌লেন। তিনি আমাকে মুক্ত কণ্ঠে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন। তাঁর প্রেমের ব্যাপার, তাঁর পরিবারের ব্যাপার সব আমায় খুলে বল্‌লেন। অবশেষে তিনি বলে উঠলেন: "আপনি একটি আত্মাকে আজ অভিশাপের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন: আমার মনে হত আমি নিশ্চয়ই প্রেমে পড়ে গেছি—আজ আপনার সঙ্গে দেখা না হলে আমার কি দশা হত! আপনি একটি পরিবারকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন—"

তিনি তাঁর স্ত্রীকে এ সব কথা বল্‌বেন কি না সে বিষয়ে কয়েকবার আমার উপদেশ চাইলেন, আমি প্রতিবারই বল্‌তে নিষেধ কর্‌লাম। আমার কাছে এটা অনাবশ্যক বলে বোধ হল—তিনি যখন ভাবপ্রবণতার খুব ভক্ত তখন তাঁকে বল্‌লাম: "আপনি একাই পাপ করেছেন—স্ত্রীকে এই বিপদ-কাহিনী

শুনিয়ে আর তাঁকে কেন কষ্ট দেবেন? একাই অনুতাপ করুন—আর এমনি করেই পাপের শাস্তি ভোগ করুন।"

মিলানে বন্ধুর সাথে দেখা; তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে জিজ্ঞাসা করলেন সুজ্জারায় বসে বসে তিনটি ঘণ্টা কি করে কাটিয়েছি। সঙ্গীকে অভ্যর্থনা করতে স্টেশনে একটি ছোট সুন্দরী তরুণী এসেছিল—ঠিক তাঁর স্ত্রীর বর্ণনার সঙ্গে মেলে। এমন সুন্দর মেয়ের জন্যে ব্রেসেলো, সর্বোমা প্রভৃতি পৃথিবীর সব জায়গাই ছাড়া যায়।

মেয়েটি যেন মূর্তিমতী বিশ্বাস: এমন মেয়ের কাছে নিজের হৃদয় খুলে দেওয়ায় না জানি কত আনন্দ! সঙ্গী ত দেখি স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত না হতেই, তাঁকে সব খুলে বলেছেন।

এমনি করে একটা ট্রেণ মিস করে আমি একটি আত্মাকে রক্ষা করেছিলুম। সব চেয়ে আমার খারাপ লাগে এই যে তাঁর স্বামীকে 'ফিরিয়ে দিয়েছি বলে, তরুণীটি সর্বদা আমার কাছে কত কৃতজ্ঞ। তিনি যে কতবার আমায় এ কথা বলেছেন তার ঠিক নেই—সময় পেলেই, যখন আমি একা থাকি, তখনই তিনি আমাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে আসেন! অবশ্য আমি ওকে ভালবাসি না। তবে আমি ভালবাসার ভাণ করি। মিলনান্তক ব্যাপারের পরিসমাপ্তি যে কোথায় হয়, কে জানে? এখন আমাকে কে বাঁচাবে? কে আমার আত্মাকে রক্ষা করবে? "আমার পরিবার—ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান"—তাকে কে বাঁচাবে?

# খেঁকশেয়ালী

ইগনাৎসিও সিলোন্

ড্যানিয়েল্ শূকরের খোঁয়াড়ে একটি শূকরীর প্রসবকার্যে সাহায্য করছিল—এমন সময় প্রায় গজ ত্রিশেক দূরে বাড়ি থেকে সে শুন্‌তে পেল তার স্ত্রীর ডাক। "ড্যানিয়েল্ কে একজন তোমার সঙ্গে কথা বল্‌তে চায়!" সে তখন ভয়ানক ব্যস্ত এবং সে সুস্পষ্ট আদেশ দিয়েছিল যে কোন অবস্থায়ই তাকে যেন্ বিরক্ত না করা হয়—তাই তার স্ত্রী বার দু'তিন ডাকা সত্ত্বেও সে জবাব দিল না। অবশেষে তার জবাব না পেয়ে, তার স্ত্রী ডাক ছেড়ে দিল।

প্রসবকার্য যাতে নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয় তার জন্যে ড্যানিয়েল পূর্বাহ্ণেই সব ব্যবস্থা করেছিল কিন্তু এবিষয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই। সে আগের দিন্ শূকরীটার খাবার বিষয়ে খুব কড়াকড়ি ব্যবস্থা করেছিল এবং তাছাড়া অতিরিক্ত সাবধানতার সঙ্গে সে তাকে বেশ এক ডোজ্ ক্যাস্টর্‌অয়েলও খাইয়ে দিয়েছিল। তার ভয় ছিল যে যদি কোন রকমে প্রসবকার্যে বাধা উপস্থিত হয়, তবে তার দেহের পশ্চাৎভাগের ক্ষতি হতে পারে এবং ফলে তার দুধেরও অভাব দেখা দিতে পারে। ড্যানিয়েল্ সাহায্যের জন্যে অ্যাগোস্টিনোকে ডেকে এনেছিল। অ্যাগোস্টিনোর বাড়ি ছিল বার্গামোয়; কিন্তু সে টিসিনোতে কয়েক বছর বাস করেছিল। কার্যত সে ছিল স্থপতি, তবে যখন তার হাতে কাজ থাকৃত না, তখন এটা ওটা করার জন্যে তাকে পাওয়া যেত।

প্রসবকার্য ভালভাবেই শুরু হয়েছিল। ইতিপূর্বেই শূকরীটি ইঁদুরের মত ছোট তিনটি বাচ্চা প্রসব করেছিল। প্রত্যেকটি বাচ্চার জন্যে একটি করে নাম

নির্বাচন করা ছাড়া অ্যাগোস্তিনোর আর করার কিছু ছিল না। কিন্তু চতুর্থ বাচ্চাটি আর যেন বেরুতে চাচ্ছিল না। অ্যাগোস্তিনোকে শূকরীটার মুখটা টেনে ধরতে হল আর ওটাকে টেনে বের করে রাস্তা পরিষ্কার করার জন্যে ড্যানিয়েল হাতটা বাড়িয়ে দিল।

যে বাচ্চা বেরুতে চাচ্ছিল না তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে অ্যাগোস্তিনো বল্‌লে, "এই বাচ্চাটার নাম রাখা যাক্‌ বেনিটো!" "অসম্ভব," ড্যানিয়েল্‌ জবাব দিল, "একটা ইটালীয় ফার্মের কাছেই এই বাচ্চাগুলো বিক্রী করা হবে।"

অ্যাগোস্তিনো মন্তব্য করল : "তুমি একটা হিসেবী পশু!"

ঠিক সেই সময় শোনা গেল ড্যানিয়েলের ছোট মেয়ে লুইসা ডাক্‌ছে : "বাবা, এখানে কে একজন তোমার সঙ্গে কথা বল্‌তে চায়!"

ড্যানিয়েল্‌ নীরবে শূকরের বাচ্চাগুলোর পরিচর্যা করেই চলল। কোন প্রকার রোগ-সংক্রমণের বিরুদ্ধে এটার একান্ত প্রয়োজন ছিল। সে ইতিপূর্বেই তার পরিবারকে বলে দিয়েছিল যে সে যখন কাজ করে তখন কাজই করে—তাকে কোন প্রকারে যেন বিরক্ত না করা হয়। কাজেই সে লুইসার ডাকেও সাড়া দিল না—নিজের কাজই করে চলল। সে সযত্নে একটা খড়ভর্তি বড় বাক্সে বাচ্চাগুলোকে রেখে একটা পশমের কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল আর অ্যাগোস্তিনো শূকরীর রক্তাক্ত ফুলটি সরিয়ে ফেলে খোঁয়াড়টি পরিষ্কার করে ফেল্‌ল। তারপর শোনা গেল ড্যানিয়েলের বড় মেয়ে সিল্‌ভিয়ার গলা : "বাবা, এখানে একজন তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে!" সে শূকরের খোঁয়াড়ের দিকেই এগিয়ে আস্‌ছিল।

মুহূর্ত পরে পোষাকনির্মাণকারিণী বয়স্কা কুমারী ক্যাটেরিনাকে সাথে নিয়ে সে হাজির হল; ক্যাটেরিনার বাড়ি ছিল ফ্লোরেন্সে—বহু বছর যাবত সে মিনুসিওতে বাস করে তার জীবিকা উপার্জন করছিল। সে পোষাক নির্মাণের চেয়ে পোষাক পরিবর্তন ও মেরামত করেই জীবিকা অর্জন কর্‌ত বলা চলে।

ক্যাটেরিনাকে দেখেই ড্যানিয়েল রেগে বলে উঠল: "এই মেয়েটার জন্যেই তোমরা আমাকে এক ঘণ্টা ধরে বিরক্ত করছ, এই কি তুমি বলতে চাও?" তার যা বলার সে তা তাড়াতাড়ি বলতে পারত—এরকম স্থনাম ক্যাটোরিনার ছিল না।

এই ভর্ৎসনাকে অবহেলা করেই সিলভিয়া জবাব দিল: "ক্যাটেরিনা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।"

ড্যানিয়েলের সঙ্গে ক্যাটেরিনাকে একা রেখে অ্যাগোস্টিনো আর সিলভিয়া বাড়ির দিকে চলে গেল।

"তুমি তো জানোই আমি চিরকাল নিজের ব্যবসার দিকেই মন দিয়ে আসছি" ক্যাটেরিনা বলতে শুরু করল।

ড্যানিয়েল্ অনেকটা নিরুদ্যমের স্বরেই জবাব দিল: "তোমার ব্যবসা সম্বন্ধে আমার কোনই কৌতূহল নেই!"

"কিন্তু তুমি ত জান যে এই দীর্ঘদিন ধরে আমি টিসিনোয় বাস করছি—অথচ এর মধ্যে কোনদিন পরের ব্যাপারে নাক ঢোকাতে যাইনি!"

"এটা ত আর আমার ব্যাপার নয়" ড্যানিয়েল জবাব দিল এবং বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

যখনই ক্যাটেরিনা বুঝতে পারল যে ড্যানিয়েল্ তার কথা না শোনার জন্যে দৃঢ়সঙ্কল্প, তখনই সে ভূমিকা ছেড়ে সোজাসুজি কথা পাড়ল। "একজন ইটালীয় ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন", সে বলল, "তিনি আমাকে গোয়েন্দাগিরি করার জন্যে অনুরোধ করছিলেন।" ড্যানিয়েল্ হঠাৎ থেমে পড়ল। ক্যাটেরিনা একটা গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে এই ইটালীয় ভদ্রলোকটি সম্বন্ধে কথা বলতে শুরু করল—কি করে লোকার্নোতে একটা আপিসে হঠাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল এবং তিনি তাকে কি বলেছিলেন—সেই সব কথা।

"তুমি বহু বছর ধরে টিসিনোতে বাস করছ" তিনি আমাকে বললেন, "নিশ্চয়ই তুমি প্রত্যেককে চেনো। তোমার কাজে তুমি সর্বত্র যাওয়া আসা কর।

তুমি হাজার বাড়িতে যাতায়াত কর এবং হাজার রকম কথাবার্তা শোন। তুমি বৃদ্ধা এবং একা—কাজেই তোমার সামনে কথাবার্তা বল্‌তে কেউ ভয় পায় না।" "সে কথা সত্যি," আমি বল্‌লাম, "প্রত্যেকেই আমাকে খাতির করে কারণ আমি সর্বদা নিজের ব্যবসা নিয়েই আছি।" তিনি ঐ ধরণেই কথাবার্তা বলে চল্‌লেন—পরে বল্‌লেন: "টিসিনোতে অ্যাসকোনা এবং বেলিন্‌জোনার মধ্যে বাস করে এমন কয়েকজন ইটালীয় ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লোকের সম্বন্ধে তুমি যদি খবর সংগ্রহ কর্‌তে রাজী থাকো, তবে তুমি বার্ধক্যের জন্যে কিছু সঞ্চয়ের ব্যবস্থা কর্‌তে পার।"

এতক্ষণে ড্যানিয়েলের বিস্ময় কেটে গেছল—সে সন্ধানী দৃষ্টিতে ক্যাটেরিনার দিকে তাকাল—সে কম্পিত কলেবরে কাঁদতে কাঁদতে কথাগুলো বল্‌ছিল।

"এ গল্প বলার জন্যে তুমি আমার কাছে এলে কেন?"

"তুমি কি বল্‌তে চাও?"

"আমি টিসিনোর বাসিন্দা", ড্যানিয়েল বলল, "তোমাদের ইটালীর ব্যাপারে আমার কোন স্বার্থ নেই। তুমি আমার কাছে এসেছ কেন? তোমাকে কে পাঠিয়েছে?"

"কিন্তু তুমি ত আমাকে ত্রিশ বছর ধরে জানো" স্ত্রীলোকটি কাঁদতে কাঁদতে বল্‌ল। "আমি যে সর্বদা ভদ্রভাবে জীবিকা অর্জন করে অস্‌ছি একথা তুমি জানো। জানো ত আমি সর্বদা আমার ব্যবসার দিকে নজর দিয়ে আসছি।" ড্যানিয়েল্‌ স্বর চড়িয়ে বাধা দিল: "আমি জানতে চাই তোমাকে কে পাঠিয়েছে!" "কেউ না!" ক্যাটেরিনা জবাব দিল। পরে আরও শান্ত স্বরে বলল: "আমি তোমাকে বিরক্ত কর্‌লাম বলে দুঃখিত। আমি আর তোমাকে ধরে রাখব না!" সে তার দিকে পিছন ফিরে গর্ডোলা এবং মিনুসিওর দিকে যাবার রাস্তায় পা বাড়াল। ড্যানিয়েল্‌ তার অনুসরণ করে চলল—কিছুক্ষণ পরে সে আবার আলোচনা শুরু কর্‌ল।

"কেউ যদি তোমাকে না পাঠিয়ে থাকে, তবে তুমি আমার কাছে এলে কেন?" ড্যানিয়েল তাকে জিজ্ঞাসা করল।

"আমি উপদেশ চাই বলে" ক্যাটেরিনা সামনের দিকে সোজা তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে জবাব দিল।

"কি রকমের উপদেশ ?"

"ভদ্রলোকের প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত কিনা সেই বিষয়ে" হঠাৎ থেমে ক্যাটেরিনা বলল। "কি যে করব আমি ভেবে পাচ্ছি না। আমি সারা জীবনে এরকম চিন্তিত আর উদ্ব্যস্ত হইনি কখনও। যদি গ্রহণ করি, তবে কিছুটা অর্থ পাব বটে কিন্তু যারা আমার কখনও কোন অপকার করেনি, এমনই লোকের অনিষ্ট সাধন করতে হবে আমাকে। যদি প্রত্যাখ্যান করি, তবে আমাকে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী বলে ধরা হবে এবং নানা রকমভাবে আমার উপরে অত্যাচার চলবে। তুমি ত আমাকে ত্রিশ বছর ধরে জানো, জানো বোধ হয় যে আমি ফ্যাসিস্তও নই, ফ্যাসিস্ত-বিরোধীও নই। তুমি ত জানো যে আমি ভদ্রভাবেই সর্বদা জীবিকা অর্জন করেছি এবং নিজের ব্যবসার দিকে নজর দিয়েছি।"

ড্যানিয়েল গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে রইল।

ক্যাটেরিনা কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে চলল—ড্যানিয়েল পুনবায় তার অনুসরণ করল।

পথের শেষে অ্যাগোস্টিনো অপেক্ষা করছিল।

"শোন" ড্যানিয়েল স্ত্রীলোকটিকে বললে, "ভয় পেয়ো না। আমাকে এইমাত্র যেসব কথা বললে সেসব অ্যাগোস্টিনোকে বল এবং সে তোমাকে যা করতে বলে তাই কর!"

ড্যানিয়েল তাদের গর্ডোলার দিকে যেতে দেখল এবং তারপর তার শূকরগুলোর পরিচর্যার জন্যে খোঁয়াড়ে ফিরে গেল।

একদিন সে আর তার মেয়ে আঙুরের ক্ষেতে কাজ করছিল—এমন সময় অ্যাগোস্টিনো এসে হাজির হল। সেই শূকরীটার বাচ্চা হবার পরে এই তাদের প্রথম দেখা।

পোকার হাত থেকে আঙরের গাছগুলোকে বাঁচানোর জন্যে আজকের

কার্যহীন সকালটাকে ড্যানিয়েল নিযুক্ত করেছিল তাদের সেবায়। ছোট একটা ধাতুনির্মিত বুরুশ নিয়ে সে পোকায়-লাগা অংশগুলো খুঁজে ফিরছিল আর সিলভিয়া ফুটন্ত জল-ভরা একটি জলপাত্র হাতে নিয়ে ফিরছিল তার পিছে পিছে, পোকায়-লাগা জায়গায় সেই জল ছিটিয়ে দিচ্ছিল। অ্যাগোস্টিনো একটি লরি বোঝাই করে ইঁট নিয়ে যাচ্ছিল। গাড়িটার গতি কমিয়ে সে বলে উঠল: "ওহে, সে কাজটা অগ্রসর হয়েছে।"

"কোন্ কাজ?" ড্যানিয়েল তৎক্ষণাৎ তার কথা বুঝতে না পেরে জবাব দিলে।

"আমি যা বলছি তা তুমি জান।" অ্যাগোস্টিনো একটা হাত নেড়ে আবার গাড়িটা জোরে চালিয়ে দিল। ড্যানিয়েল অসম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

"ইটালীয়রা বেশ চমৎকার জাত", সে তার মেয়েকে বলল।

"তারা সাহসী, সদাশয় এবং ভাবপ্রবণ কিন্তু তারা বড় বেশী কথা বলে!"

সিলভিয়া বহু দিন ধরে বাবাকে যে-কথা বলতে চাইছিল, সেকথা বলার জন্যে দৃঢ়সংকল্প করল। সে বলল: "বাবা আমি জানি তুমি ইটালীর স্বাধীনতার জন্যে অনেক কিছু করছ, যদিও তুমি এ বিষয়ে কোন কথা বল না। আমার খুব ইচ্ছা হয় যে তোমাকে সাহায্য করি!"

"ওই ছোট ডালগুলো জড় করে পুড়িয়ে ফেল", তার পিতা জবাব দিল।

"এ মুহূর্তে তোমার জন্যে শুধু এই কাজটিই আছে।"

সিলভিয়া তার আদেশ শুনল। ড্যানিয়েল দেখতে লাগল সে আঙুরের গাছের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, অবনত হয়ে ছোট ডালগুলোকে ছোট ছোট স্তূপে জড় করছে। গত নভেম্বরে সিলভিয়ার বিংশতিতম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়েছে—গর্ব এবং ভয়ে ভরা মন নিয়ে ড্যানিয়েল তাকে দেখতে লাগল, কারণ এই মেয়েটিই ছিল তার সবচেয়ে বেশী মূল্যবান এবং সবচেয়ে বেশী অনিশ্চিত সম্পদ।

এর কয়েকদিন পরে একদিন রবিবার সকালে আবার অ্যাগোস্টিনোর সাথে ড্যানিয়েলের দেখা হল। গত রাত্রে একটি খেঁকশিয়াল ক্যাডেনাজ্জো এবং

রোবা সাকোয় কয়েকটি মোরগের খোপে হানা দিয়েছিল—তাই নিয়ে ড্যানিয়েলের সঙ্গে ফিলোমেনার কথা হচ্ছিল। "প্রায় পঞ্চাশটি মোরগের বাচ্চাকে ঘাড় মটকানো অবস্থায় পাওয়া গেছে," ফিলোমেনা বলল।
ড্যানিয়েল মন্তব্য করল: "যদি ঘাড় মটকিয়ে রক্ত খেয়ে থাকে, তবে ত ওটা খেঁকশিয়াল নয়, তবে ওটা মার্টেন (এক জাতীয় মাংসাশী নকুল)।"
ক্যাডেনাজ্জো থেকে একজন শোফার এল—এ বিষয়ে তার মত জিজ্ঞাসা করা হল। সে বলল: "ওটা নিশ্চয়ই খেঁকশিয়াল—তবে একটা নয় বোধ হয় অনেকটি। একটা মোরগের খোপে ত শুধু লেজের পালক ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি!"
ফিলোমেনা ড্যানিয়েলকে বলল: "আমাদের মুরগীর বাচ্চা সম্বন্ধে সাবধান হতে হবে। গতবার ত অসুখ লেগে অনেক মুরগীর বাচ্চা মরে গেছে—এবার যদি খেঁকশিয়ালের পাল্লায় পড়ি তাহলেই গেছি।"
"আমরা ফাঁদ পাতব" ড্যানিয়েল বলল। এমনি সময় অ্যাগোস্টিনো এসে হাজির হল। সে ড্যানিয়েলকে আড়ালে নিয়ে বলল যে, সব কাজ ভালভাবেই অগ্রসর হচ্ছে। "ক্যাটেরিনা আমার উপদেশ মতই চলছে", সে বলল। "গোয়েন্দাটা নিশ্চয়ই টোপ গিলবে। আমাদের নজর রাখতে হবে।"
ড্যানিয়েল উত্তেজিত হয়ে বলল: "তুমি কি করতে চাও?"
"আমাদের ফাঁদ পাততে হবে" অ্যাগোস্টিনো জবাব দিল।
ফাঁদ কথাটার উল্লেখে ড্যানিয়েল না হেসে থাকতে পারল না। তাদের দুজনের আলাপের এই একটি মাত্র কথাই ফিলোমেনা শুনতে পেল এবং ছোঁ মেরে কথাটাকে ধরল বলা চলে।
"শুধু ফাঁদ দিয়ে চলবে না", সে অ্যাগোস্টিনোকে বলল। "খেঁকশিয়াল ভয়ানক চালাক এবং টোপ ছোঁয়ার আগে চতুর্দিক ভাল করে দেখে নেয়। একবারেই টোপটাতে কামড় দেয় না—পা দিয়ে সেটাকে নিজের দিকে টেনে আনার চেষ্টা করে। ইস্পাতের ফাঁদ পেতে রাখা অবশ্য ভাল—তবু সেই সঙ্গে কিছুটা বিষাক্ত খাদ্যও এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে রাখা ভাল।"

অ্যাগোস্টিনো প্রথমটা এই উপমাত্মক গল্পের মর্মোদ্ধার করতে পারল না। স্ত্রীর দিকে ফিরে ড্যানিয়েল বলল: "বিষাক্ত খাদ্য ছড়িয়েই বা নিশ্চয়তা কোথায়? খেঁকশিয়ালটা যদি বেশী দিনের উপোসী হয়, তবে টুকরো-টাকরা খাবার খাবেই না। আর যদি এক টুকরা বিষাক্ত মাংস বা বিষাক্ত চেস্টনাট্ খায়ও, তবু সে বিষে কাজ করবে তার নিশ্চয়তা নেই। একটা অজানা খেঁকশিয়াল মারতে ঠিক কতটা স্ট্রীকনাইন লাগে তা কেউ জানে না। যদি খেঁকশিয়ালটা বলবান হয়, আর স্ট্রীকনাইনের শক্তি যদি কম হয়, তাহলে ওর পেটে শুধু ব্যথা হবে—তাতে ত আর মুরগীর বাচ্চা খাওয়া বন্ধ হবে না। আর স্ট্রীকনাইনের শক্তি যদি খুব বেশী হয়, তবে বমি করে পেট খালি করে দেবে এবং ওর মুরগীর বাচ্চা খাবার ক্ষমতা আরও বেড়ে যাবে।"

তার আসার আগে কি নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল এতক্ষণে বুঝতে পেরে অ্যাগোস্টিনো বলল: "বলতে গেলে খেঁকশিয়াল ধরা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার।"

"না অসম্ভব নয়, তবে ভয়ানক কঠিন", ড্যানিয়েল জবাব দিল, "আর শুধু কথায় ধরা পড়েছে এমন খেঁকশিয়াল কখনও দেখা যায় নি।" তার ছোট মেয়ে তাকে ডাকছিল বলে ফিলোমেনা বাড়ির মধ্যে চলে গেল আর পুরুষ দুজন তাদের আলোচনা চালানোর জন্যে ফলের বাগানে ঢুকল। "অনেক কান্নাকাটি করে এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্যাটেরিনা কাজটা করতে সম্মত হল", অ্যাগোস্টিনো তাকে বলল। "ইটালীয় গোয়েন্দাটি গতকাল আবার তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল এবং কোন খবর থাকলে প্যালাঞ্জায় তার কাছে চিঠি লেখার জন্যে একটা ঠিকানাও রেখে গেছে।"

"বিশেষ করে নজর রাখার জন্যে সে কি তাকে কারও কারও নাম দিয়ে যায় নি?" "এ পর্যন্ত ত দেয়নি," অ্যাগোস্টিনো বলল, "তবে রোজ যে সব ইটালীয় শ্রমিক সীমান্ত পেরিয়ে আসে, তারা কোন সন্দেহজনক রাজনৈতিক কর্মী কিংবা পলাতক আশ্রয়প্রার্থীর সঙ্গে মেলে কিনা তার খোঁজ নিতে এবং তাদের নাম জানতে সে তাকে বলেছে। সে তাকে আরও বলেছে যে, যেসব লোক

গোপনে সুইট্‌জারল্যাণ্ড থেকে ইটালীতে বিপ্লবাত্মক বই এবং পুস্তিকা পাঠায় তাদের খবর দিতে পারলে সে অনেক টাকা পাবে।"

"কাউকে বিশেষ করে সন্দেহ করা হয় কিনা সে বিষয়ে সে তাকে কিছু বলে নি ?" ড্যানিয়েল জিজ্ঞাসা করল।

"এ পর্যন্ত ত বলেনি" অ্যাগোস্টিনো জবাব দিল। "সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে ক্যাটেরিনা যদি কোন কিছুতে জড়িত হয়ে বিপদগ্রস্ত হয়, তবে জুরিখে তার বসবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। সে টিসিনোতে ত্রিশ বছর ধরে বাস করেছে—কাজেই স্বভাবতই সে আবার বড় শহরে বাস করার স্বপ্ন দেখছে।"

"আমার সঙ্গে ইটালীয় বিপ্লবীদের যে কোন যোগ আছে ক্যাটেরিনা কি একথা বিশ্বাস করে ?" ড্যানিয়েল জিজ্ঞাসা করল।

"নিশ্চয় না," অ্যাগোস্টিনো তাকে আশ্বস্ত করল। "সে যখনই আমার সঙ্গে কথা বলে তখনই সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে যে সে চিরকাল নিজের কাজ দেখে এসেছে এবং দেখবেও—আর সিনর ড্যানিয়েল প্রকৃত ভদ্রলোক, তা ছাড়া তিনি টিসিনো নিবাসী এবং কখনও রাজনীতির সঙ্গে তাঁর কোন যোগ ছিল না ; প্রমাণ করা যায় যে······" সিলভিয়া উপরতলায় তার ছোট ঘরটা থেকে বাবাকে অ্যাগোস্টিনোর সঙ্গে কথা বলতে দেখে ফেলেছিল। সে বলল : "আমি নীচে আসতে পারি ?"

"নিশ্চয়ই পার !"

মেয়েটি ফলের বাগানে এল—তাকে আসতে দেখেই তাদের কথাবার্তার বিষয়ও বদলে গেল ; তারা আবহাওয়া সম্বন্ধে আলাপ করা শুরু করল।

প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় ড্যানিয়েল মুরগীর খোপের বাইরে ইস্পাতের ফাঁদ পেতে রাখত, টুকরো টুকরো বিষাক্ত খাবারও ছড়িয়ে রাখ্‌ত ; কিন্তু খেঁকশিয়াল আর আস্‌ত না। তেমনি তার জন্যে পাতা ফাঁদে পড়ার জন্যে অ্যাগোস্টিনোর খেঁকশিয়ালেরও কোন তাড়া ছিল না বলেই মনে হচ্ছিল। অন্তত ড্যানিয়েল্‌ এ বিষয়ে আর কিছু শুনতে পায় নি। "পাড়াগেঁয়ে লোকের জীবনে অবিরাম যুদ্ধ লেগেই আছে," ড্যানিয়েল্‌ প্রায়ই বলত, "খারাপ আবহাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ,

পাখীর সঙ্গে যুদ্ধ, পোকার সঙ্গে যুদ্ধ, কিন্তু সবচেয়ে বিশ্রী হ'চ্ছে খেঁকশিয়ালের সঙ্গে যুদ্ধ।" আঙুর গাছের পোকার বিরুদ্ধে অভিযানের শেষ হয়েছিল, কাজেই ড্যানিয়েল্‌ এবার ফলের গাছের পোকা ধ্বংস করতে আত্মনিয়োগ করেছিল। সে শুক্‌নো ডাল, মরা ছাল এবং শেওলার হাত থেকে গাছগুলোকে মুক্ত কর্‌ল এবং সিলভিয়া একখণ্ড তার দিয়ে গর্তের পোকাগুলোকে মেরে ফেল্‌ল। যখন সমস্ত গাছের গুঁড়িগুলো পরিষ্কার করা হল, তখন ফিলোমেনা এসে সেগুলোকে চুণকাম করে দিল।

"এখন গাছগুলো ত মাটির দিক থেকে বিপন্মুক্ত হল" ড্যানিয়েল্‌ মেয়েকে বল্‌ল, "কিন্তু আকাশের হাত থেকে তাদের কি করে বাঁচাই?" সে সামনের দরজায় অ্যাগোস্টিনোকে দেখ্‌তে পেল। তার জন্যে অপেক্ষমান অ্যাগোস্টিনো সিল্‌ভিয়ার সঙ্গে রসিকতা কর্‌ছিল।

"সর্বশেষ খবর কি?" ড্যানিয়েল তাকে জিজ্ঞাসা করল।

বার্গামোর লোকটি জবাব দিল: "ফাঁদ পাতা হয়েছে।"

"আর খেঁকশিয়াল?"

"তাকে আজ রাত্রে ধরা হবে" অ্যাগোস্টিনো ঘোষণা কর্‌ল।

তারপর কি করে খেঁকশিয়ালকে ধরা হবে অ্যাগোস্টিনো সেটা বুঝিয়ে দিল।

"ক্যাটেরিনা তাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে যে, জরুরী একটা খবর আছে। রিভা পিয়ানায় হ্রদের তীরে পুরনো স্যান্‌কুইরিকোর গির্জার বাইরে তার সঙ্গে রাত নয়টার সময় দেখা করার ব্যবস্থা সে করেছে। আমি এবং আর দুইজন লোকও এই সাক্ষাতের সময় হাজির থাক্‌ব।"

"তুমি কি পুলিশকে খবর দেওয়া উচিত বলে মনে কর না?" ড্যানিয়েল্‌ বল্‌ল।

"সেটা বোকার মত কাজ হবে। শীঘ্রই তা হলে কন্‌সাল অফিসে এ খবর পৌঁছে যাবে এবং খেঁক্‌শিয়ালও হাজির হবে না।" ড্যানিয়েল্‌ এ কথার জবাব দিতে পার্‌ল না, কারণ পুলিশের মধ্যে যে সংশয়জনক লোক ছিল, একথা সবাই জান্‌ত। কিন্তু এর ফলে ইটালীয় আশ্রয়প্রার্থীদের যে বিপদ ঘটতে পারে সে কথা ভেবে ড্যানিয়েল্‌ বিব্রত হল। "টিসিনোবাসীদেরই

এ কাজটা করা উচিত," সে বল্‌ল। কিন্তু অ্যাগোস্তিনোর তার্তে আপত্তি ছিল।

"তা করতে গেলে অনেক লোক জড়িয়ে পড়্‌বে," সে বলল। "আর তা ছাড়া ইটালীয় খেঁকশিয়ালের জন্যে ইটালীয় ফাঁদেরই প্রয়োজন।" সেদিন সন্ধ্যায় ড্যানিয়েল্‌ লোকার্নোর ট্রেনে চাপ্‌ল। রাত দশটার দিকে সে হ্রদের তীরে স্যালেগ্‌গীর দিকে হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে অ্যাগোস্তিনোর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল; কি করে ঘটনাটি সমাপ্ত হল সে এসে এ খবর তাকে দেবে। রাত প্রায় সাড়ে দশটার সময় অ্যাগোস্তিনোর বদলে মিন্নুসিওর ইটালীয় সূত্রধর লুকা এসে হাজির হল। "অ্যাগোস্তিনোর হাতে সামান্য আঘাত লেগেছে" সে বল্‌ল। "ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতের দিকে লোকের নজর পড়বে এই জন্যেই সে আসে নি।" ড্যানিয়েলের মনে তখন অনিশ্চিত আশঙ্কা। "আর অন্য লোকটি?" সে জিজ্ঞাসা কর্‌ল।

"তাকে ওখানে ভূপতিত অবস্থায় রেখে আসা হয়েছে। সে আর দুজন লোক সঙ্গে নিয়ে সাক্ষাতের জায়গায় এসেছিল। তারা তাকে ক্যাটেরিনার সঙ্গে একা রেখে চলে গেল—বলে গেল তারা ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে আস্‌বে। তারা ন্যাভেগ্নার দিকে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত আমরা গির্জার পিছনে অপেক্ষা করে রইলাম। ইত্যবসরে ক্যাটেরিনা কান্না এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলা শুরু কর্‌ল এবং গোয়েন্দাটিকে কতকগুলো বাজে কথা বল্‌তে লাগল। মাঝে মাঝেই সে গোয়েন্দাটিকে বলতে লাগল যে, সে কখনও কারও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে নি এবং করবেও না—তবে ইটালীতে যে সব বিপ্লবী বই এবং পত্রিকা যায় সে-সব যে লোকার্নোর ম্যাডোনা ডেল্‌ স্যাসোর ফ্রান্সিস্কান্‌ সঙ্ঘারাম থেকে যায় সে কথা সে জানে!"

এই চমৎকার কাল্পনিক কাহিনী শুনে ড্যানিয়েল্‌ প্রাণ খুলে হাস্‌তে লাগল।

"অ্যাগোস্তিনো আমাদের গির্জার পিছনে রেখে একাই তার কাছে এগিয়ে গেল" লুকা বলে চল্‌ল। "আমাদের মধ্যে ঠিক হয়েছিল যে, লোকটা যদি প্রথমে তার রিভল্‌ভার ব্যবহার করার লক্ষণ দেখায়, তবে সে শুধু তার

রিভলভারটা বের করবে। অ্যাগোস্তিনো এমনভাবে তার কাছে গেল যেন সে দৈবক্রমে ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল। অন্ধকার ছিল বলে সে একটা সিগারেট ধরাল এবং ম্যাচের আলোতে তাকে চিন্‌তে পারল। সে বলল: 'ওঃ এত চেনা মুখ দেখছি। তুমি ইটালীয় গোয়েন্দা!' সে সিগারেটটা ফেলে দিল—তারপরেই শুরু হল যুদ্ধ। আমরা গুপ্ত স্থান থেকে বেরিয়ে এলাম—ক্যাটেরিনা পালিয়ে গেল।"

"তোমরাও কি যোগ দিলে?"

"তার দরকার হল না। অন্য কেউ আসে কিনা সেই বিষয়েই আমরা শুধু নজর রেখেছিলাম। শীঘ্রই অ্যাগোস্তিনো লোকটাকে কাবু করে ফেল্‌ল। সে লোকটাকে ফেলে এত জোরে তার মাথায় আঘাত করল যে, সে আঘাতে পাথর পর্যন্ত ভেঙে যায়। অ্যাগোস্তিনো যে কত বলবান্‌ তা আমরা জানতাম; কিন্তু তার মধ্যে এত ঘৃণা সঞ্চিত ছিল সে খবর আমরা রাখতাম না।"

"ভুলে যেয়ো না যে ফ্যাসিস্তরা তার ভাইকে হত্যা করেছিল," ড্যানিয়েল্‌ বল্‌ল। "তার হাতে আঘাত লাগল কি করে?"

"গোয়েন্দা তার হাত কামড়ে দিয়েছিল। সে অ্যাগোস্তিনোর বাঁ হাতটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরেছিল—ছেড়ে দিতে চাইছিল না। অ্যাগোস্তিনো পাগলের মত অন্য হাত দিয়ে তার চোয়ালে ঘুষী মার্‌ল, কিন্তু তবু সে ছাড়ল না! কাজেই অ্যাগোস্তিনো তার গলা ধরে খুব জোরে টিপে দিল।"

"সেকি ওকে মেরে ফেললে নাকি?" ভীত হয়ে ড্যানিয়েল্‌ জিজ্ঞাসা কর্‌ল।

"দেখে ত তাই মনে হল!"

"তবে তার পালিয়ে যাওয়া দরকার। হয়ত তার পক্ষে ফ্রান্সে যাওয়াই ভাল।"

এই রকম দুর্ঘটনার ফলে ড্যানিয়েল্‌ সে রাত্রির মত লোকার্নোতে থাকাই ঠিক ঠিক কর্‌ল এবং ভোরবেলা বেলিনজোনায় যাওয়া মনস্থ করল।

তার পরিবারকে নিশ্চিন্ত করার উদ্দেশ্যে সে তাদের কাছে ফোন করার জন্যে একটা কাফেতে গিয়ে ঢুকল।

"কিং ভাগ্যি, তুমি নিজেই ফোন করেছ" সিল্‌ভিয়া তখন বলল। "আমি একঘণ্টা ধরে ফোনে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

"ব্যাপার কি?" ড্যানিয়েল সচকিত হয়ে প্রশ্ন করল।

"না, আমাদের বিশেষ কিছু হয় নি," সিল্‌ভিয়া বলল! "কিন্তু আমাদের বাড়ির খুব কাছে গড়েভিলার রাস্তায় দুটো গাড়িতে ভীষণ সংঘর্ষ হ'য়েছে এবং একটি লোক খুব আহত হয়েছে। ডাক্তার বললেন যে, সে এত ভীষণ আঘাত পেয়েছে যে, তাকে দূরে নিয়ে যাওয়া মুস্কিল—তাই তিনি তাকে রাখার জন্যে বাড়ির খোঁজ করেছিলেন। আমাদের সব প্রতিবেশীই তাঁকে বলেছে যে, আমাদের বাড়িতেই আহত লোকটিকে সাময়িকভাবে রাখা চলে। মা বললেন যে, তোমার অনুপস্থিতিতে তিনি অপরিচিত লোককে বাড়িতে আশ্রয় দিতে পারেন না, কিন্তু আমি বললাম যে, এ বিষয়ে নিশ্চয়ই তোমার সম্মতি পাওয়া যাবে!"

"নিশ্চয়ই," ড্যানিয়েল বলল! "তাকে কোথায় রেখেছ?"

"দোতালায়, আমার ঘরে," সিল্‌ভিয়া জবাব দিল। "আমি লুইসার সঙ্গে শোব।"

"লোকটির কি জীবন সম্বন্ধে সংশয় আছে?"

"ডাক্তার সেকথা বলবেন না। আমি নিজেই পরিচর্যা করব বললাম—তবু তিনি আজ রাত্রে একজন নার্স পাঠিয়ে দেবেন।"

"লোকটার বাড়ী কোথায়? তার নামই বা কি?"

তার মেয়ে বলল: "সে এখনও অজ্ঞান অবস্থায় আছে! নিশ্চয়ই সে ধনী বংশের সন্তান কেননা ডাক্তার মাকে অগ্রিম টাকা দিতে চাইলেন!"

ড্যানিয়েল বলল: "শোন, আমি সাহায্য করবার জন্যে আজ রাত্রে বাড়ি যেতে পারছি না ব'লে দুঃখিত। আমাকে আজ রাত্রে লোকার্নোয় থাকতে হবে এবং জরুরী দরকারে কাল সকালে বেলিনজোনায় যেতে হবে। কিন্তু তুমি ত জানো আমি তোমাকে বিশ্বাস করি—কাজেই ডাক্তার যা করতে বলেন করো এবং খুসী মনেই করো!"

আহত লোকটি তখনও বেঁচে আছে কি না জানার জন্যে পরদিন সকালে

ড্যানিয়েল আবার বাড়িতে ফোন করল। সিলভিয়া দোকানে গেছিল বলে লুইসা জবাব দিল।

"বেচারী লোকটি একটু ভালই হয়েছে। রাত্রে একজন নার্স এসেছিল কিন্তু সিলভিয়াও ঘুমাতে যায়নি……এইমাত্র ডাক্তারবাবু এলেন।"

ডাক্তার টেলিফোন ধরলেন।

ড্যানিয়েল বলল: "ডাক্তারবাবু আপনি খুসীমত আমার বাড়ী ব্যবহার করুন। এ রকম সময়ে আমি নিজে বাড়িতে নেই বলে সত্যই দুঃখিত।"

"লোকটি যে নিশ্চয়ই সেরে উঠবে সে কথা বলতে পারি," ডাক্তার বললেন। "সে খুব ভীষণ আঘাতই পেয়েছিল—তবে এখন বলতে পারি যে আর কোন আশঙ্কার কারণ নেই। সমস্ত খরচপত্র যাতে নির্বিঘ্নে নির্বাহ হয় সে ব্যবস্থা আমি করব।"

"লোকটা কে? তার আত্মীয় স্বজনেরা কোথায় থাকে?" ড্যানিয়েল প্রশ্ন করল।

"সে বলোনার একজন ইটালীয় এঞ্জিনিয়ার—তার নাম আম্বার্টোস্টেলা, আপনি হয়ত তার নাম শুনে থাকতে পারেন," ডাক্তার বললেন। "সে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন শেখার জন্যে সুইট্‌জারল্যাণ্ডে এসেছিল।"

"সে যে-ই হোক্, আপনি আমার বাড়ি এবং আমার পরিবারকে আপনার কাজে লাগান", ড্যানিয়েল্ জবাব দিল।

রিভা পিয়ানায় গত রাত্রে হত্যা-প্রচেষ্টার খবর পুলিশ কতটা জানে, বেলিন্‌জোনায় গিয়েই ড্যানিয়েল্ সে বিষয় খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করল। এ বিষয়ে নিজেই প্রথম আলাপ করবে এতটা বোকা সে ছিল না—অন্যের আলোচনার জন্যে সে অপেক্ষা করে রইল। কাজেই সে তার উকিলের সঙ্গে দেখা করতে গেল এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এমন কয়েকটি তুচ্ছ বিষয় নিষ্পত্তির জন্যে আদালতে গেল যার জন্যে কিছুমাত্র তাড়ার কারণ ছিল না। সে বহুবার পথে থেমে পরিচিত লোকদের সঙ্গে আলাপ করল এবং দুখানি প্রাতঃকালীন পত্রিকা কিনল কিন্তু কোথাও গত রাত্রের ঘটনা সম্বন্ধে একটি কথাও ছিল

না। স্পষ্ট বোঝা গেল যে বেলিন্‌জোনায় এ বিষয়ে কেউ কিছুই জান্‌তে পারেনি।

অবশেষে সাহস সঞ্চয় করে ড্যানিয়েল তার উকিলের কাছেই একথা পাড়্‌ল। "আমি শুনলাম যে গত রাত্রে লোকার্নোর বাইরে ইটালীয়দের মধ্যে একটা রাজনৈতিক হাঙ্গামা হয়ে গেছে", সে বল্‌ল।

উকিল জবাব দিলেন: "হোলেও হতে পারে—তবে আমরা কিছুই জানি না। নিশ্চয়ই বেশী কিছু ঘটেনি—কারণ ঘটনা যদি গুরুতর হত, তবে নিশ্চয়ই আমরা এ বিষয়ে সব জানতে পার্‌তাম। এখানে ফ্যাসিস্ত-বিরোধীদের মধ্যে সম্বন্ধ বড় খারাপ।"

ড্যানিয়েল খুব চিন্তিত হয়েছিল কিন্তু এই জবাবে সে নিশ্চিন্ত হল। লুকার কল্পনাই যে ঘটনাটিকে খুব বাড়িয়ে বলেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ড্যানিয়েল নিজের মনে মনে বল্‌ল যে এই ইটালীয়রা বেশ সুন্দর, সদাশয় এবং ভাবপ্রবণ জাতি কিন্তু তারা বড় বেশী কথা বলে। যাক বেশ ভালই হয়েছে, তা' নইলে অ্যাগোস্টিনো এবং ক্যাটেরিনাকে সুইট্‌জার্ল্যাণ্ড ছেড়ে যেতে হত। একটি রাত বাড়ি ছেড়ে থাকতে এবং একদিনের কাজ মিছামিছি নষ্ট হওয়াতে সে বিরক্ত হয়েছিল। বাড়ি যাবার পথে ট্রেনে কয়েকটি চাষা আলোচনা কর্‌ছিল যে, ম্যাগাডিনেতে একটি খেঁকশিয়াল মুরগীর বাচ্চাকে আক্রমণ করেছিল।

তাদের একজন বল্‌ল: "খেঁকশিয়ালগুলো বড় চালাক। ফাঁদওয়ালা মানুষের চেয়েও তারা বেশী চতুর।"

আরেকজন বল্‌ল: "ইটালীয়দের আবিষ্কৃত একটি নতুন ফাঁদ বেরিয়েছে।" প্রথম লোকটি জবাব দিল, "এতে খুব শব্দই হয় কিন্তু কাজ হয় না কিছুই।"

"সেটা সত্যি কথা", ড্যানিয়েল বল্‌ল। "এতে খুব বেশী শব্দই হয়, কাজ হয় না। শুধু ভয়ানক গণ্ডগোলই হয়।"

বাড়িতে ফিরেই ড্যানিয়েল দোতালায় গেল রোগীকে দেখতে। সে দেখল সিলভিয়া দরজায় বাধা সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে। নীরবতার নির্দেশ স্বরূপ সে তার মুখের উপর একটা আঙ্গুল রাখল।

"ওকে একেবারে শান্তিতে রাখতে হবে", সে তার কানে কানে বলল। "কোন লোক তাকে দেখতে যেতে পারবে না এবং কোন কথাবার্তা বলা চলবে না। ডাক্তার বলেছেন যে, ও উত্তেজিত হতে পারে এমন কিছুই করা চলবে না।"

"আমি করতে পারি এমন কিছুই নেই ?" ড্যানিয়েল হতাশ হয়ে বলল।

সিলভিয়া মৃদুস্বরে বলল : "নীচে যেতে যেতে শব্দ না হয় সেজন্যে তুমি বুট খুলে নীচে যাও !"

ড্যানিয়েল বুট খুলে নীচে বাগানে গেল। সে কাঠের ঘরে গিয়ে বেড়ার জন্যে কুড়ুল দিয়ে কাঠ কাটতে স্নুরু করল। কাজ স্নুরু করতে না করতেই স্লিপার পায়ে সিলভিয়া ছুটে এল।

"বাবা, তুমি কি পাগল হয়েছ ! বাড়িতে ভীষণভাবে আহত একজন লোক, আর তুমি এমন শব্দ করছ !"

ড্যানিয়েল্‌ কুড়ুলটা সরিয়ে রাখল।

সে মৃদুস্বরে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করল : "আমি কি অন্তত মাটি খুঁড়তে পারি ?"

সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে সিলভিয়া দোতালায় ফিরে গেল।

এর কিছুক্ষণ পরেই সে তার বড় মেয়েকে ঝুড়ি নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখল। সে তৎক্ষণাৎ বাড়িতে ফিরে বুট খুলে দোতালায় গেল। রোগীর ঘর থেকে নার্স বেরিয়ে এল এবং তাকে ভিতরে যাবার অনুমতি দিল। "তবে শুধু এক মুহূর্তের জন্যে কিন্তু।"

সিলভিয়ার সংকীর্ণ বিছানাটায় সে দেখল ব্যাণ্ডেজে বাঁধা শুধু একটা বিরাট মাথা। অবশ্য এতে হাসার কিছু ছিল না, তবু তার তুষার দিয়ে তৈরী মানুষের কথা মনে পড়ল। মাথাটা যেন একটা বিরাট সাদা বল—তার মধ্যে একটা ছোট চোখের গর্ত আর কিঞ্চিৎ বড় একটা মুখের গর্ত।

নার্স তাকে দরজার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল : "বহুক্ষণ দেখেছেন—আর নয় !" বুট হাতে করে নীচে যাবার পথেই তার সঙ্গে সিলভিয়ার দেখা হল। সে তিরস্কারের স্বরে জিজ্ঞাসা করল : "তুমি কোথায় গেছিলে ?"

"বাবার সঙ্গে কথা বলার এই কি ধরণ নাকি?" সে বলল এবং ফলবাগানে তার মাটি খোঁড়ার কাজে ফিরে গেল।

সে যখন মাটি খোঁড়ায় ব্যস্ত ছিল, তখন তার বউ তার সঙ্গে কথা বলার জন্যে বেরিয়ে এল।

স্ত্রী অভিযোগ করল: "সিলভিয়া নিজের বোধ-শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। সে কাল থেকে ঘুমায় নি কিংবা এক মুঠো খাবারও খায় নি!"

"সে তার প্রকৃত বোধ শক্তির খোঁজ পেয়েছে", ড্যানিয়েল জবাব দিল। "ওর হৃদয়টা খুব ভাল!"

"ভয়ানক ভাল!", তার মা বল্‌ল।

"ভয়ানক ভাল? লোকের হৃদয় আবার ভয়ানক ভাল হয় কি করে?"

ড্যানিয়েল মেয়ের উপর খুসী হয়েছিল। সে গর্ব এবং ভয়ের সঙ্গে মেয়ের দিকে তাকাল।

ফলের বাগানের নীচু দেয়ালটার পাশে কতকগুলো প্রিমরোজ ফুল। সিলভিয়া এসে রোগীর ঘরের জন্যে ফুল তুলতে লাগল।

"কিন্তু ও ত ফুল দেখতে পাবে না। ওর চোখ ত ব্যাণ্ডেজ করা," ফিলোমেনা ধীরে প্রতিবাদ করল।

"কিন্তু মা" সিলভিয়া বলল, "তুমি চোখ বুজেও ফুল দেখতে পার।"

ড্যানিয়েল সেদিনটা বেশীর ভাগ সময় পাহাড়ে আঙুরের ক্ষেতে কাজ করে কাটাল। সন্ধ্যায় ফিরে এসে সে রোগীর খবর জানতে চাইলে সিলভিয়া তাকে বলল যে, ও খুব শীঘ্র উন্নতির দিকে যাচ্ছে। নার্সকে ছাড়িয়ে দেওয়া হল—সিলভিয়া একাই তার ভার নিল। ড্যানিয়েল দু'একবার মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যে তাকে দেখতে গেল। রোগীকে বেশ চমৎকার লোক বলে মনে হল। ড্যানিয়েলের অনেক বিষয় চিন্তা করার ছিল, কিন্তু সে সিল্‌ভিয়ার পরিবর্তন লক্ষ্য না করে পারল না।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় তিরস্কারের সুরে তার স্ত্রী বলল: "তুমি অন্য বিষয়ে একটু কম নজর দিয়ে মেয়ের বিষয়ে একটু বেশী নজর দিলে পারতে।"

ড্যানিয়েল জবাব দিল : "সিলভিয়া ত আর এখন শিশু নয়—তা'ছাড়া ও বুদ্ধিমতী !"

স্ত্রী উত্তর দিল : "ও বুদ্ধিমতী বটে তবে অনভিজ্ঞা।" সে কয়েকদিন ধরে এ বিষয়ে বড় চিন্তিত হয়েছিল এবং মন থেকে এই গুরুভার নামিয়ে ফেলবে বলে স্থির করেছিল।

ড্যানিয়েলও চিন্তিত হল।

কয়েক মুহূর্ত পরে সে জিজ্ঞাসা করল: "এ বিষয়ে তার সঙ্গে আমার কথা বলা উচিত বলে কি মনে কর ?"

"হাঁ, এবং অনতিবিলম্বে," তার স্ত্রী জবাব দিল।

পরদিন সকালে ড্যানিয়েলের ভ্যাল্‌ভারজাস্কার কমা নামক স্থানে একটি বন্ধুর কাছে এক বস্তা কলাই নিয়ে যাবার কথা ছিল। সে সিলভিয়াকেও সঙ্গে নিয়ে গেল। ওখানে তার কাজটা ছিল একটা অছিলা, তাড়াতাড়ি সে কাজ শেষ করল এবং তাদের সবরকম আতিথ্য প্রত্যাখ্যান করল।

যে-সব বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল তাদের সে বল্‌ল : "আমি বরং মেয়ের সঙ্গে হেঁটেই বাড়ি ফিরব। কিছুদিন যাবত ওকে বড় ম্লান দেখাচ্ছে, ওর কিছুটা মুক্ত বাতাসের প্রয়োজন এবং ওর মনেরও বিশ্রাম প্রয়োজন।"

পিতা এবং কন্যা নীরবে গর্ডোলার দিকে হেঁটে চলল। নীচের উপত্যকায় যে নদীটি ফেনা তুলে ছুটে চলছিল, তার উপর দিয়ে পথটি গিয়েছিল এঁকে বেঁকে।

"আমরা কি নদীর তীর দিয়ে যেতে পারি না ?" সিলভিয়া জিজ্ঞাসা করল।

"মনে হয়, না", ড্যানিয়েল জবাব দিল, কিন্তু মেয়ে যা চায় তাই করতে সে ভালবাসত বলে বল্‌ল যে শীঘ্র ফেরার তাড়া যখন নেই, তখন একবার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

তাঁরা মইয়ের মত খাড়া একটা পথ দেখতে পেল। এই রাস্তাটি অনেক এঁকে বেঁকে ঘুরে ফিরে অবশেষে তাদের নদীর তীরে এমন একটা জায়গায় এনে ফেলল যেখানে নদীটি একটি পাহাড়ের দেয়ালে ফেন উদ্গীরণ করে আছড়ে

পড়ছিল। নিকটেই নদীর মধ্যে একটি ক্ষুদ্র শান্ত পরিষ্কার জলাশয় সৃষ্টি হয়েছিল—সেখানে জল এত পরিষ্কার যে নীচের প্রত্যেকটি পাথর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। এতক্ষণ পিতা এবং কন্যার মধ্যে মাত্র অল্প এবং তুচ্ছ কথার বিনিময় হয়েছিল। এতেই ড্যানিয়েল্ পরিষ্কার বুঝতে পারল সিলভিয়ার মধ্যে কত বড় পরিবর্তন ঘটে গেছে।

জলের নীচে এক ফুট বিস্তৃত একফালি বালির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে শেষ পর্যন্ত সিলভিয়া মন্তব্য করল : "কি সুন্দর পাথর !"

"ওত মাছের ডিম", তার বাবা বুঝিয়ে দিল। "সেপ্টেম্বরের শেষে নদীর নীচের দিক থেকে ট্রাউট মাছ নদীর উৎসের দিকে যেতে শুরু করে। স্ত্রী মাছগুলো ডিম পাড়ার জন্যে বালুকাময় সুরক্ষিত স্থানের খোঁজ করে। তারা পাথরখণ্ডগুলোকে লেজ দিয়ে সরিয়ে রেখে ডিম পাড়ে—এই ডিম পাথরের গায়ে লেগে থাকে।"

"এমনি করে ট্রাউট মাছের জন্ম হয় নাকি ?"

"পরে অবশ্য পুরুষ মাছরা ডিমগুলোকে প্রাণবান করে। তারা মেয়ে মাছগুলোর পথ অনুসরণ করে যায় এবং যেখানে ডিমগুলো পড়ে থাকে সেই পাথরের উপর এক প্রকার গাঢ় দুধের মত পাতলা পদার্থ ছিটিয়ে দেয়। কয়েকদিন পরেই ডিমগুলো ফাটতে শুরু করে।"

যেখানে এমনি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে সেই বালুকাময় স্থানের দিকে সিলভিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

"কি সুন্দর, সরল।" সে বলল।

"বাছা, ট্রাউট্ মাছরা ত আর গীর্জায় যায় না।"

বাড়ি ফেরার পথে তাদের মধ্যে এই আলোচনাই শুধু হয়েছিল।

"তুমি সে বিষয়ে ওর সঙ্গে কথা বলেছিলে ?" ড্যানিয়েলের স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল।

"হাঁ।"

"তারপর ?"

"কিছু না!"

একদিন এঞ্জিনিয়ার সর্বপ্রথম তার ঘর ছেড়ে বেরুলো এবং ফলের বাগানে এসে একটা চেয়ারে শুলো। ক্যাটেরিনা ও ড্যানিয়েল এক সঙ্গে গর্ডোলা থেকে ফিরে এল। এঞ্জিনিয়ার হঠাৎ ডাকল: "কুমারী সিলভিয়া!"

ক্যাটেরিনা তার গলার স্বর শুনে ঐ জায়গায় যেন শিকড় গেড়ে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর যে বেড়াটা বাগান থেকে রাস্তাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল, তার কাছে এগিয়ে গিয়ে সে বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখল। "সিনর ড্যানিয়েল", সে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাঁপতে কাঁপতে বলল, "সিনর ড্যানিয়েল, ওই লোকটাই ত সেই গোয়েন্দা যার কথা আমি তোমাকে বলেছি।"

"তুমি পাগল হয়েছ!" ড্যানিয়েল্ ব'লে উঠল এবং তারপর তার অনুপস্থিতিতে কি করে লোকটাকে তার বাড়িতে আনা হয়েছিল সে গল্প বল্ল।

ক্যাটেরিনা আবার বেড়ার কাছে গিয়ে সিলভিয়ার সঙ্গে রহস্যালাপে রত লোকটিকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল।

"নিশ্চয়ই, এই সেই লোক," সে বল্ল, "ও আমাকে দেখার আগেই আমি চলে যাচ্ছি।"

"বেশ যাও", ড্যানিয়েল্ ম্লান হ'য়ে উঠল। "কাল এই সময়ে অ্যাগোস্টিনোকে আস্তে বলো এবং লোকটা যাতে তাকে দেখতে না পায়, তার জন্যে আমি সাবধানতা অবলম্বন করব!"

কিছুক্ষণ পরে সিল্ভিয়া এসে বাবার সঙ্গে কথা বলা শুরু করল। "আমাদের রোগী এখন পুর্বাপেক্ষা অনেক ভাল", সে তাকে বল্ল। "তুমি যদি মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে কথাবার্তা বল, তবে খুব ভাল হয়। তুমি দেখবে দৈবক্রমে আমাদের বাড়িতে কি চমৎকার একটি লোক এসেছে!"

"নিশ্চয়ই, ওর সঙ্গে কথা বলার আমার খুব ইচ্ছা আছে", ড্যানিয়েল্ তার হৃদয়াবেগ লুকানোর চেষ্টা করে জবাব দিল। "আমরা সবাই ত একসঙ্গে খেতে বস্তে পারি!"

খাবার সময় অবস্থা কিন্তু অসহ্য হ'য়ে উঠল। নিজের দুই মেয়ের মধ্যে এই লোকটির বসে থাকার দৃশ্য সে সহ্য করতে পারল না। সে মাথা ধরার অজুহাত দেখিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

পরে অন্য সবাই বেরিয়ে এল এবং ফল বাগানে তার সঙ্গে একত্রিত হল।

"কাগজে কি খবর আছে?" তথাকথিত এঞ্জিনিয়ার, গৃহকর্তাকে জিজ্ঞাসা করল। "কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি কাগজ চোখেই দেখিনি।

"রোজই একটা না একটা দুর্ঘটনা লেগেই আছে," ড্যানিয়েল বল্‌ল। "গতকাল ফ্রান্সে একটা ট্রেণ দুর্ঘটনা হয়ে গেছে; কয়েক শ' লোক মারা গেছে!"

এঞ্জিনিয়ার, ড্যানিয়েলের কথার সূত্র ধরে জবাব দিল: "রোজই একটা দুর্ঘটনা ঘটছে। কিন্তু লোকেরা যে রকমভাবে নিয়তির টানে এগিয়ে চলে সেটা আরও কত ভীষণ! কালকের দুর্ঘটনায় নিহত এই শত শত লোকের কথা একবার ভাবুন। একই গাড়িতে ছাত্র, কৃষক, ভ্রমণকারী, ব্যবসায়ী, সামরিক কর্মচারী, ডাক্তার, দর্জি, আইনজীবী প্রভৃতি সবাই ছিল। তারা একই গাড়িতে ছিল— অথচ এক গাড়িতে ছিল না। কৃষকেরা ভাবছিল বাজার দরের কথা, আইনজীবিরা ভাবৃছিল লিজিয়ন্ অফ্ 'অনারের (Legion of Honour) ক্রসের কথা, সামরিক কর্মচারীরা ভাবছিল বিত্তশালিনী পাত্রীর কথা, ডাক্তাররা কল্পনায় গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া কর্‌ছিল এবং ছাত্ররা সদ্য কেনা নতুন টাইয়ের বিষয় দিবা-স্বপ্ন দেখছিল। এমনিভাবে তারা প্রত্যেক লোকই নিজের গাড়িতে ভ্রমণ করে। কিন্তু হঠাৎ তাদের সবাইকে এক গাড়িতে তুলে দেওয়া হ'ল—মৃত্যুর গাড়িতে। কৃষকের বুটের নীচে ছাত্রের টাই গড়িয়ে পড়ল, সামরিক কর্মচারীর তরবারি ভেদ করল ভ্রমণকারী ব্যবসায়ীর বুক, দর্জির নতুন মডেল ধোঁয়া এবং অগ্নিশিখার মধ্যে হারিয়ে গেল। নিজেদের অজ্ঞাতসারে সবাই একই গাড়িতে চাপল।"

"কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই এ মৃত্যুজনিত একতাকে ধ্বংস করতে ছুটল।" ড্যানিয়েল্ বল্‌ল। "তারা ফারকোটে ঢাকা শবদেহগুলো অন্য শবদেহ থেকে আলাদা করে রাখল।"

"কাজেই মৃত্যুর পরেও লোকেরা পরস্পরের শত্রু থাকতেই বাধ্য হয়?" সিল্ভিয়া প্রশ্ন করল।

"মানুষের প্রকৃতি, মানুষের ভাগ্য এবং সমাজ মানুষকে যা তৈরী করে, এগুলোর মধ্যে গভীর প্রভেদ আছে", রোগী জবাব দিল। "আমি যখন মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করছিলাম, তখন এই ভাবটাই সর্বদা আমার মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমাদের প্রত্যেকে তার বিশেষ ট্রেণে ভ্রমণ করে—অথচ আমরা সবাই একই রেলপথের যাত্রী।"

"মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা এবং বিভেদের উপরই বর্তমান সমাজ সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত," ড্যানিয়েল্ বল্ল। "মানবজাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকেই তাদের শ্রমের ফল থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। তাদের শ্রমের ফল তাদের হাত থেকে বেরিয়ে যেতে না যেতেই তার উপরে তাদের আর কোন অধিকার থাকে না— তখন তার উপর তাদের শত্রুদের অধিকার। উৎপাদন উৎপাদকেরই শত্রু। প্রাণহীন বস্তুপুঞ্জ আজ মানুষের অন্ধ পুজার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

সিল্ভিয়া প্রশ্ন করল: "সর্বদাই কি তাই থাক্বে?"

"আমি যখন যুবক ছিলাম", রোগীটি জবাব দিল, "আমি আমাদের বর্তমান সমাজের থেকে বিভিন্ন নতুন ধরণের এক সমাজের স্বপ্ন দেখতাম……"

ড্যানিয়েল্ উঠে গিয়ে মাটি খোঁড়া শুরু করল। সামনেই বসন্ত—তার অনেক কাজ করার ছিল। সে সক্রোধে মাটির বুকে কোদাল চালাতে লাগল, সমস্ত দেহভার দিয়ে ডান পায়ে মাটি চেপে ধরল এবং তারপর বিচ্ছিন্ন মাটির ঢেলা-গুলোকে এক দিকে সরিয়ে রাখল। তার পিছনে ফিলোমেনা বিদে দিয়ে মাটি সমান করতে লাগল। ফলের বাগানে ভিজে মাটির একটা মিষ্টি গন্ধ বেরুতে লাগল। ড্যানিয়েলের ক্লিষ্ট চিন্তাগ্রস্ত মুখের উপর বড় বড় ঘামের ফোঁটা দেখা দিল। সন্ধ্যায় মণ্টোসেনেরির উপরে প্রথম তারা না দেখা দেওয়া পর্যন্ত আহত লোকটি বাগানেই শুয়ে রইল।

তার চারপাশে উপবিষ্ট পরিবারটিকে সে শান্তভাবে বলল: "বহু বহু বছর

আমি আকাশের দিকে চেয়ে দেখিনি।" সিল্‌ভিয়া উঠে গেল এবং একটা বই নিয়ে ফিরে এল।

"আপনাকে দেখে আমার টল্‌স্টয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পিস্‌' (War and Peace) বইটার প্রথম খণ্ডের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়", সে বলল। "১৮০৫ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে রুশ এবং ফরাসীদের যুদ্ধে প্রিন্স অ্যাণ্ড্রেই আহত হয়েছিলেন। টলস্টয় তাঁর সম্বন্ধে এই কথাগুলো বলছেন :

'গোলন্দাজটির সঙ্গে ফরাসী দুজনের যুদ্ধের ফল জানার জন্যে এবং যুদ্ধে গোলন্দাজটি নিহত হয়েছে কিনা জানার জন্যে তিনি পুনরায় তাঁর চোখ মেল্‌লেন। বন্দুকগুলো রক্ষা পেয়েছে না শত্রুর হাতে পড়েছে তিনি জানতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি মাথার উপরে আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। আকাশ পরিষ্কার ছিল না, তবু তার কি অপরিমেয় উচ্চতা, আর আকাশের বুকে ধীরে ধীরে ধূসর মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছিল। কি সুন্দর নিস্তব্ধ নীরবতা, প্রিন্স অ্যাণ্ড্রেই নিজের মনে বল্‌লেন, আমাদের এই হৈ চৈ, গণ্ডগোল এবং যুদ্ধের সঙ্গে এর কত তফাৎ। অনন্ত উচ্চ আকাশে মেঘের শান্ত শোভাযাত্রার সঙ্গে ফরাসী এবং গোলন্দাজের যুদ্ধের কোনই সম্পর্ক ছিল না; তারা তখন ভীষণ উত্তেজিত মুখে কামান পরিষ্কারের নলটার জন্যে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে করছিল! আমি ইতিপুর্বে আকাশের দিকে তাকাইনি এটা কি করে সম্ভব হয়েছে? আর আমি যে অবশেষে আকাশের দিকে তাকিয়েছি এটা কত কত সৌভাগ্যের বিষয়! আকাশের অসীমতা ছাড়া আর সবই বৃথা, নিরর্থক এবং অবাস্তব! এর বাইরে আর কিছুর অস্তিত্ব নেই। কিন্তু আকাশেরও অস্তিত্ব নেই। শান্তি এবং নীরবতা ছাড়া আর কিছু নেই। এজন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।"

চাঁদ উঠেছিল এবং চাঁদের আলোয় ম্যাগাডিনো উপত্যকা ভেসে যাচ্ছিল।

লুইসা বল্‌লে : "আমাদের চাঁদেরও চোখ এবং নাক আছে।"

সিল্‌ভিয়া ছোট বোনকে শিখিয়ে দিল : "ওগুলো পর্বত আর সমুদ্র।"

"যদি চাঁদের অধিবাসীরা এখন এই মুহূর্তে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাকে, তবে

তা্দের কাছেও পৃথিবী যে এই রকমই মনে হচ্ছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, এঞ্জিনিয়ার বল্লে। "পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলো উপর থেকে কেমন দেখায়? চাঁদের থেকে ইটালিকে নিশ্চয়ই 'কমা'র মত, সুইট্‌জার্ল্যাণ্ডকে 'ফুলস্টপে'র মত দেখায়।"

"ওখান থেকে মুসোলিনীকে কেমন দেখায়?" লুইসা বল্‌ল।

"কিংবা মোট্‌টাকে?" ড্যানিয়েল প্রশ্ন করল।

প্রত্যেকেই হেসে উঠল।

পরদিন অ্যাগোস্টিনোকে আসতে দেখে ড্যানিয়েল্ এগিয়ে গেল এবং এঞ্জিনিয়ার রোদে ফলের বাগানে শুয়েছিল বলে, বাগানের ওদিকের রাস্তা দিয়ে তাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেল। দুজনে লুইসার ঘরে উঠে গেল। গোয়েন্দাটি যাতে তাকে না দেখতে পারে সে জন্যে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে অ্যাগোস্টিনো তাকে দেখতে লাগল।

অ্যাগোস্টিনো ফিস ফিস করে বল্‌ল: "ওই সেই লোক!"

পরে হাত দুটি ঘষতে ঘষতে আবার বল্‌ল: "অন্তত এবার আর ও আমাদের হাত থেকে মুক্তি পাবে না।"

"নিশ্চয়ই তুমি ঠাট্টা করছ।" ড্যানিয়েল এমন স্বরে কথা বল্‌ল যে, অ্যাগোস্টিনোর কান খাড়া হয়ে উঠল।

"খেঁকশিয়াল ফাঁদে পড়েছে", সে বল্‌ল। "তুমি কি তাকে ফাঁদ থেকে বেরিয়ে যেতে দিতে চাও? আমরা কোন চেষ্টা না করা সত্ত্বেও, অবশেষে তাদেরই একজন, যারা ইটালির কয়েদে এবং দ্বীপে আমাদের কমরেডদের হত্যা করে, আমাদের হাতে এসে পড়েছে। আমরা কি তাকে চলে যেতে দেব?" অ্যাগোস্টিনোর গলার স্বরে রাগের আভাস।

"সে এখন আমার বাড়িতে; সে আমার অতিথি", ড্যানিয়েল শান্ত স্বরে জবাব দিল।

"সে গোয়েন্দা", অ্যাগোস্টিনো বল্‌ল।

"সে গোয়েন্দা ছিল্ কিন্তু এখন সে আমার অতিথি", ড্যানিয়েল পূর্ববৎ

শান্তভাবে বল্‌ল। "সে মৃতপ্রায় অবস্থায় আমার বাড়িতে এসে আতিথ্য ভিক্ষা করেছিল। আমার বাড়িতেই সে সেরে উঠল......"

অ্যাগোস্টিনো নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

"কিন্তু এ-সব দ্বিধাসঙ্কোচ কেন?" সে বলল। "তুমি ত ভালভাবেই জান ফ্যাসিস্তরা কি উপায়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায়, তারা ত কোন নৈতিক দ্বিধাসঙ্কোচের ধার ধারে না।"

"আমি জানি", ড্যানিয়েল জবাব দিল। "সেই জন্যেই ত আমি ফ্যাসিস্ত নই।"

"এই নৈতিক দ্বিধাসঙ্কোচের জন্যে আমরা পরাজিত হয়েছিলাম।"

"এবং এর জন্যেই আমরা জিত্‌ব," ড্যানিয়েল বল্‌ল।

এই রকম একগুঁয়েমির বিরুদ্ধে অ্যাগোস্টিনো শুধু ধীরে মাথা নাড়তেই পারল্।

"সে আর কতদিন এখানে থাকছে?" তারপর সে জিজ্ঞাসা করল।

"হয়ত আরও এক সপ্তাহ, কারণ ও এখনও বড় দুর্বল।"

"তবে আমাদের হাত থেকে পালিয়ে যাবার আগে ওর সম্বন্ধে আবার কথা বলার সুযোগ আমরা পাব," অ্যাগোস্টিনো বল্‌ল।

ড্যানিয়েল তার পরিবারকে এ সম্বন্ধে কিছু না বলাই ঠিক করল। সে তাদের চিন্তিত করতে চাইল না। তার অতিথি যাতে কিছু লক্ষ্য না করে সে বিষয়েও সে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করল। তার স্ত্রীর এক বোনের সম্প্রতি সন্তান হয়েছিল—ড্যানিয়েল স্ত্রী এবং সিলভিয়াকে নিয়ে তাকে দেখতে যাবে স্থির করল। রোগীর যত্ন করার জন্যে লুইসাকে রেখে যাওয়া হল। মেয়েটি তথাকথিত এঞ্জিনিয়ারকে বল্‌ল: "আপনি কয়েক সপ্তাহ ধরে আমাদের বাড়িতে আছেন—অথচ আপনি বাড়িটাই ঠিক মত দেখেন নি।"

"আমি সারাক্ষণ বিছানায় বদ্ধ ছিলাম বলেই সেটা সম্ভব হয়নি," সে জবাব দিল।

লুইসা তাকে প্রত্যেকটি জিনিস দেখাতে লাগল; দোতালায় তার নিজের ঘর যেটাতে এখন সে আর সিলভিয়া শোয় এবং ভাঁড়ার ঘর, যার মধ্যে আলু, পেঁয়াজ, ফল এবং বাগানের যন্ত্রপাতি রাখা হয়—এ সবই তাকে

দেখাল। দেয়ালে তুখণ্ড লাল কাগজ দিয়ে সাজান ফ্রেমে আঁটা একখানি ছবি এঞ্জিনিয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

"ম্যাট্টিওট্টি ( Matteotti )।"

এঞ্জিনিয়ার একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

"ম্যাট্টিওট্টি কে ?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"ম্যাট্টিওট্টি গরীবদের পক্ষ নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তাই তিনি মুসোলিনী কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন।"

"তুমি কি ফ্যাসিস্ত বিরোধী ?"

"নিশ্চয়ই।"

"সিল্ভিয়াও কি তাই নাকি ?"

"ও আবার আমাদের প্রত্যেকের চেয়ে বেশী ফ্যাসিস্ত বিরোধী।"

"আর তোমার বাবা ?"

"তিনি আবাব আমাদের প্রত্যেকের চেয়ে বেশী ফ্যাসিস্ত বিরোধী। তবে তিনি এ বিষয়ে কথা বলেন না, তিনি কাজ করেন।"

তারপর লুইসা তাকে তেতালায় নিয়ে গেল।

"এটা বাবা আর মার ঘর।"

"আর ঐ ঘরটা কিসের ?"

"ওঘরে কারও ঢোকা নিষেধ—বাবার নিষেধ আছে। ওখানে অনেক কাগজপত্র আছে—সেগুলো অগোছালো হয়ে যায় বাবা তা চান না।"

লুইসা এবং এঞ্জিনিয়ার বাগানে ফিরে এল।

পরের আধ ঘণ্টা সে বাগানের পথে পায়চারী করে বেড়াল। তারপর মন স্থির করে লুইসার কাছে গিয়ে বলল: "তুমি আমার হয়ে একটা টেলিগ্রাম করে আসবে ?"

সে মেয়েটিকে অর্থ এবং টেলিগ্রামটি দিল ; তারপর তাকে বলল যে, সে ক্লান্ত হয়েছে—এখুনই বিছনায় যেয়ে শুয়ে পড়বে।

পরদিন সিলভিয়া এঞ্জিনিয়ারের প্রাতরাশ নিয়ে গেল, কিন্তু কোন সাড়াশব্দ পেল না। দরজায় তালা লাগানো ছিল। নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে; সিলভিয়া চীৎকার করা শুরু করল, পরিবারের সবাই ব্যাপার কি জানার জন্যে এগিয়ে এল। ড্যানিয়েল ঘরের দরজা ভেঙে ভিতরে গেল।

ঘর খালি, গত রাত্রে বিছানায় কেউ শোয় নি, এঞ্জিনিয়ারের মালপত্রও সেখানে ছিল না।

"সে চলে গেছে!" সিলভিয়া চীৎকার করে উঠল।

"সে বিদায় না জানিয়েই চলে গেল," লুইসা বলল।

"সে নিশ্চয়ই কাল রাত্রে চলে গেছে," বিছানাটা দেখিয়ে ফিলোমেনা বলল।

দুই লাফে ড্যানিয়েল তেতালায় উঠে গেল—সেখানে শোনা গেল তার পাগলের মত চীৎকার আর গালাগালি। "চোর! বদমায়েস! বিশ্বাস-ঘাতক! সে আমার সব কাগজপত্র নিয়ে গেছে!" সে ঝড়ের বেগে প্রলাপ বকতে লাগল যেন।

মেয়েরাও তাড়াতাড়ি ওপরে গেল। ঘরটা বিশৃঙ্খল হয়েছিল। মেঝের উপর ড্রয়ার থেকে সব বের করে ফেলা হয়েছিল।

সেই মুহূর্তে অ্যাগোস্টিনো এসে হাজির হল। তখনও সে কিছু জানত না, তবু তাকে বিবর্ণ এবং উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

"গতরাত্রে গোয়েন্দাটি পালিয়ে গেছে এবং সঙ্গে সীমান্ত ব্যবসায়ের কাগজ সমেত আমার বেশীর ভাগ কাগজপত্রই নিয়ে গেছে। যে-সব লোক এর মধ্যে জড়িত আছে, তাদের এখনই সাবধান করে দিতে হবে," ড্যানিয়েল অ্যাগোস্টিনোকে বলল। "নষ্ট করার মত একটি মুহূর্তও নেই।"

"আজ সকালে লুইনা স্টেশনে কুড়িজন শ্রমিক ধরা পড়েছে," অ্যাগোস্টিনো বলল। "এই শ্রমিকরা দিনের বেলা কাজের জন্যে সুইটজার্ল্যাণ্ডে আসে আর রাত্রিতে ইটালিতে ফিরে যায়।"

সিলভিয়া প্রবল বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে ছিল বাবা এবং অ্যাগোস্টিনোর দিকে, যেন তারা সুন্দর অভিনয় করছিল।

না!" সে কাঁদতে শুরু করল। "না, না! একথা সত্য নয়! নিশ্চয়ই এটা পরিহাস। ঈশ্বরের দোহাই, অ্যাগোস্টিনো, বল এটা সত্য নয়।"

ড্যানিয়েল সোজা হয়ে দাঁড়াল।

"যারা এখনও ধরা পড়েনি, তাদের কি করে বাঁচানো যায় সে-কথা আমাদের এখনই ভেবে দেখতে হবে।" সে বলল।

সে এবং অ্যাগোস্টিনো তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

ফিলোমেনা এবং লুইশা স্টোভের পাশে বসেছিল। আর সিলভিয়া বসেছিল অন্ধকার রান্নাঘরের পিছন দিকটায় একটা বাক্সের উপরে।

"যে সব লোক গোপনে বিপ্লবী কাগজপত্র নিয়ে যায়, আজ খুব ভোরে তারা ধরা পড়েছে," রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ড্যানিয়েল বলল। "দুপুরে একটা বইয়ের দোকানে পুলিশ হানা দিয়েছিল। ক্যাটেরিনার বাড়িতে পুলিশ গেছিল—মনে হয় অ্যাগোস্টিনোও ধরা পড়েছে এবং নিশ্চয়ই সুইট্‌জার্ল্যাণ্ড থেকে বিতাড়িত হবে। এখানে এখনও পুলিশ আসে নি?"

ফিলোমেনা বল্‌ল: "না।"

ড্যানিয়েল দরজায় বসে পড়ল।

অনেক রাত হল—প্রথমবার মোরগ ডাকল, কিন্তু কেউ শুতে যাবার কথা ভাবলেও না। যে দোতালায় এই গতকাল পর্যন্ত এঞ্জিনিয়ারটি ছিল, সেখানে কারও পা দেবার ইচ্ছা করছিল না। দ্বিতীয়বার মোরগ ডাকল। ফিলোমেনা এবং লুইসা স্টোভের পাশেই বসে রইল। অন্ধকার রান্নাঘরের পিছন দিকে কাঠের বাক্সে সিলভিয়াও বসে রইল এবং দরজায় ড্যানিয়েল বসে রইল। কেউ যেন মরে গেছিল—তারা সবাই মিলে যেন মৃতদেহ পাহারা দিচ্ছিল। তৃতীয়বার মোরগ ডেকে উঠ্‌ল।

যন্ত্রণাক্ষুব্ধ কুকুরের ডাকের মত একটা জন্তুর তীব্র চীৎকারে নীরবতা ভেঙে গেল—তারপরেই শোনা গেল মুরগী এবং মুরগীর বাচ্চার দীর্ঘ এবং উত্তেজিত ডাক। লাফিয়ে উঠে ড্যানিয়েল বাগানের মধ্য দিয়ে ছুটে গেল মুরগীর খোপের দিকে, গিয়ে দেখল যে, একটা খেঁকশিয়ালের থাবা ফাঁদে আটকে

গেছে। কুঁজো পিঠে জন্তুটা তিনটি মুক্ত পা দিয়ে আটকানো পা'টা খোলার জন্যে চেষ্টা করছিল। ড্যানিয়েলকে আসতে দেখে সে ফাঁদের শিকলের বাধা অগ্রাহ্য করে এপাশে ওপাশে পাগলের মত লাফানো শুরু করল।

"অবশেষে!" ড্যানিয়েল বলে উঠল। সে মুরগীর খোপের পাশে রাখা একখানি কুড়ুল তুলে নিয়ে এমনভাবে পশুটাকে কোপানো শুরু করল যেন সে একটা ওক্ গাছ কাটছিল। সে জন্তুটার মাথা, পিঠ, পেট এবং পায়ে আঘাত করল এবং মৃতদেহটাকে খণ্ড খণ্ড ও রক্তাক্ত চূর্ণবিশেষে পরিণত করার পরও বহুক্ষণ ধরে সে কুপিয়ে চলল।

# লতিফা

মোসে স্মিল্যান্স্কি

"লতিফার চোখ না দেখে থাকলে চোখ কত সুন্দর হতে পারে তা জানা যায় না।" এই কথা আমি যখন বলতাম তখন আমি ছিলাম ছোট ছেলে—আর লতিফা ছিল ছোট একটি আরব মেয়ে—তখনও শিশু বললেই চলে। তারপর এতগুলো বৎসর চলে গেছে—আমি আজও এই কথাই বলি।

সময়টা ছিল জানুয়ারী মাস, বর্ষাকাল। আমি একদল আরবের সঙ্গে ছিলাম ক্ষেতে—তারা আমার প্রথম আঙ্গুর ক্ষেত তৈরী করছিল। আমার মনে ছিল উৎসবের আনন্দ, আমার পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও ছিল তারই আভাস। দিনটা ছিল সুন্দর, উজ্জ্বল। বাতাস ছিল পরিষ্কার, মৃদু ঈষদুষ্ণ এবং তেজোদায়ক। পূর্ব দিকে দণ্ডায়মান সূর্য থেকে সব জিনিসের উপর ঝরে পড়ছিল একটা প্রাতঃকালীন রক্তাভ দ্যুতি। নিঃশ্বাস গ্রহণ করে ফুসফুসকে পূর্ণ মাত্রায় ভরে ফেলে আনন্দ পাওয়া যাচ্ছিল। চতুর্দিকের সব কিছুই ছিল সবুজ এবং অকর্ষিত পাহাড়ের উপর লাবণ্যময় সুন্দর বন্য ফুলগুলো দুলছিল।

ইট এবং 'ইঞ্জিল' পরিষ্কারকারিণী আরব মেয়েদের মধ্যে আমি একটি নতুন মুখ দেখলাম। সে মুখটি একটি চৌদ্দ বৎসর বয়সের সজীব সতেজ কিশোরীর—তার পরনে নীল পোষাক। একটা সাদা ওড়নার প্রান্ত দিয়ে তার মাথাটি ঢাকা, আর অপর প্রান্ত পড়েছে তার কাঁধে।

আমি লিখে রাখার উদ্দেশ্যে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: "তোমার নাম কি?" সুন্দরী লাজুক মেয়েটি তার ছোট মুখটি আমার দিকে ফেরালো—আর তার কালো চোখ দুটি চক চক করে উঠল।

"লতিফা।"

তার চোখ দুটো ছিল সুন্দর—বড়, কালো এবং দ্যুতিময়। চোখের মণিদুটো সুখ এবং জীবনের আনন্দে টলমল করছিল।

"শেখ সোরাবজীর মেয়ে," বললে আতালা নামে একজন তরুণ আরব ; সে সেই মুহূর্তে একটা বড় পাথর সরাচ্ছিল। সে যেন এমনই কথাগুলো বাতাসে ছুঁড়ে দিল।

"সুন্দর গ্রীষ্মের রাতে ঠিক দুটি তারার মতন"……আতালা দুষ্টু চোখে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে তার সুন্দর দৃঢ় কণ্ঠে গান গাইতে লাগল।

সেদিন থেকে আমার কাজে দেখা দিল নতুন আগ্রহ। যখনই নিজেকে ক্লান্ত বা বিষণ্ণ মনে হত তখনই তাকাতাম লতিফার দিকে ; ম্যাজিকের যাদু স্পর্শ লেগেই যেন সঙ্গে সঙ্গে আমার বিষণ্ণতা এবং অবসাদ যেত কেটে।

সময় সময় আমি অনুভব করতাম যে লতিফাও এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রায়ই তার চোখের দীপ্তি আমি অনুভব করতাম এবং কখনও কখনও তার দৃষ্টিতে বিষাদও মাখানো থাকত।

একবার আমি আমার ছোট ধূসর রংয়ের গাধাটায় চড়ে মাঠে যাচ্ছিলাম। কুয়োর ধারে দেখা হল লতিফার সঙ্গে—তার মাথায় কলসী। সে শ্রমিকদের জন্যে জল নিয়ে যাচ্ছিল।

"লতিফা, কেমন আছ?"

"আমার বাবা আমাকে কাজ করতে যেতে দেবে না"……কথাগুলো তার ঠোঁট থেকে এমনভাবে বেরিয়ে এল যে মনে হল যেন সে বহুদিনের চাপা দেওয়া কোন কিছুর হাত থেকে তার হৃদয়কে মুক্ত করতে চাইছে। তার গলার স্বর বিষণ্ণ যেন কোন বিপদপাত হয়েছে।

"কাজ করার চেয়ে তোমার কি বাড়িতে থাকতে বেশী ভাল লাগে না?"

লতিফা আমার দিকে তাকালো, তার চোখদুটো হয়ে উঠল ম্লান—যেন তার চোখের উপর ছায়া পড়েছে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে নীরব রইল।

"আমার বাবা আগরের শেখের ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চায়।"

"আর তুমি কি চাও ?"

"আমার বরং মরণ ভাল······"

আবার সে নীরব হল। তারপর সে প্রশ্ন করল: "হাওয়াজা, এ কথা কি সত্যি যে আপনাদের জাতের লোকেরা মাত্র একবার বিয়ে করে?"

"সত্যি, লতিফা।"

"আর আপনারা স্ত্রীদের মারেন না ?"

"না। যে নারী পুরুষকে ভালবাসে এবং পুরুষ যাকে ভালবাসে, তাকে কি মারা যায় ?

"আপনাদের মধ্যে মেয়ে যাকে চায় তাকেই বিয়ে করতে পারে ?"

"নিশ্চয়ই।"

"আর আমাদের ওরা বিক্রী করে ভারবাহী পশুর মতন······"

এই মুহূর্তগুলোতে লতিফার চোখদুটো আরও সুন্দর দেখালো—আরও গভীর, আরও কালো। একমুহূর্ত পরে সে বলল: "আমার বাবা বলে যে আপনি যদি মুসলমান হতেন, তবে আমাকে সে আপনার হাতেই তুলে দিত · ···"

"আমার হাতে ?"

আমি নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও সশব্দে হেসে উঠলাম। যন্ত্রণায় পরিপূর্ণ চোখ দুটি তুলে লতিফা আমার দিকে তাকালো।

আমি বললাম: "লতিফা, তুমি ইহুদী ধর্ম গ্রহণ কর, আমি তোমায় বিয়ে করব।"

"বাবা তাহলে আমাকে ও আপনাকে—দু'জনকেই হত্যা করবে।"

পরদিন শেখ সোরাবজী আমার আঙুর ক্ষেতে এল।

বৃদ্ধ সোরাবজীর মুখে ছিল সুন্দর সাদা দাড়ি, মাথায় দীর্ঘ টুপি, একটা তেজস্বিনী শাদা ঘোড়াতে চড়ে সে আসত। ঘোড়াটা সতেজে লাফিয়ে লাফিয়ে চলত।

সে শ্রমিকদের অভিবাদন জানাল, শ্রমিকরাও সবাই সবিনয়ে প্রত্যভিবাদন

জানিয়ে নীরব হয়ে রইল। আমার প্রতি সে একটা তীব্র দৃষ্টি হানল এবং তিক্ত কণ্ঠে আমায় অভিবাদন জানাল। আমিও সমান শৈত্যের সঙ্গে জবাব দিলাম। শেখ ও ঔপনিবেশিকদের মধ্যে প্রেমের ব্যত্যয় ছিল না; তারা সবাই ইহুদীদের ভীষণ ঘৃণা করত।

তার মেয়েকে দেখে শেখের রাগ গেল চড়ে। সে সগর্জনে বললে: "এই ইহুদীর কাছে আসতে তোকে আমি বারণ করি নি?"

"মুসলমান হয়েও তোমরা যারা কাফেরদের কাছে শ্রম বিক্রী কর, তোমাদেরও ধিক্!"

তার হাতের ছড়িটা কয়েকবার লতিফার মাথায় ও কাঁধে পড়ল। ভীষণভাবে রেগে যাওয়ায় আমি তার দিকে এগোবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু লতিফা, বিষণ্ণ, কালো, অশ্রুসিক্ত চোখ দুটি তুলে আমার দিকে তাকালো—যেন আমায় নীরব থাকার জন্যে অনুরোধ জানালো।

শেখ এবং তার মেয়ে চলে গেল। শ্রমিকরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

"শেখ সোরাবজী হৃদয়হীন," একজন বললে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললে: "সে আর এখন অর্ধেক মজুরী দিয়ে শ্রমিকদের সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি খাটানোর সুযোগ পায় না বলেই এতটা ক্ষেপে গেছে। ইহুদীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।"

ঠোঁটে দুষ্টু হাসির লহর খেলিয়ে আতালা বললে: "ও আজ কেন রেগেছে আমি তা জানি!"

লতিফা আর কাজ করতে ফিরে এল না।

যে বাড়ীতে সাধারণত আমি আহারাদি করতাম সে বাড়ী থেকে আসার পথে কয়েক সপ্তাহ পরে একদিন বিকালে তার সঙ্গে আমার দেখা হল। সে ঝুড়ির বাইরে মাটিতে মুরগী বিক্রীর জন্যে বসে ছিল। আমাকে দেখে সে উঠে দাঁড়াল। তার চোখদুটো দেখলাম আরও সুন্দর—আরও বেশী করুণ।

"কেমন আছ লতিফা?"

"ধন্যবাদ, হাওয়াজা!"

তার গলা কাঁপছিল। লতিফা প্রায়ই মুরগী বিক্রয় করতে আসত এবং সর্বদা দুপুর বেলাতেই আসত……

একদিন আতালা আমায় বলল: "হাওয়াজা, লতিফা নগরে গেছে; শেখের ছেলে তাকে বিয়ে করেছে—লোকটা কুৎসিৎ আর বেঁটে……" তার কথাগুলো আমার বুকে ছুরির মত বিঁধল।

পরে আমি শুনতে পেয়েছিলাম যে লতিফার স্বামীর বাড়ি আগুন লেগে পুড়ে গেছে, লতিফা পালিয়ে চলে এসেছিল বাপের বাড়ি—আবার তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে স্বামীর বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

কয়েক বৎসর চলে গেল। আমি নিজের তৈরী করা বাড়িতে বাস করছিলাম। অন্যের কালো চোখ আমাকে লতিফার কালো চোখের কথা ভুলতে বাধ্য করেছিল।

একদিন বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আমি দেখতে পেলাম যে দুইজন বৃদ্ধা আরব রমণী মুরগী নিয়ে অপেক্ষা করছে।

"তোমরা কি চাও?"

একজন নারী উঠে দাঁড়াল এবং আমার দিকে তাকাল।

"হাওয়াজা মুসা?"

"লতিফা?"

হাঁ, লতিফাই; এই কুঞ্চিত শীর্ণ মুখ বৃদ্ধা নারী। সে বৃদ্ধা হয়ে পড়েছিল—কিন্তু তার চোখে সেই পুরনো দিনের দ্যুতির অবশেষ তখনও ছিল।

"আপনি দাড়ি রেখেছেন, কেমন যেন বদলে গেছেন—" সে আমার উপর থেকে চোখ না সরিয়ে মৃদু স্বরে বলল।

"তুমি কেমন আছ? তুমি এত বদলেছ কেন?"

"হাওয়াজা, সবই আল্লার দয়া!"

সে নীরব হল। তারপর বলল: "হাওয়াজা মুসা বিয়ে করেছেন?"

"হাঁ, লতিফা।"

আমার তাঁকে দেখতে ইচ্ছা করে……"

আমি স্ত্রীকে বাইরে ডেকে আনলাম। লতিফা বহুক্ষণ ধরে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

তার চোখে জল।

তারপর থেকে আমি আর লতিফাকে দেখিনি।